জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ৪ # ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ # ১৭ ভাদ্র ১৪৩১

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা বাংলাদেশের

ইতিহাস গড়া এক বিজয়

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ৪ # ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ # ১৭ ভাদ্র ১৪৩১

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা বাংলাদেশের

ইতিহাস গড়া এক বিজয়

ইতিহাস গড়া এক বিজয় ২৮

টেস্ট ক্রিকেট বাংলাদেশ এখনো সত্যিকার অর্থে বড় দল হয়ে উঠতে পারেনি। শক্তিশালী দেশগুলোর বিপক্ষে জয়ের দেখা মেলে কালেভদ্রে। মুখোমুখি হওয়ার প্রায় ২৩ বছর পর প্রথম জয় এসেছে পাকিস্তানের বিপক্ষে। এর ফলে টেস্ট ঘরানার ৯টি দেশকে হারালেও এখনো অধরা হয়ে আছে ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। রাওয়ালপিন্ডিতে স্বাগতিক পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ও এসেছে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে। যদিও প্রতিটি দলেরই জয়ের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নামার কথা, দলের অধিনায়কের কথায় তারই প্রতিফলন থাকে, কিন্তু প্রতিপক্ষ শক্তিমান হলে সাধারণত কৌশল ভিন্ন নিতে হয়। দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে পাকিস্তান গেলে সার্বিকভাবে বাংলাদেশ যে জয়ের দেখা পাবে, এমনটা জোর গলায় বলা যায়নি। সিরিজের প্রথম টেস্ট জিতে অনেকটাই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন টাইগাররা।

সাফ অনূর্ধ্ব ২০ চ্যাম্পিয়নশিপে ৬

ক্রীড়াঙ্গনে পরিবর্তনের হাওয়া ১৮

বিসিবি'র নতুন সভাপতি ৩২

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক
ক্রীড়াজগত
বর্ষ ৪৮ ✽ সংখ্যা ৪ ✽ ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪
১৭ ভাদ্র ১৪৩১ ✽ মূল্য ২০ টাকা

ফটোফিচার.........২
সম্পাদকীয়.........৩
আমরা ক্রীড়ামোদী.........৪
সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে.........৬
টেস্টে বাংলাদেশের ৫০০.........১০
অবিস্মরণীয় জয়ের আঁকেবাঁকে.........১২
১০ উইকেটে জয়ের.........১৩
'মরচে পড়া জায়গাগুলোয়.........১৪
শেকড়গুলো নষ্ট হয়ে গেছে.........১৫
অলিম্পিক পদক.........১৬
ক্রীড়াঙ্গনে পরিবর্তনের হাওয়া.........১৮
চার দিনের ম্যাচের সিরিজ.........২১
এবার ট্র্যাকে ফিরুক.........২২
দেশের ফুটবলে সংস্কারের.........২৪
একান্ত ব্যক্তিগত.........২৫
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে.........২৬
নির্মিত হতে যাচ্ছে.........২৭
ইতিহাস গড়া এক বিজয়.........২৮
সত্যিকারের 'মিস্টার ডিপেন্ডেবল'.........৩০
বিসিবি'র নতুন সভাপতি.........৩২
যেখানে 'পথিকৃৎ' অনিক.........৩৪
নতুন ভূমিকায় ক্রিকেট.........৩৫
একঝাঁক উদীয়মান দাবাড়ু.........৩৬
কাবাডিতে সফল আবদুল জলিল.........৩৮
জাতীয় দলে ইয়ানার.........৪০
ভারতের বিন্দ্রা, নিরজ.........৪১
চ্যাম্পিয়ন কিংসই গড়েছে.........৪২
ফুটবলারদের দরপতন.........৪৪
ফাইনালে পেরে ওঠেনি.........৪৬
কুইজমালা.........৪৮
সাদা পোশাকে জাকের.........৪৯
একুশ বছর পর.........৫০
এ ছবি কার.........৫১
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের.........৫২
গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন.........৫৪
শব্দজট.........৫৫
ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা.........৫৬
বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের.........৫৮
বাফুফের জরিমানা.........৬০
ইংলিশ ফুটবলার হামজার হাতে.........৬১
স্কুলের মাঠ অন্য কাজে.........৬২
এশিয়ান ইনডোর গেমস বাতিল.........৬৩
ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলের নায়করা.........৬৪

‘হোম অব ক্রিকেট’ শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া
উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন
এ টি এম শরিফুল ইসলাম রুবেল

কম্পিউটার গ্রাফিকস

মো. মহিউদ্দিন চৌধুরী
মো. শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর

রেখা বেগম
মো. ফরিদুল ইসলাম

প্রুফ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

প্রচ্ছদ ও কালার ডিজাইন

আবির মাহমুদ

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

৪৮ বর্ষ ● ৪ সংখ্যা ● ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ● ১৭ ভাদ্র ১৪৩১

বিজয়কে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে

সাধারণত বাংলাদেশ দল নিয়ে ক্রিকেটানুরাগীদের আগ্রহের কমতি নেই। এ নিয়ে নিরন্তর আলোচনা-সমালোচনা চলতেই থাকে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক ঘনঘটা আর পালাবদলের মধ্যে অনেকটাই চুপিসারে পাকিস্তান সফরে যায় বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল। এ কারণে সফরটি একরকম আড়ালে পড়ে যায়। বলতে গেলে এ সফরের দিকে কারও তেমন মনোযোগ ছিল না। আর পাকিস্তান সফরে যাওয়া মানেই তো নির্ঘাত পরাজয়। অতীতে কোনো পর্যায়ের ক্রিকেটেই এর ব্যত্যয় হয়নি। টেস্ট তো দূরে থাক, ওয়ান ডে এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও জয়ের দেখা মেলেনি। তবে ২০০৩ সালে মুলতানে জিততে জিততে হেরে যায় খালেদ মাহমুদের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দল। নানা বিতর্ক আর দুর্ভাগ্যই শেষ মুহূর্তে সেই টেস্টে এক উইকেটে হেরে যাওয়ার কারণ। অধরা সেই জয়ের দেখা পেতে প্রায় ২১ বছর অপেক্ষায় থাকতে হলো। এর আগে দুই দলের ১৩টি টেস্টের মধ্যে একটি অমীমাংসিত থাকে। বাকিগুলোয় জয়ী হয় পাকিস্তান। এবার দুই টেস্টের সিরিজ খেলার আগে বাংলাদেশের প্রস্তুতিতেও একরকম অস্থিরতা ছিল, তা ছাড়া পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা তো বটেই, বোলাররা রীতিমতো আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ান। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ দলকে নিয়ে বড় কোনো প্রত্যাশা থাকার কথা নয়।

কিন্তু প্রত্যাশার বিপরীতে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন টাইগাররা। রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে ১০ উইকেটে জয় পেয়েছে নাজমুল হোসেনের দল! এর আগে তাদের এই ব্যবধানে জয়ের নজির ছিল না। টেস্টে এটি বাংলাদেশের ২০তম আর দেশের বাইরে ৭ম জয়। এ জয়ে দারুণভাবে চমকে যায় পাকিস্তানিরা। আগের মতোই সহজ জয় পাবে ধরে নিয়েছিল তারা। যে কারণে প্রথম ইনিংসে অনেক বড় স্কোর গড়ার সুযোগ থাকলেও ডিক্লেয়ার করে দেয় স্বাগতিকরা। অর্জিত রানকে জয়ের জন্য তারা যথেষ্ট মনে করেছিলেন। তাঁদের এই আত্মবিশ্বাসকে ভেঙেচুরে দিয়েছেন টাইগাররা। ব্যাট হাতে মুশফিকুর রহিম, সাদমান ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ, লিটন দাস, মুমিনুল হক, শরিফুল ইসলামরা যে শক্ত ভিত গড়ে দেন, সেটাই জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে। আর বল হাতে প্রত্যাশার বন্দরে পৌঁছে দেন মেহেদী হাসান মিরাজ, সাকিব আল হাসান, হাসান মাহমুদ, শরিফুল ইসলামরা। তবে মুশফিকুর রহিমের ডাবল আর সাদমান ইসলামের সেঞ্চুরি না হওয়াটা সত্যিই ব্যাডলাক। ব্যাটসম্যানরা জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও বোলারদের ভূমিকাকে মোটেও হালকা করে দেখার সুযোগ নেই।

প্রায়শই দেখা যায়, বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে নিয়ে যখন প্রত্যাশার চাপ থাকে না, তখনই তারা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়ে দেয়। সংগত কারণেই সেই সাফল্যকে কেন্দ্র করে প্রত্যাশা বেড়ে গেলে নিয়মিতই হতাশ হতে হয়। এ ধারা থেকে বের হয়ে এসে বিজয়কে অভ্যাসে পরিণত করার ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের নতুন কমিটির জন্য এটাই বড় একটা চ্যালেঞ্জ। তবে ইচ্ছা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকলে কামিয়াব হওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫ ০৫ ৩৭ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৪১০৫ ০৫ ৫৭
e-mail : krirajagat@gmail.com ও krirajagat@yahoo.com

খেলাধুলাই হোক যুবসমাজের হাতিয়ার

বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ খেলাপ্রিয়। এককথায় বলা চলে খেলাধুলার প্রতি ভালোবাসা এবং আবেগ কাজ করে বেশি এ দেশের মানুষের। যার কারণে দেশের মানুষ খেলাধুলা উপভোগ করার জন্য ভিড় করে থাকেন। তবে অন্যান্য খেলাধুলা থেকে ক্রিকেটের প্রতি ঝোঁকটা বেশি দেখা যায় এ দেশের জনগণের। একসময় ফুটবলের প্রতি এ দেশের মানুষের ভালোবাসা ছিল বেশি। এখন পরিস্থিতি পাল্টে গিয়ে ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসাটা বেড়েছে। খেলাধুলা হচ্ছে এ দেশের মানুষের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশও। এখন কথা হলো, আমাদের যুবসমাজ খেলাধুলায় কতটুকু সামনে অগ্রসর হতে পারছে। আমি মনে করি, এ খেলাধুলার মাধ্যমে আমাদের যুবসমাজকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বর্তমানে এ দেশের যুবসমাজ অনেকটা খারাপের দিকে রয়েছে বিভিন্ন কারণে। গ্রামেগঞ্জে অনেক প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে, যেগুলো খুঁজে বের করে বিভিন্ন খেলাধুলার মধ্যে আনতে পারলেই এ দেশের যুবসমাজ তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারবে এবং বেকারত্বও দূর করা সম্ভব হবে। তা ছাড়া একটি বিষয়ে সবাই হয়তোবা অবগত রয়েছেন, সেটা হলো– এ দেশের বিভিন্ন জেলায় কিশোর গ্যাং বের হয়েছে, যা শুনলেই খুবই আফসোস লাগে। আমি মনে করি, বেকারত্ব ও খেলাধুলার প্রতি তেমন নজর না থাকার কারণে হয়তোবা এমনটি হচ্ছে। তাই এ দেশের সব খেলাধুলাকে গ্রামেগঞ্জে ভালো করে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। কেননা, খেলাধুলার মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। তাই এ দেশের খেলাধুলাকে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশে খেলাধুলার যে ফেডারেশনগুলো রয়েছে, তারা সবাই এ নিয়ে একটু ভেবে দেখার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ রইল। কেননা আজকের যুব সমাজই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

মোহাম্মদ সামিউল আলম
বাড়ি নং-৫৬, পোঃ-টেকনিক্যাল, টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম -৪২০৯।

১৬ আগস্ট ২০২৪ সংখ্যার প্রচ্ছদ

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাওয়া উচিত টাইগারদের

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছরের শুরুর দিকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি (২০২৫) শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। যেটা হাইব্রিড মডেলে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং আমিরাতে হওয়ার কথা আপাতত শোনা যাচ্ছে। তবে সেখানে আট দলের অংশগ্রহণটা নিশ্চিত হওয়া গেছে ইতোমধ্যে। সেখানে আট দলের মধ্যে বাংলাদেশ দলও খেলবে, যেটা অত্যন্ত খুশির খবরও বটে। কেননা, যেখানে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন্স ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর শ্রীলঙ্কার মতো দলের ঠাঁই হয়নি আট দলের ভেতর সেখানে বাংলাদেশ দলের ঠাঁই পাওয়াটা সত্যিই অনেকটা গর্বেরও বলা যায়। এখন কথা হলো বাংলাদেশ এই টুর্নামেন্টে কতটুকু ভালো পারফরম্যান্স করতে পারবে, সেটাই দেখার বিষয়। আমাদের দলটা এখনো ব্যালেন্স একটা দলে পরিণত হতে পারেনি। তবে ওয়ানডেতে মোটামুটি দল ভালো খেলতে পারে বিধায় দলের প্রতি একটা আত্মবিশ্বাস রয়েছে আমাদের। বর্তমান আলোকে আমরা দলের প্রতি তেমন বেশি কিছু আশা না করতে পারলেও এটা আশা করতেই পারি- আমাদের দলটা অন্ততপক্ষে ভালো পারফরম্যান্স দেখাক প্রতিটি খেলায়। প্রতিবারই বড় বড় টুর্নামেন্ট আসে আর যায় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। এবার তাই দলের প্রতি বিশেষ অনুরোধ রইল, শান্তরা যেন কমছে কম প্রতিটি ম্যাচে ভালো ফলাফল করতে পারেন। একটি দলের হারজিত তো থাকবেই, তাই বাংলাদেশ দল হারলেও যেন ভালো পারফরম্যান্স করে হারে, সেটার জন্য আহ্বান রইল।

সানজিদা মাহবুব (সাইমা)
প্রযত্নে- নুরুল্লাহ চৌধুরী বাড়ি, পোস্ট- এনায়েতপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

আমাদের পতাকা আমাদের মান, সত্য সুন্দর বিজয় নিশান

সেরা চিঠি

‘জনপ্রতিনিধি’ হয়ে জনসেবা করা যায় অনায়াসে। যদিও ইচ্ছা থাকলে জনসেবার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশায় সরবে বা নীরবে অবস্থান নেওয়াটাও জনসেবা। আবার গণমানুষের ইচ্ছা ও স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে ক্ষমতার মমতায় একাকার হয়ে যাওয়া উচিত নয়। মাশরাফি বিন মর্তুজা এবং সাকিব আল হাসান জাতীয় ক্রিকেট দলের চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়। গণমানুষের টাকায় বেতন-ভাতা দেওয়া হয় তাঁদের। গণমানুষের গাঁটের পয়সা খরচেই জনপ্রিয় হন তাঁরা। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কথা না ভেবে, এরা কিনা ‘আওয়ামী লীগের’ সাংসদ হয়ে গেলেন! নিজের অবৈধ ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে, নির্বাচন নামের প্রহসনে শেখ হাসিনা যখন রাজনৈতিক দলগুলোকে বিভিন্ন অনৈতিক সুযোগ-সুবিধায় অংশ নিতে প্রলুব্ধ করেন, তখন সাকিব আর মাশরাফীর খায়েশ হলো জনসেবক (?) হবার। ‘মুজিব কোট’ গায়ে জড়িয়ে তাঁরা হাসলেন! তাদের এহেন চেহারায় দেশের জনগোষ্ঠী তো বটেই, প্রকৃত আওয়ামী লীগরাই চরম বিরক্ত এবং বিব্রত। দেশের মানুষের টাকায় লালিত পালিত হয়ে আওয়ামী লীগের সাইনবোর্ড গলায় ঝোলানো কোনোভাবেই যৌক্তিক হতে পারে না। মাশরাফী এবং সাকিবসহ জাতীয় ক্রিকেট দলের সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশের যে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী তাঁরা হতেই পারেন। এটা তাঁদের নাগরিক অধিকার। তবে সেলিব্রিটিদের দেশের মানুষ কোনভাবেই ‘প্রতিপক্ষ’ হিসেবে মেনে নিতে পারেন না। কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকেরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুসারী হয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে সেলিব্রিটির পছন্দের দলটি, নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীর অপছন্দের হওয়াটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে উৎসাহী সেলিব্রিটিদের প্রেরণা হতে পারেন ইমরান খান। ওয়ানডে বিশ্বকাপের পঞ্চম আসরে ১৯৯২ সালে শিরোপা উঁচিয়ে ধরে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ইমরান খান সব ফরমেটের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন। বেশ অনেক বছর পর তিনি রাজনীতিতে ফিরে আসেন, তবে প্রচলিত কোনো দলে যোগ দিয়ে কোনো ভক্তের বিরাগভাজন হননি তিনি। বরং ‘পাকিস্তান তেহরিক-ই ইনসাফ’ নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে পাকিস্তান সরকারের নির্বাহী প্রধান তথা প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান তিনি। কিন্তু জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য থাকাবস্থায় কেউ কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা/কর্মী হতে পারেন না। সমগ্র দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক যে তাঁরা। দেশের লাল-সবুজের পতাকা তাঁরাই দেশে-বিদেশে প্রদর্শন করবেন। এই পতাকা কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পরিচয় বহন করে না। ‘জাতীয়’ পতাকার মালিক আমি-তুমি-আমরা!’ আমাদের জাতীয় পতাকার মর্যাদা সুরক্ষায় জাতীয় ক্রিকেটারদের সর্বাবস্থায় দলীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে থাকতে এবং রাখতে হবে। পরিবর্তিত এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এহেন কালিমাযুক্ত ক্রিকেটারদের জাতীয় দলে জায়গা না দিলেই ভবিষ্যতের ক্রিকেটাররা ‘হলুদ কার্ড’ দেখবে। কিন্তু দুই টেস্টের পাকিস্তান সফরের দলে সাকিবের অবস্থান নিশ্চিতের সাংবাদিক সম্মেলনে বিসিবির প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু জানান, ‘এ বছর সাকিব সব টেস্ট খেলবেন। প্রতিভাবান, সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ সাকিব খেললে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে লাভবান হবে। কিন্তু মুজিব কোটের এই মালিক পারবে তো খেলতে? না পারলে তো মহাবিপদ। মহাবিপদের ঝুঁকিটি নেওয়া ঠিক হবে কি? বিনীতভাবে এই প্রশ্ন রাখলাম বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং মাননীয় ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার কাছে।

সাবিকুন নাহার ঐশী
বিজ্ঞান বিভাগ, রোল-৬৭৭, এইচএসসি পরীক্ষার্থী-২০২৪, চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, খুলশী, চট্টগ্রাম।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- সম্পাদক

ক্রীড়াজগত কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন

বাংলাদেশের সেরা ক্রীড়া ম্যাগাজিন পাক্ষিক ক্রীড়াজগতের সম্পাদক এবং সব কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। কারণ, তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ দেশসেরা ক্রীড়া ম্যাগাজিন পাক্ষিক ক্রীড়জগত ৪৮ বছরে পা রাখতে পেরেছে। আসলে চিন্তা করতে গেলে অবাক লাগে যে কেমনে একটি ম্যাগাজিন একটানা ৪৮ বছর পর্যন্ত বাজারে বের হতে পারে? বাংলাদেশে এমন কোনো ম্যাগাজিন এত বছর টানা বের হতে পেরেছে কি না, তা আমার জানা নেই। সততা, সাহস ও সঠিক খবর পরিবেশনের জন্য হয়তোবা আজ ম্যাগাজিনটি এত দূর এগিয়ে আসতে পেরেছে। আমি ক্রীড়াজগত কর্তৃপক্ষের সবার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া ও শুভকামনা করি। আশা রাখি, ম্যাগাজিনটি সামনের দিনগুলোয় বেশ সুনামের সঙ্গে আরও ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারবে অনেক দূর। আমি ২০০০ সাল থেকে এই ম্যাগাজিনটির সঙ্গে সম্পৃক্ত আছি, তাই আমি জানি এটি সম্পর্কে। সঠিক সময়ের মধ্যে ম্যাগাজিন যেন বাজারে বের হতে পারে, সে জন্য ক্রীড়াজগত কর্তৃপক্ষ কতটুকু সিরিয়াস, তা-ও এখানে না বললেই নয়। প্রতি মাসে দুটি ম্যাগাজিন সঠিক সময়ের আগেই হকারদের দোকানে চলে আসে, এটাও ক্রীড়াজগত কর্তৃপক্ষের একটা বড় অবদান বটে। আসলে সবকিছু বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায় যে উক্ত ম্যাগাজিন সম্পর্কে লিখে শেষ করা যাবে না কখনো। আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্রীড়াজগতের সাফল্য কামনা করি।

মোহাম্মদ রাসেল (মেজ মিয়া)
প্রযত্নে- কালাম উল্লাহ বাড়ি, আলম মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার, আমতলী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ৪৩৫২।

ফুটবল নিয়ে কিছু কথা

এই পৃথিবীতে কতই না খেলাধুলা রয়েছে। তার মধ্যে ফুটবল খেলাটার জনপ্রিয়তা এখন ধরতে গেলে আকাশচুম্বী। সারা বিশ্বের মানুষ ফুটবল খেলাটাকে ভীষণ ভালোবাসেন। সব দেশেরই এই ফুটবল খেলাটাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ফিফা নামক সংস্থাটি। এখন কথা হলো আমাদের দেশের ফুটবল খেলা নিয়ে। ৯০ দশকের দিকে এ দেশেও কিন্তু বেশ জনপ্রিয় ছিল ফুটবল। অথচ কিছু কিছু ভুলের কারণে আজ আমাদের ফুটবল খেলাটার মান একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। নব্বই দশকের কথা ভাবলে এমনটি হওয়ার কথা ছিল বলে মনে হয় না। আবাহনী, মোহামেডান ও মুক্তিযোদ্ধার মতো দলগুলোর খেলা হবে বললেই যেভাবে দর্শকেরা মাঠে উপচে পড়া ভিড় করতেন, তা ভাবলে আজ সবকিছু সপ্নের মতো মনে হয়। সামান্য লিগের খেলা হলেই তখন দর্শকেরা মাঠে গিয়ে বেশ আনন্দিত করতেন। আর জাতীয় দলের খেলা চললে তো কথাই ছিল না। আজ বাংলাদেশ দলের এমন বাজে অবস্থা চলার কারণে বিশ্বকাপের মতো বড় আসর আসলেই দেখা যায় আমাদের দেশে বিভিন্ন বাসার ছাদে, গাছের ওপরে ভিনদেশিদের পতাকা উড়াতে দেখা যায়, যা একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আমাদের কখনো কাম্য নয় বৈকি। আজ যদি আমাদের দেশের ফুটবলের অবস্থানটা ভালো থাকত, তাহলে হয়তোবা এমনটি হতো না। তাই আমাদের ফুটবলের মান বাড়ানোর জন্য ঘরোয়া লিগের প্রতি গুরুত্ব বাড়াতে হবে এবং আরও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, তাহলেই এ দেশের ফুটবলের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। আশা রাখি, বাফুফে এবার ফুটবল নিয়ে ভালো করে ভাববে দেশের কথা চিন্তা করে।

সম্রাট মিয়া
প্রযত্নে- শোয়েব সাহেব, গ্রিন ভ্যালী সোসাইটি, রোড নং-৫, বায়জিদ, চট্টগ্রাম।

খেলোয়াড়দের অবসরে যাওয়ার বেলায় সম্মান দেওয়া উচিত

দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি যে আমাদের কোনো ক্রিকেটার খেলোয়াড়ি জীবনের শেষ পর্যায়ে এসেও খেলায় ইতি টানার সময় কোনো প্রাপ্ত সম্মানটুকু পান না। অর্থাৎ একজন খেলোয়াড় যেদিন তাঁর শেষ ম্যাচটি খেলবেন, সেদিন তাঁর জন্য স্পেশাল কোনো কিছুর ব্যবস্থা করা হয় না। যা অজিদের বেলায়, ইংলিশ খেলোয়াড়দের বেলায় ও ভারতীয় এবং অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়দের বেলায় হয়। অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়দের কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ সম্মান ও বিদায়ী ম্যাচের আয়োজনসহ নানা কিছু করা হয়, যা একজন খেলোয়াড় হিসেবে সারাটি জীবন আশা করে থাকেন। অজি খেলোয়াড়দের তো তাঁদের অন্যান্য খেলোয়াড়রা কাঁধে নিয়ে মাঠে ঘুরতে দেখা যায়, এ যেমন কিছুদিন আগে জেমস অ্যান্ডারসন ও ওয়ার্নারকে দেখা গেছে বিদায়ী ম্যাচে এমন সম্মান দিতে। দর্শকদেরও তখন বেশ সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে দেখা যায় মাঠে। একজন খেলোয়াড় কিন্তু এটা আশা করতেই পারেন যে, খেলোয়াড়ি জীবনের শেষে এমনটি তাঁর জন্য ও দেশের পক্ষ থেকে করা হবে। আমাদের কিন্তু অতীত ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় অতীতেও তেমন কোনো কিছু করা হয়নি কখনো কারও বেলাতে। যেমন মেহরাব হোসেন অপি, আকরাম খান, হাবিবুল বাশার সুমন, মাশরাফি বিন মুর্তজা, খালেদ মাসুদ পাইলটসহ আরও অনেক ক্রিকেট লিজেন্ডের মতো বড় বড় তারকারা একসময় মাঠ কাঁপিয়ে ছিলেন এবং বিভিন্ন ম্যাচে ভালো পারফরম্যান্স করে দেশের সম্মান রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু মাঠ থেকে তাঁদের বিদায়গুলো হয়েছিল সাদামাটা। অনেকেই তো তাঁদের জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচটি কখন খেলে ফেলেছিলেন, নিজেও জানতে পারেন না। তাই এমন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত বলে মনেহয় আপাতত দৃষ্টিতে। কমছে কম আর কিছু করতে না পারলেও প্রতিটি খেলোয়াড়ের শেষ ম্যাচটিতে মাঠে কিছু না কিছু সম্মানের ব্যবস্থা রেখে বিদায় দেওয়া উচিত। আমাদের এটা চিন্তা করা উচিত যে একসময় কিন্তু তিনি দেশকে কিছু না কিছু দিয়েছিলেন, সেটা ভাবা দরকার সংশ্লিষ্ট সবাইকে। তাই আশা রাখি আগামীতে ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাই এ ব্যাপারে একটু ভেবে দেখবেন। সেই আশায়....

হাসান মিশকাত চৌধুরী
আরামিট সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।

ব্যাটিং ব্যর্থতাই কী বিশ্বকাপে অসফলতার মূল কারণ?

সম্প্রতি শেষ হলো ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে বিপিএল ও তিনটি সিরিজের মোট ১১টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্লেয়াররা সুযোগ পায় তাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত করে নিতে। তবে নিজেদের খেলা এই ৩টি সিরিজের ২টিতেই চরম ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে সিরিজ জয় হাতছাড়া করে বাংলাদেশ। বর্তমানে টি-টোয়েন্টি খেলতে যেই পরিমাণ লড়াকু ও সাহসী মানসিকতার ব্যাটিং করতে হয়, তা প্লেয়ারদের মাঝে নেই বললেই চলে। একটি দলের প্লেয়ার, যাঁরা নিজেদের ব্যাটিং পজিশন সম্পর্কে নিজেরাই অবগত নন, প্রতিনিয়ত তা পরিবর্তিত হয়– এমন একটি দলে বিশ্বকাপ শুরুর ২-৩ মাস আগে নতুন ব্যাটিং কোচ নিয়োগ করে বিসিবি যেন প্লেয়ারদের এক গোলকধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে খেলা সর্বপ্রথম সিরিজে বাংলাদেশের ব্যাটিং যেন পুরোপুরি অসহায় হয়ে পড়ে প্রথম ২ ম্যাচে। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ম্যাচে ১১৩ রানের সহজ টার্গেট মোকাবিলা করতে গিয়েও তীরে এসে তরী ডুবে বাংলাদেশের। গ্রুপ পর্বের বাকি ৩ ম্যাচে বোলিংয়ে নিজেদের সেরা কর্মক্ষমতা দেখিয়ে জায়গা করে নেয় সুপার এইটে। তবে সেখানে গিয়েও ব্যাটিংকেই নিজেদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হিসেবে স্বীকার করে সুপার এইটের প্রতিটি (৩টি) ম্যাচেই পরাস্ত হয় বাংলাদেশ। আফগানিস্তানের সাথে সেমিফাইনাল নির্ধারণী ম্যাচে বাংলাদেশের জিততে প্রয়োজন ছিল ১১৬ রান। আর এই রান যদি বাংলাদেশ ১২ ওভার ১ বলের মধ্যে করে ফেলতো, তাহলে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্ন পূরণ করতে পারতো। তবে এই স্বপ্ন পূরণ তো দূরেই থাক, বাংলাদেশ এই ম্যাচ আফগানিস্তানের কাছে খুবই অসম্মানজনকভাবে হেরে বসে। বাংলাদেশের টপ অর্ডার যেন কোনোভাবেই পারছিল না ভালো একটি ইনিংস গড়ার জন্য পাওয়ার প্লের সর্বোচ্চ সুযোগ নিতে। বরং রানের চাকা গড়াতে গিয়ে খামখেয়ালি মনোভাবে ঝুঁকিপূর্ণ শট খেলে নিজেদের উইকেটগুলো বিলিয়ে দেন তাঁরা। বাংলাদেশের এই বিশ্বকাপে প্রতিটি দলের বিপক্ষে পাওয়ার প্লেতে সংগৃহীত রান– শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে : ৩৪/৩; দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে: ২৯/১; নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে : ৫৪/২; নেপালের বিপক্ষে: ৩১/৪; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে: ৩৯/১; ভারতের বিপক্ষে: ৪২/১; আফগানিস্তানের বিপক্ষে: ৪৬/৩। এই স্কোরকার্ড দেখে বুঝাই যাচ্ছে বাংলাদেশের টপ অর্ডার প্রতিনিয়ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রয়োজনীয় রান ও জুটি গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলে মিডেল অর্ডারে বাড়তি চাপ পড়ে এবং ধীরে ধীরে দলের হাইস্কোর করার মানসিকতা ভেঙে পড়ে। যখন ১৫ ওভার পর্যন্ত বাংলাদেশ তাদের জুটি গড়া ও উইকেট বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকে, তখন শেষ মুহূর্তে একটি মারকুটে ইনিংস খেলে ফিনিসিং করে শক্তিশালী টার্গেট দেওয়া বা লক্ষ্য তাড়া করার চেষ্টাই তাঁদের থাকে না। আফগানিস্তান আর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। কেই বা জানে আর কবে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছাতে পারবে। আর যদি পৌঁছাতে পেরেও থাকে, তবে কী তারা তাদের ব্যাটিং দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারবে?

নাজমুস সাদাত চৌধুরী সায়েম
৯ম শ্রেণি, সীতাকুন্ড সরকারি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা বাংলাদেশের

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার

সেই ২০১৫ সালে শুরু সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবল। পরে এএফসির বয়সভিত্তিক আসরের সঙ্গে মিল রেখে এই আসর কখনো অনূর্ধ্ব-১৮, কখনো অনূর্ধ্ব-১৯, কখনো অনূর্ধ্ব-২০ বয়স শ্রেণির হচ্ছে। সাফ ফুটবলের অন্য সব আসরেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। তা পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই। তবে এই যুব সাফে কখনই চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি তারা। তিনবার রানার্সআপে আটকা। অবশেষে এবার নেপালের মাঠ থেকে নিয়ে এল ট্রফি। ২৮ আগস্ট নেপালের ললিতপুরের আনফা কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-২০ পুরুষ সাফের ফাইনালে নেপালকে ৪-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় লাল-সবুজরা। আসরের সেরা খেলোয়াড় এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন বাংলাদেশের মিরাজুল ইসলাম মিরাজ। সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার গেছে লাল-সবুজদের মোহাম্মদ আসিফের দখলে। দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে দলের এই আসর শুরু হয়েছিল ১৮ আগস্ট। পাকিস্তানের এই সাফে খেলার কথা থাকলেও পরে নাম প্রত্যাহার করে নেয়। বাংলাদেশের গ্রুপেই ছিল পাকিস্তান।

মারুফের হাত ধরেই প্রথম শিরোপা

দেশি কোচ সাইফুল বারী টিটুকে ২০১৫ সালের প্রথম অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষ সাফের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেবার সেমিতে ভারতের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায়। ২০১৭ সালে এই দলের দায়িত্বে ছিলেন মাহাবুব হোসেন রক্সি। যদিও নেপথ্য কোচ ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্ড্রু অর্ড। সাফল্য আসেনি সেবার। ২০১৯ সালে সালে ব্রিটিশ কোচ এবং ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ান পল স্মলিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তারাও রানার্সআপের বেশি কিছু দিতে পারেনি। ২০২৩ সালে এই আসরের ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে রেজাল্ট। ভুটান ও ভারতের কাছে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় বাংলাদেশের। কোচ ছিলেন রাশেদ পাপ্পু। এবার বাফুফে এক প্রকার বাধ্য হয়েই দায়িত্ব দেয় এ কে এম মারুফুল হককে। এর আগে ২০১৫ সালে সাফ ফুটবলে তিনি সিনিয়র জাতীয় দলের কোচ ছিলেন। পারেননি দলকে সেমিতে তুলতে। ২০২১ সালে অনূর্ধ্ব-২৩ দলেও কোচ ছিলেন মারুফ। দেশের ফুটবলে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি সফল বুয়েটে চাকরি করা এই কোচ। তবে এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলে কোনো ম্যাচই জিততে পারেননি। এরপরও এবার মারুফকে দায়িত্ব দেওয়া। শেষ পর্যন্ত মারুফুল হকের অধীনেই ধরা দিল অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলের প্রথম ট্রফি। এটি মারুফুল হকের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ট্রফি। এর আগে তিনি লে. শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন করিয়েছিলেন ভুটানের কিংস কাপে।

আন্দোলনে শহীদ ছাত্র-জনতাকে ট্রফি উৎসর্গ

বিগত সরকারের বিপক্ষে ছাত্র-জনতার আন্দোলন। সেই আন্দোলনের কারণে প্রস্তুতি নিতে সমস্যা হচ্ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ দলের। কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম থেকে বসুন্ধরা কিংসের ঘাসের মাঠে অনুশীলনেও ছেদ পড়ে। ফলে পরে বাধ্য হয়েই ফুটবলারদের ক্যাম্প কমলাপুর স্টেডিয়াম থেকে বসুন্ধরায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেই ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শত শত ছাত্র ও জনতা শহীদ হন। এবারের অনূর্ধ্ব-২০ সাফ ট্রফি সেই শহীদ হওয়া ছাত্র-জনতার

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার অভিনন্দন

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয় করায় বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বাংলাদেশের এমন সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘ক্রীড়াঙ্গনে সফলতা দেশকে এগিয়ে নেওয়ার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। দুর্নীতির থাবা থেকে মুক্ত হলে যেকোনো ক্ষেত্রেই সাফল্য আসবে আরও বড় পরিসরে। সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয় দেশের ফুটবলের জন্য ইতিবাচক।’ ভবিষ্যতে ক্রীড়াঙ্গনের সব পর্যায়ে এ জয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। ফাইনাল শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন কোচ মারুফুল হক। পুরো আসরেই বাংলাদেশ দল স্মরণ করে নিহত হওয়া ছাত্র-জনতাকে। সর্বোচ্চ গোলদাতা মিরাজুল তো শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গোল করেই শহীদ হওয়া ছাত্র মীর মুগ্ধ ও আবু সাঈদের নাম লেখা টি-শার্ট পরেন। যদিও এই গেঞ্জি পরার জন্য রেফারির দেওয়া হলুদ কার্ড বরণ করতে হয় তাঁকে।

নেপালের মাঠ থেকে ৬ষ্ঠ ট্রফি

বাংলাদেশের ফুটবলে সাফল্য ব্যর্থতার নাম নেপালের ফুটবল গ্রাউন্ড। ১৯৮৪ সালের সাফ গেমসে এই নেপালের মাঠে ফুটবলের ফাইনালে হেরে স্বর্ণ জিততে না পারার কষ্ট এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় দেশের ফুটবলপ্রেমীদের। তবে ১৯৯৯ সালে নেপালের কাঠমান্ডু স্টেডিয়াম থেকেই প্রথম পুরুষ সাফ ফুটবলে স্বর্ণ জয়ের কাহিনী। এরপর একে একে সাফল্য। দুই একটি ব্যর্থতা সঙ্গী হিসেবে থাকলেও পরবর্তী সময়ে নেপালের মাঠে সাফল্যই বেশি। ২০১৫ সালে এই নেপালের মাঠে নেপালকে ফাইনালে ১-০ গোলে হারিয়ে মহিলা ফুটবলের ইতিহাসে প্রথম শিরোপা জয়, তা ছিল অনূর্ধ্ব-১৪ এএফসি রিজিওনাল ফুটবল। ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৫ পুরুষ সাফে বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কাহিনীও এই নেপালের মাঠে। নেপালের কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ২০২২ সালে মহিলা সাফে বাংলাদেশের প্রথম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ইতিহাস। এ বছর অনূর্ধ্ব-১৬ মহিলা সাফে বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন হওয়াটাও এই নেপালের মাঠে। এই সাফল্যকে ৬ষ্ঠতে উন্নীত করা হলো অনূর্ধ্ব-২০ পুরুষ ফুটবলে ট্রফি নিয়ে মিরাজুল, আসিফ, আসাদুল মোল্লাদের উল্লাসের মাধ্যমে।

তিন সাফে মিরাজুলের ১২ গোল

'আমি জাতীয় দলে লিওনেল মেসির চেয়ে বেশি গোল করতে চাই।' দুই মৌসুম আগে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে সর্বোচ্চ গোল করা এবং ২০২২ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ ও অনূর্ধ্ব-২০ সাফে একটি করে হ্যাটট্রিকসহ চারটি করে গোল করার পর নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন মিরাজুল ইসলাম। তখন অনেকেই তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিলেন। তবে থেমে থাকেনি আন্তর্জাতিক ম্যাচে মিরাজুলের গোল করার মিশন। এবারের সাফেও তার চার গোল। হয়েছেন সর্বোচ্চ গোলদাতা। সঙ্গে টুর্নামেন্ট সেরাও। 'এ' গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল শ্রীলঙ্কা। সেই ম্যাচে মিরাজুলের গোলে লিড মারফুল হকের দলের। এরপর পিয়াস আহমেদ নোভা করেন জয় নিশ্চিত করা গোল। পরের ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে হেরে যাওয়া ম্যাচে ব্যবধান কমানো পেনালিটিতে করা গোল

কোচ মারুফুল হক

মিরাজুলের। বাফুফে এলিট অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা এই স্ট্রাইকার সেমিতে গোল না পেলেও ফাইনালে করেছেন জোড়া গোল। একটি গোলের জোগানদাতাও তিনি।

মিরাজুল হলেন একই বছর দুই বয়সভিত্তিক সাফে একই দলের বিপক্ষে হাটট্রিক করা প্রথম ফুটবলার। ২০২২ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ সাফে তার হ্যাটট্রিক ছিল মালদ্বীপের বিপক্ষে। সে বছরই অনূর্ধ্ব-২০ সাফে আবার তার হ্যাটট্রিক মালদ্বীপের বিপক্ষে। অনূর্ধ্ব-২০ সাফে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একটি গোল ছিল। সে বছর অনূর্ধ্ব-১৭ সাফে তিনি গোল করেছিলেন ভারতের বিপক্ষে। অবশ্য সেই ম্যাচে ভারতের কাছে ১-২ গোলে হারতে হয়েছিল বাংলাদেশকে।

গ্রুপ পর্বে হারের পরও চ্যাম্পিয়ন

তিন দলের একটি করে গ্রুপ। এর একটি ম্যাচে জিতলে সেমিতে যাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকে। আবার হারলে বাদ পড়ার ঝুঁকি। এবার অনূর্ধ্ব-২০ সাফের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ২-০ গোলে হারায় শ্রীলঙ্কাকে। কিন্তু পরের ম্যাচে ১-২ গোলে হেরে বসে স্বাগতিক নেপালের কাছে। অবশ্য শ্রীলঙ্কা প্রথম ম্যাচে হেরে বসে নেপালের কাছে। তাই নেপালী যুবাদের কাছে এই হারের পরও সেমিতে যেতে কোনো সমস্যাই হয়নি বাংলাদেশের। এরপর সেমিতে ভারত ও ফাইনালে নেপালের বিপক্ষে জয় দিয়েই শিরোপা জয়। ১৯৯৯ সালের সাফ ফুটবলেও বাংলাদেশ গ্রুপ পর্বে হেরে বসেছিল মালদ্বীপের কাছে। এরপরও তারা সেমিতে উঠেছিল পরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে পরাজয়ের তেতো স্বাদ দিয়ে। সেবারও সেমিতে ভারত ও ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া।

মেহেদীর পর আসিফ

২০১৮ সালের অনূর্ধ্ব-১৫ সাফে বাংলাদেশ সেমিফাইনালে ভারত এবং ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। সেই দুই ম্যাচে বদলি হিসেবে নেমে টাইব্রেকার ঠেকান গোলরক্ষক মেহেদী হাসান। এবারের অনূর্ধ্ব-২০ সাফে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ। তবে সেমিতে ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধে মাথায় আঘাত পান শ্রাবণ। ফলে তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়। বদলি হিসেবে নামেন মোহাম্মদ আসিফ। আসিফ নামার পর গোল পরিশোধ করে ভারত। স্কোর ১-১ হওয়ার পর খেলা সরাসরি টাইব্রেকারে গড়ায়। কারণ, বয়সভিত্তিক সাফে কোনো অতিরিক্ত সময় নেই। এই টাইব্রেকারে ভারতের প্রথম ও পঞ্চম শট রুখে দিয়ে বাংলাদেশকে ফাইনালে তোলেন বসুন্ধরা কিংসের গোলরক্ষক

ফাইনালে নেপালের বিপক্ষে আক্রমণের একটি মুহূর্ত

আসিফ। আগে তিনিও ছিলেন বাফুফের এলিট অ্যাকাডেমিতে।

সেমিতে ভারতকে হারালেই বাংলাদেশের শিরোপা

সাফ ফুটবলে ভারতের কাছে সেমিতে হারের কয়েকটি ঘটনা আছে। ১৯৯৪ সালের সার্ক ফুটবলে শ্রীলঙ্কার মাঠে সেমিতে ভারতের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় বাংলাদেশের। ২০১৫ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ সাফের সেমিতেও ভারতের কাছে এই টাইব্রেকারে হেরে ছিটকে পড়া। ২০১৯ মহিলা সাফের সেমিতেও বাংলাদেশের হার এই ভারতের কাছে। তবে যেই সেমিফাইনালে বাংলাদেশ হারাতে পেরেছিল ভারতকে সেই আসরে শিরোপায় হাত দিতে পেরেছে লাল-সবুজরাই। যার সর্বশেষ উদহারন এবারের অনূর্ধ্ব-২০ সাফ। ২৬ আগস্টের সেই ম্যাচে ১-১ এ ৯০ মিনিটের খেলা শেষ হওয়ার পর টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জয় মারুফুল হক বাহিনীর। এরপর ২৮ আগস্ট ফাইনালে নেপালকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া। শুরুটা ১৯৯৯ সালের সাফ গেমসে। বাংলাদেশ সেমিতে ভারতকে হারিয়ে এরপর ফাইনালে নেপালকে পরাজিত করে প্রথম স্বর্ণের দেখা পায়। ২০০৩ সালের সাফ ফুটবলেও একই কাহিনী। সেমিতে ভারতের বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়ের পর ফাইনালে মালদ্বীপকে টাইব্রেকারে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া। ২০১০ এস এ গেমস ফুটবলেও সেমিতে ভারতকে ১-০তে হারানোর পর ফাইনালে আফগানিস্তানকে বধ করে স্বর্ণপদক পুনরুদ্ধার। ২০১৮ সালের অনূর্ধ্ব-১৫ সাফেরও সেমিতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল ভারত। সে ম্যাচে লাল-সবুজ যুবারা টাইব্রেকারে তাদের পরাজয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে জিতে নেয়। এরপর ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ট্রফি উৎসবে মেতে উঠা।

বাংলাদেশের প্রতিশোধ

২০১৫ সালের প্রথম অনূর্ধ্ব-১৯ সাফে বাংলাদেশের হার ছিল নেপালের কাছে। ২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব-১৮ সাফে নেপালের কাছে হারই বাংলাদেশকে শিরোপা জিততে দেয়নি। এবারও নেপালের কাছে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে হেরে বসে বাংলাদেশ। তবে সেই প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে ফাইনালে ৪-১ গোলে হারিয়ে। মিরাজুল ইসলামের দর্শনীয় ফ্রি-কিকের গোলে শুরু। এরপর আরেকটি গোল করেন তিনি। বাকি দুই গোল রাব্বী হোসেন রাহুল ও পিয়াস নোভার।

ফাইনাল খেলা হলো না শ্রাবণের

অনূর্ধ্ব-২০ দলে জাতীয় দলের ফুটবলার ছিলেন চারজন। তাঁদের একজন মজিবুর রহমান জনি ইনজুরির জন্য আগেই বাদ পড়েন। বাকি তিনজন গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ, মিডফিল্ডার চন্দন রায় ও রাব্বী হোসেন রাহুল।

টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় মিরাজুল ও সেরা গোলরক্ষক আসিফ

লেফট উইংয়ে প্রতিপক্ষের আতঙ্কের নাম ছিলেন রাহুল। ফাইনালে একটি গোলের সঙ্গে দুই অ্যাসিস্ট তাঁর। তবে ফাইনালে খেলা হয়নি গোলরক্ষণ শ্রাবণের। সেমিতে ভারতের বিপক্ষে আহত হয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। ফলে সেই ম্যাচের অবশিষ্ট সময় এবং ফাইনালের পুরোটা সময় কিপিং করেছেন আসিফ। ফাইনালে শ্রাবণের বদলে অধিনায়ক ছিলেন আসাদুল হক আসিফ। ১৯৯৯ সালের সাফ গেমস ফুটবলেও বাংলাদেশ দলের ১ নাম্বার গোলরক্ষক মোহাম্মদ পনির বাজে ফর্মের কারণে প্রথম ম্যাচের পর আর একাদশে জায়গা পাননি। পরের তিন ম্যাচ দুর্দান্ত খেলে দলের চ্যাম্পিয়নশিপের ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রাখেন গোলরক্ষক বিপ্লব ভট্টাচার্য।

অহেতুক লালকার্ড পাওয়া চলছেই

বয়সে অল্প হলেও মাঠে লালকার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধহস্ত বাংলাদেশি ফুটবলাররা। ২০২২ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলে নেপালের বিপক্ষে অহেতুক লালকার্ড খেয়ে দলকে বিপদে ফেলেন শহীদুল। মারামারি করেন তিনি। এবার ভারতের বিপক্ষে সেমিফাইনালে একেবারে শেষ সময় বিপক্ষ ফুটবলারদের সঙ্গে হাতাহাতি লালকার্ড পান কামাচাই মারমা আকি। এর ফলে বিকল্প খেলোয়াড় ফাইনালে খেলাতে হয় কোচ মারুফকে। ২০১৭ সালের অনূর্ধ্ব-১৮ সাফে নেপালের ফুটবলারকে বল ছাড়াই কনুই দিয়ে গুতা দিয়ে লালকার্ড পান বিশ্বনাথ ঘোষ। তার কারণেই সেই ম্যাচে জেতার বদলে হারতে হয়েছির। সেই হারেই জেতা সম্ভব হয়নি শিরোপা।

একনজরে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো

বাংলাদেশ ২-০ শ্রীলঙ্কা

(মিরাজ , নোভা)

বাংলাদেশ ১-২ নেপাল

(মিরাজুল)

সেমিফাইনাল

বাংলাদেশ ১ (৪) : ভারত ১ (৩)

(আসাদুল মোল্লা)

টাইব্রেকারে বাংলাদেশের হয়ে গোল করেন : নোভা, তপু, আশরাফুল হক আসিফ ও মঈন

ফাইনাল

বাংলাদেশ ৪-১ নেপাল

(মিরাজুল ২, রাহুল, নোভা)

সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতা : মিরাজুল ইসলাম। সেরা গোলরক্ষক : মোহাম্মদ আসিফ।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলা বাংলাদেশ দল : মেহেদী হাসান শ্রাবণ, শাকিল আহাদ তপু, আসাদুল ইসলাম সাকিব, কামাচাই মারমা আকি, চন্দন রায়, রাব্বী হোসেন রাহুল, ইফতিয়ার হোসেন (মইনুল ইসলাম মঈন ৬০ মি.), মিরাজুল ইসলাম (পিয়াস নোভা ৬০ মি.), আসাদুল মোল্লা (রাজু আহমেদ জিসান ৬০ মি.), আশরাফুল হক আসিফ (মহসিন আহমেদ ৯০ মি.), রুস্তম ইসলাম দুখু মিয়া (পারভেজ আহমেদ ৯০+৫ মি.)

নেপালের বিপক্ষে খেলা দল : মেহেদী হাসান শ্রাবণ, শাকিল আহাদ তপু, আসাদুল ইসলাম সাকিব, কামাচাই মারমা আকি, চন্দন রায় (রাজু আহমেদ জিসান ৮৮ মি.), রাব্বী হোসেন রাহুল, মহসিন আহমেদ (মিরাজুল ইসলাম ৩২ মি.), পিয়াস আহমেদ নোভা, হোসাইন মোহাম্মদ আরিয়ান (আসাদুল মোল্লা ৩২ মি.), আসাদুল মোল্লা, আশরাফুল হক আসিফ (রাজীব হোসেন

৮৮ মি.), রুস্তম ইসলাম দুখু মিয়া।

ভারতের বিপক্ষে খেলা দল : মেহেদী হাসান শ্রাবণ (আসিফ ৬৯ মি.), শাকিল আহাদ তপু, আসাদুল ইসলাম সাকিব, কামাচাই মারমা আকি, চন্দন রায় (মইনুল ইসলাম মঈন ৮০ মি.), রাব্বী হোসেন রাহুল, পিয়াস আহমেদ নোভা, মিরাজুল ইসলাম (ইফতাইর হোসেন (৮০ মি,), আসাদুল মোল্লা, আশরাফুল হক আসিফ, রুস্তম ইসলাম দুখু মিয়া।

ফাইনালে খেলা বাংলাদেশ দল : মোহাম্মদ আসিফ, শাকিল আহাদ তপু, আসাদুল ইসলাম সাকিব (আজিজুল হক অনন্ত ৬৫ মি.), রাজীব হোসেন, ইফতাইর হোসেন (চন্দন রায় ৬২ মি.), রাব্বী হোসেন রাহুল (ইমরান খান ৯০+১০ মি.), পিয়াস আহমেদ নোভা, মিরাজুল ইসলাম (মহসিন আহমেদ ৯০+১০ মি.), আসাদুল মোল্লা (মইনুল ইসলাম মঈন ৬২ মি.), আশরাফুল হক আসিফ, রুস্তম ইসলাম দুখু মিয়া।

সেমিফাইনালে ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশ যুবাদের উচ্ছ্বাস

অনূর্ধ্ব-২০ সাফ ট্রফি বাংলাদেশের ঘরে

● ইকরামউজ্জমান ●

জাতির জীবনে ঘটনাবহুল সময়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে তিন বিভাগে অসাধারণ খেলে ১০ উইকেটে জয় লাভ। এরপর অনূর্ধ্ব-২০ সাফ ফুটবলে ভারতের বিপক্ষে নেপালে ৪-৩ গোলে জয়ী হয়ে ফাইনালে পৌঁছানো এবং এরপর ফাইনালে যুবদল পরিকল্পনামাফিক এবং একপর্যায়ে কৌশল পরিবর্তন করে দাপটের সঙ্গে খেলে নেপালকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো বয়সভিত্তিক সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ট্রফি জয় করেছে। অনূর্ধ্ব-২০-এর যুবারা বুঝিয়ে দিয়েছে বাঁধনহারা তারুণ্যের বিকল্প নেই। শুধু ক্রীড়াঙ্গন নয়, সব ক্ষেত্রেই এই তারুণ্য বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে–হারতে দেবে না। বাংলাদেশ পুরুষ জাতীয় দল সেই ২০০3 সালের পর আর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা ছুঁয়ে দেখতে পারেনি। আমরা বিশ্বাস করি, মনমানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের পাশাপাশি ফুটবলে বড় ধরনের সংস্কার সাধন করা সম্ভব হলে বর্তমানের তরুণ জেনারেশন, যাঁরা ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে নায়ক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, এরাই পারবে বাংলাদেশের পতাকাকে আন্তর্জাতিক ফুটবল চত্বরে সম্মানের সঙ্গে ওপরে তুলে ধরতে। ফুটবলের জয়যাত্রা নিশ্চিত করতে।

মাঠের লড়াইয়ে নেপাল প্রথম থেকে চেষ্টা করেছে খেলাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে। দল হিসেবে তারা ভালো, এটি অস্বীকার করার উপসর্গ নেই। নেপাল মানসিক চাপে ভুগেছে সবচেয়ে বেশি। এতে তাদের খেলা কিছুটা এলোমেলো হয়েছে। বাংলাদেশের কোচ এই সময় তার কৌশল পাল্টে সুযোগ নিয়েছেন। খেলোয়াড়রা তাদের কাজ সঠিকভাবে করতে পেরেছে। যুবদলের মিরাজুল দুটি এবং রাব্বি হোসেন ও পিয়াস আহমদ একটি করে গোল করেছে। যেটি লক্ষণীয় হয়েছে, সেটি হলো দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে 'টিম স্পিরিট' এবং সমঝোতা। কোচ খেলোয়াড়দের লড়াইয়ের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তাদের সামর্থ্যকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন। খেলোয়াড়রা সৃষ্টি করেছে ইতিহাস।

চলতি বছরেই অনূর্ধ্ব ১৬ নারী ফুটবলে বাংলাদেশের মেয়েরা নেপালকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এরপর আবার ২৮ আগস্ট অনূর্ধ্ব-২০ এর যুবাদল নেপালকে বড় গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রথম শিরোপা জিতল। এটি দেশের ফুটবলে অনেক বড় পাওয়া।

বয়সভিত্তিক ফুটবল ভারত ও নেপাল অপ্রতিরোধ্য এই ধারণা পাল্টে ফেলার স্পষ্ট বার্তা আমরা পেয়েছি। তারুণ্যকে সুযোগ করে দিতে হবে, যাতে তারা বয়সভিত্তিক ফুটবলে অচিরেই ভারত এবং নেপালের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। খেলা শেষে গোল্ডেন বুটজয়ী (চ্যাম্পিয়নশিপে ৪টি গোল করেছে) সিরাজুল বলেছে 'দেশে এখন খারাপ অবস্থা, অনেক কিছু হয়েছে, বন্যা চলছে–এই পুরো খেলাটা আমরা বাংলাদেশের মানুষের জন্য খেলেছি। আর কোচ মারুফুল হক বলেছেন এই 'ট্রফি উৎসর্গ করছি নতুন বাংলাদেশের জন্য, যে নায়করা জীবন দিয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন 'এই জয় নতুন বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে।' ক্রীড়া দলমত নির্বিশেষে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, তা আবার আমরা দেখলাম।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম খেলায় ২-০ গোলে শ্রীলঙ্কা পরাজিত করেছে। প্রথম ম্যাচে জয় সব সময় মানসিক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। এর পরের খেলায় স্বাগতিক নেপালের বিপক্ষে ২-১ গোলে পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় দল হিসেবে ভারতের বিপক্ষে সেমিফাইনাল খেলেছে। নেপাল দলটি অনেক বেশি গোছানো এবং 'কমপেক্ট' ফুটবল খেলে। আর এই দলটি নিচের থেকে ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছে। খেলোয়াড়দের খেলার প্রতি নিবেদন এবং ফুটবল 'সেন্স' পরিপক্ক। ওরা জানে মাঠে কীভাবে লড়তে হবে। ২০২২ সালে প্রথম অনূর্ধ্ব-২০ সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমবারের কম্পিটিশনে বাংলাদেশ দল ভারতের কাছে হেরেছে। এর আগে অনূর্ধ্ব ১৮ ও ১৯ বয়সীদের প্রতিযোগিতা চারবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৮ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেললেও ট্রফি জিততে পারেনি। আর অনূর্ধ্ব-১৯-এর ফাইনালে কখনো খেলতে পারেনি। এবারই প্রথম শিরোপা জয়ের স্বাদ। দেশের ফুটবল একটি অস্থিতিকর সময় পার করছে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর। এই সময় তরুণদের ফুটবল মাঠে জয় অবশ্যই বড় ধরনের স্বস্তি।

নেপালের আলফা কমপ্লেক্সে নামার আগের থেকেই বাংলাদেশের তরুণ খেলোয়াড়রা ছিল ইতিবাচক। তারা তাদের শতভাগ ঢেলে দিয়ে চেষ্টা করেছে বলেই ট্রফি জয় সম্ভব হয়েছে। ছেলেরা দেশে সব সময় খেলে টার্ফে আর সেখানে খেলেছে 'আর্টিফিশিয়াল' টার্ফে। এই ক্ষেত্রে 'অ্যাডজাস্টমেন্টের' বিষয় ছিল। ছেলেরা এই বিষয় সহজে আয়ত্ত করতে পেরেছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো লড়াইয়ে নামার আগে জয়ের ক্ষুধায় ভোগা এবং সামর্থ্যের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখা।

উয়েফা 'এ' লাইসেন্সধারী কোচ মারুফুল হক দুই সপ্তাহ সময় পেয়েছেন দলটাকে যতটুকু সম্ভব ঘষেমেজে দাঁড় করানোর জন্য। কোচের সুবিধা ছিল স্কোয়ার্ডের প্রায় সবাই প্রফেশনাল লিগে বিভিন্ন দলের হয়ে খেলেছেন এবং তারা মাঠের লড়াইয়ে অভিজ্ঞ।

টেস্টে বাংলাদেশ প্রথমবার ৫০০-ছোঁয়া দলীয় ইনিংসের দেখা পেয়েছিল ২০১২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মিরপুরে

টেস্টে বাংলাদেশের ৫০০ ছাড়ানো ইনিংস ও মুশফিকের কীর্তি

● মো. মুলতানুর রহমান ●

এটা চিরায়ত সত্যি যে টেস্ট জেতান বোলাররা। তবে ব্যাটসম্যানদেরও কিন্তু পুঁজি এনে দিতে হয়। এই যেমন পাকিস্তান-বাংলাদেশ রাওয়ালপিন্ডির প্রথম টেস্টের কথাই ধরুন না। ড্রয়ের পথে এগোতে থাকা ম্যাচে শেষ দিনে চমক দেখিয়ে পাকিস্তানিদের ১৪৬ রানে গুটিয়ে দিয়ে জয়ের পথ সুগম করেছেন বাংলাদেশের বোলাররাই। কিন্তু এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা যদি স্কোরবোর্ডে যথেষ্ট রান জমা না করতে পারতেন, তাহলে কিন্তু জয় পাওয়া সম্ভব হতো না কোনোভাবেই। সে ক্ষেত্রে হয়তো বা ম্যাচ ড্র হয়ে যেতে পারত। কার্যত প্রথম ইনিংসের ১১৭ রানের লিডই বাংলাদেশকে ১০ উইকেটের ঐতিহাসিক জয় এনে দিতে বড় ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তানের ৬ উইকেটে ৪৪৮ রানে ঘোষণা করা প্রথম ইনিংসের চাপ মাথায় নিয়ে মুশফিকুর রহিমের ১৯১, সাদমান ইসলামের ৯৩, মেহেদী হাসান মিরাজের ৭৭, লিটন দাসের ৫৬ ও মুমিনুল হকের ৫০ রানের সুবাদে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে অলআউটের আগে সংগ্রহ করে ৫৬৫ রান।

টেস্ট ক্রিকেটে এই নিয়ে ১২তম বারের মতো ইনিংসে ৫০০ রানের গণ্ডি পেরিয়েছে বাংলাদেশ, যার মধ্যে একটি আবার ছাড়িয়েছে ৬০০ রানের মাইলফলক। এমন কীর্তি দেশে ৮ বার (মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে সর্বোচ্চ ৪ বার) এবং বিদেশের মাঠে ৪ বার। অন্যদিকে ৩ বার করে শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এবং ২ বার করে নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের বিপক্ষে পাঁচশ ছুঁয়েছে বাংলাদেশ। ২০০০ সালের নভেম্বরে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেকের পর এই সংস্করণে দলীয় ৫০০ ছোঁয়া ইনিংসের দেখা পেতে বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে পাক্কা এক যুগ, ম্যাচের হিসেবে অপেক্ষাটা ছিল ৭৩ ম্যাচের। এর আগে সর্বোচ্চ ৪৮৮ (২০০৫ সালের জানুয়ারিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে চট্টগ্রামে) পর্যন্ত যাওয়ার রেকর্ড ছিল। নিজেদের ৭৪তম টেস্টে এসে বাংলাদেশ প্রথমবার পেয়েছিল ৫০০ রানের ইনিংসের স্বাদ। সেটি ২০১২ সালের নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মিরপুর টেস্টের কথা। টসে জিতে শুরুতে ব্যাটিং নিয়ে ক্যারিবীয়রা ৪ উইকেটে ৫২৭ রান তুলে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। জবাবে মুশফিকুর রহিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সব কটি উইকেট হারিয়ে জমা করে ৫৫৬ রান। যেখানে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল নাঈম ইসলামের ১০৮, নাসির হোসেনের ৯৬, সাকিব আল হাসানের ৮৯, তামিম ইকবালের ৭২ ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের ৬২। তবে মাইলফলক গড়ার ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য হয়ে আছে হতাশার অন্য নাম। কারণ, দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৭ রানে অলআউট হয়ে বাংলাদেশকে হারতে হয়েছিল ৭৭ রানের ব্যবধানে।

এ পর্যন্ত ১২ বার ৫০০ পেরোনো ইনিংস গড়ার পর বাংলাদেশকে মোট ২ বার পেতে হয়েছে পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ। প্রথমটির কথা তো বলা হয়েছেই। অন্যটির ইতিহাস আরও নির্মম! ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে

নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে ওয়েলিংটনে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে সাকিব আল হাসানের ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ ২১৭ ও মুশফিকুর রহিমের ১৫৯ রানের সৌজন্যে ৮ উইকেটে ৫৯৫ রান তুলে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে দিয়েছিল বাংলাদেশ। জবাবে নিউজিল্যান্ড করে ৫৩৯ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশ মাত্র ১৬০ রানে অলআউট হওয়ায় জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ২১৭ রান ওয়ানডে স্টাইলে ৩৯.৪ ওভারে তুলে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে যায় ব্ল্যাক ক্যাপসরা! টেস্ট ইতিহাসে বাংলাদেশের মতো এত বেশি রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ারের পর হারতে হয়নি আর কোনো দলকে।

টেস্টে পাঁচ শর গণ্ডি পেরিয়ে ২টি হারের বিপরীতে ৫টি ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ এবং অন্য ৫ ম্যাচ ড্র হয়েছে। এবার পাকিস্তানকে ১০ উইকেটে হারানোর আগে বাংলাদেশের অন্য চারটি জয়ও বিশাল। এর মধ্যে রয়েছে ২টি ইনিংস ব্যবধানে জয় (ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে) এবং অন্য ২টি ২১৮ রানে ও ১৮৬ রানে (উভয় ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ জিম্বাবুয়ে)। এ ছাড়া অমীমাংসিত থাকা ৫ ম্যাচের মধ্যে দুটির গল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন টেস্টে বাংলাদেশ নিজেদের সর্বোচ্চ ৬৩৮ রান করার ম্যাচেও ড্র করেছিল। সেটি ২০১৩ সালের মার্চে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গল ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। মুশফিকুর রহিমের ডাবল সেঞ্চুরি (২০০), মোহাম্মদ আশরাফুলের ১৯০ ও নাসির হোসেনের ১০০- এই তিন সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশ রেকর্ড ৬৩৮ রান সংগ্রহ করার আগে শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছিল ৪ উইকেটে ৫৭০ রানে। এরপর লঙ্কানরা ৪ উইকেটে ৩৩৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংসের 'দান' ছেড়ে দেওয়ার পর বাংলাদেশ ১ উইকেটে ৭০ রান করতেই শেষ হয়ে যায় ম্যাচের আয়ুষ্কাল। নিস্ফলা ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় বিবেচিত হন মুশফিকুর রহিম। ওই ম্যাচেই বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ডাবল সেঞ্চুরি করার কীর্তি গড়েছিলেন তিনি।

এ ছাড়া পাকিস্তানের বিপক্ষে এবারের আগে আরেকবার যে ৫০০ পেরিয়েছিল বাংলাদেশ, সেটিও বীরত্বের আরেক ইতিহাস! ২০১৫ সালের এপ্রিল-মে মাসে খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাটিং করে বাংলাদেশ ৩৩২ রানে অলআউটের পর পাকিস্তান করেছিল ৬২৮ রান। ২৯৬ রানে পিছিয়ে থেকে ইনিংস হারের শঙ্কা নিয়ে দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশকে উদ্বোধনী জুটিতে ৩১২ রান এনে দেন তামিম ইকবাল ও ইমরুল কায়েস। টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনিং জুটিতে সবচেয়ে বেশি রানের বিশ্বরেকর্ড হিসেবে সেটি টিকে আছে এখনো। ইমরুল ২৪০ বলে ১৫০ রান করে আউট হলেও তামিমের ব্যাট থেকে আসে ২৭৮ বলে ২০৬ রানের দুর্দান্ত ইনিংস, সুবাদে ম্যাচসেরাও বিবেচিত হন এই বাঁহাতি ওপেনার। চাপ সামলে ৬ উইকেটে ৫৫৫ রান তুলে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা অমীমাংসিত রাখতে সমর্থ হয়েছিল বাংলাদেশ।

পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে দলীয় অর্জন ছাপিয়ে 'বিশেষ' হয়ে আছেন একজন! টেস্টে বাংলাদেশ এক ইনিংসে ৫০০ রান তুলেছে, আর সেই ইনিংসে মুশফিকুর রহিম বড় ইনিংস খেলেননি, এমনটা হয়েছে খুব কমই। এই তো রাওয়ালপিন্ডি টেস্টেই যেমন পাকিস্তানের বোলারদের শায়েস্তা করে ১৯১ রানের ম্যারাথন ইনিংস খেলেছেন 'মিস্টার ডিপেন্ডেবল'। মাত্র ৯ রানের জন্য তিনি পাননি ক্যারিয়ারের চতুর্থ ডাবল সেঞ্চুরি। মুশফিকের আগের ৩টি ডাবল সেঞ্চুরিতেও ৫০০ কিংবা এর চেয়ে বেশি রান তুলেছিল বাংলাদেশ।

এবার অল্পের জন্য দ্বিশতক হাতছাড়া হলেও মুশফিক সান্ত্বনা পেতে পারেন নিজের ইনিংসে দলের জন্য অবদান রাখতে পেরে। বাংলাদেশের ৫০০ পেরোনো ইনিংসে মুশফিকের ৩টি ডাবল সেঞ্চুরির (২১৯*, ২০৩*, ২০০) সঙ্গে আছে ২টি সেঞ্চুরিও। এর মধ্যে একটি ১৫৯ রানের ইনিংস, অন্যটি এবারের এই ১৯১। পাশাপাশি হাফ সেঞ্চুরি আছে ৩টি, যার মধ্যে ৬৭ ও রয়েছে ৯২ রানের ইনিংসও। আরেকবার আউট হয়েছেন ৪৩ রানে (২০১২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মিরপুরে যে ম্যাচে তাঁর অধিনায়কত্বে প্রথমবার ৫০০ করেছিল বাংলাদেশ)। ১২ ইনিংসের মধ্যে মুশফিক কেবল একবারই মেরেছেন 'ডাক' (২০১৫ সালে খুলনায় পাকিস্তানের বিপক্ষে) এবং ২ বার করেছেন ২০ রানের কম (২০১৪ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খুলনায় ১৫ এবং ২০১৮ সালে মিরপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ১৪)। অর্থাৎ কেবল তিনটি ইনিংসে তিনি ছিলেন ব্যর্থ। সব মিলিয়ে এই ১২ ইনিংসে মুশফিক রান করেছেন ১৩০৩, তিনবার অপরাজিত থাকায় গড় ১৪৪.৭৮! তাহলে কী দাঁড়াল? সোজা কথায়, বাংলাদেশের ব্যাটিং দাপটের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো মুশফিককে ভালো খেলতে হবে। আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে মুশফিকের খেলা বড় ইনিংসগুলোর দিনে অন্য ব্যাটসম্যানদেরও যোগ্য সঙ্গ দিয়েছেন তিনি। সুবাদে তাঁদের অনেকেও খেলেছেন বড় ইনিংস। সাকিবের ডাবল সেঞ্চুরি থেকে আশরাফুলের ১৯১- এসব ইনিংসই এসেছে মুশফিকের জ্বলে ওঠার দিনে। মুশফিকের বড় ইনিংস তাঁর জন্য ও দলের জন্য ভালো তো বটেই, এমনকি অন্য ব্যাটসম্যানদের জন্যও ভালো; এমনটা বলাই যায়।

টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের ৫০০-উর্ধ্ব ১২টি দলীয় ইনিংস...

স্কোর (ওভার)	ইনিংস	প্রতিপক্ষ	ভেন্যু	ম্যাচ শুরুর তারিখ	ফল
৬৩৮/১০ (১৯৬.০)	দ্বিতীয়	শ্রীলঙ্কা	গলে	৮ মার্চ ২০১৩	ম্যাচ ড্র
৫৯৫/৮ (১৫২.০)	প্রথম	নিউজিল্যান্ড	ওয়েলিংটন	১২ জানুয়ারি ২০১৭	নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী
৫৬৫/১০ (১৬৭.৩)	দ্বিতীয়	পাকিস্তান	রাওয়ালপিন্ডি	২১ আগস্ট ২০২৪	বাংলাদেশ ১০ উইকেটে জয়ী
৫৬০/৬ (১৫৪.০)	দ্বিতীয়	জিম্বাবুয়ে	মিরপুর	২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০	বাংলাদেশ ইনিংস ও ১০৬ রানে জয়ী
৫৫৬/১০ (১৪৮.৩)	দ্বিতীয়	ও. ইন্ডিজ	মিরপুর	১৩ নভেম্বর ২০১২	ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭৭ রানে জয়ী
৫৫৫/৬ (১৩৬.০)	তৃতীয়	পাকিস্তান	খুলনা	২৮ এপ্রিল ২০১৫	ম্যাচ ড্র
৫৪১/৭ (১৭৩.০)	প্রথম	শ্রীলঙ্কা	পাল্লেকেলে	২১ এপ্রিল ২০২১	ম্যাচ ড্র
৫২২/৭ (১৬০.০)	প্রথম	জিম্বাবুয়ে	মিরপুর	১১ নভেম্বর ২০১৮	বাংলাদেশ ২১৮ রানে জয়ী
৫১৩/১০ (১২৯.৫)	প্রথম	শ্রীলঙ্কা	চট্টগ্রাম	৩১ জানুয়ারি ২০১৮	ম্যাচ ড্র
৫০৮/১০ (১৫৪.০)	প্রথম	ও.ইন্ডিজ	মিরপুর	৩০ নভেম্বর ২০১৮	বাংলাদেশ ইনিংস ও ১৮৪ রানে জয়ী
৫০৩/১০ (১৫৩.৪)	প্রথম	জিম্বাবুয়ে	চট্টগ্রাম	১২ নভেম্বর ২০১৪	বাংলাদেশ ১৮৬ রানে জয়ী
৫০১/১০ (১৪৮.৫)	দ্বিতীয়	নিউজিল্যান্ড	চট্টগ্রাম	৯ অক্টোবর ২০১৩	ম্যাচ ড্র

* ইনিংস বলতে ম্যাচের ইনিংস বোঝানো হয়েছে

অবিস্মরণীয় জয়ের আঁকেবাঁকে যত রেকর্ড

রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ১০ উইকেটের ব্যবধানে প্রথম টেস্ট জয়ের অলিগলিতে জন্ম নেওয়া রেকর্ড ও পরিসংখ্যান থেকে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়গুলো তুলে এনেছেন... **মো. রেজাউল হক**

পাকিস্তানের বিপক্ষে সর্বোচ্চ

রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে অলআউটের আগে সর্বোচ্চ ৫৬৫ রান করে বাংলাদেশ। দলটির সঙ্গে টাইগারদের আগের সর্বোচ্চ ছিল ৬ উইকেটে ৫৫৫, খুলনা টেস্টে ২০১৫ সালে। এবারের ৫৬৫ রান টেস্টে বাংলাদেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ ইনিংস। এই সংস্করণে টাইগাররা সবচেয়ে বেশি ৬৩৮ স্কোর করেছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে (২০১৩ সালে মার্চে, গল মাঠে) এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ৮ উইকেটে ৫৯৫ (২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ওয়েলিংটনে)।

সপ্তম উইকেটে রেকর্ড জুটি

পাকিস্তানের বোলারদের হতাশায় ডুবিয়ে সপ্তম উইকেটে ১৯৬ রান যোগ করেন মুশফিকুর রহিম ও মেহেদী হাসান মিরাজ। টেস্টে এই জুটিতে বাংলাদেশের পক্ষে এটিই সর্বোচ্চ রান।

১৪ বছর আগের রেকর্ডটি ছিল সাকিব আল হাসান ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের। তাঁরা ২০১০ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হ্যামিল্টন টেস্টে সপ্তম উইকেটে জুটি বেঁধে করেছিলেন ১৪৫ রান। উল্লেখ্য, টেস্টে সপ্তম উইকেট জুটির বিশ্বরেকর্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডেনিস অ্যাটকিনসন ও ক্লেয়ারমন্তে দেপেইয়াজার। সেই ১৯৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্রিজটাউনে ৩৪৭ রানের জুটি গড়েছিলেন দুই ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যান।

ভেট্টোরিকে ছাপিয়ে সাকিব

প্রথম ইনিংসে কেবল ১টি উইকেট পেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে পটাপট ৩ উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশের জয়ে দারুণ অবদান রেখেছেন সাকিব আল হাসান। সুবাদে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসের সফলতম বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে শীর্ষে নাম লেখালেন বাংলাদেশি অলরাউন্ডার।

এ ক্ষেত্রে তিন সংস্করণ মিলিয়ে ৪৯৮ ইনিংসে মোট ৭০৫ উইকেট নিয়ে এত দিন সবার ওপরে ছিলেন নিউজিল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার ড্যানিয়েল ভেট্টোরি। ৪৮২ ইনিংসেই তাঁকে টপকে যাওয়া সাকিবের নামের পাশে এখন ৭০৭ উইকেট (টেস্টে ২৪১, ওয়ানডেতে ৩17 ও টি-টোয়েন্টিতে ১৪৯ উইকেট)। বাঁহাতি স্পিনারদের মধ্যে সাকিব ও ভেট্টোরি ছাড়া আর কারও এমনকি ৬০০ উইকেটও নেই।

ইনিংস ঘোষণা করে হার

পাকিস্তান প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছিল ৬ উইকেটে ৪৪৮ রান তুলে। প্রতিপক্ষ ইনিংস ঘোষণার পর এবারই প্রথম টেস্ট জিতল বাংলাদেশ।

দীর্ঘ ২৩ বছর অপেক্ষার পর পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট জয়ের দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ

অন্যদিকে ২৬তম বার ইনিংস ঘোষণার পর এই নিয়ে চতুর্থবার হারল পাকিস্তান। ইনিংস ডিক্লেয়ার করে পাকিস্তানের চেয়েও বেশি সর্বোচ্চ ৬ বার হারের বিব্রতকর অভিজ্ঞতা শুধু ইংল্যান্ডের।

এই নিয়ে তৃতীয়বার

প্রথম ইনিংসে ৬ বা এর কম উইকেট হারানোর পরও ইনিংস ঘোষণা করে শেষ পর্যন্ত টেস্ট হেরে বসা তৃতীয় দল পাকিস্তান। প্রথমবার এমন ঘটেছিল ১৯৭৬ সালের এপ্রিলে। জ্যামাইকার স্যাবাইনা পার্কে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভয়ংকর পেসারদের তাণ্ডবে দুই ব্যাটসম্যান চোট নিয়ে মাঠ ছাড়লে অনেকটা বাধ্য হয়েই ৬ উইকেটে ৩০৬ রান তুলে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ভারত। জবাবে ক্যারিবীয়রা ৩৯১ রান করার পর ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয় ৯৭ রানে। চতুর্থ ইনিংসে প্রয়োজনীয় ১৩ রান তুলে ১০ উইকেটে জয়ী হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

দ্বিতীয় ঘটনা ২০০৬ সালের। অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ড ৬ উইকেটে ৫৫১ রান করে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে। এরপর অজিরা অলআউট হয় ৫১৩ রানে। ইংলিশদের দ্বিতীয় ইনিংস ১২৯ রানে গুটিয়ে দিয়ে ১৬৮ রান তাড়া করে ৬ উইকেটে জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া।

মুশফিকুর রহিম ও মেহেদী হাসান মিরাজের মধ্যকার সপ্তম উইকেটে ১৯৬ রানের জুটিই বাংলাদেশের অনুকূলে নিয়ে আসে ম্যাচের লাগাম

নিজ দেশে পাকিস্তানের সর্বনিম্ন

দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানকে ১৪৬ রানে গুটিয়ে দেয় বাংলাদেশের বোলাররা। টেস্টে ঘরের মাঠে এটিই এই শতকে পাকিস্তানের সর্বনিম্ন দলীয় ইনিংস। এবারের আগে ২০২২ সালে করাচিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৪৮ রানে অলআউট হয়েছিল পাকিস্তান।

৩০ রান করে জয়

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান বাংলাদেশকে টার্গেট দিতে পারে মাত্র ৩০ রান, যা অবিচ্ছিন্ন থেকে ছুঁয়ে ফেলেন জাকির হাসান ও সাদমান ইসলাম। এবারই টেস্টে ম্যাচ জিততে সবচেয়ে কম রানের লক্ষ্য পেয়েছে বাংলাদেশ। এর আগে ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে চতুর্থ ইনিংসে ৪০ রান তাড়া করে ৮ উইকেটের ব্যবধানে জিতেছিল বাংলাদেশ।

● মো. মনির উদ্দিন ●

এমনকি ইনিংস ব্যবধানেও ২টি টেস্ট জিতেছে বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। এই সংস্করণে ৫৪৬ রানের (আফগানিস্তানের বিপক্ষে) পাশাপাশি ৮ উইকেট (বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড) ও ৭ উইকেটের (বিপক্ষ আয়ারল্যান্ড) জয়ও আছে। কিন্তু কোনোভাবেই প্রতিপক্ষকে ১০ উইকেটে হারানো যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিপক্ষে রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রথম টেস্ট জয়টি এসেছে ১০ উইকেটের ব্যবধানেই। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসানের পাশাপাশি 'অন্য রকম চক্রপূরণ' করেছে বাংলাদেশ। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির পর এবার টেস্ট; আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন সংস্করণেই

তিন সংস্করণে বাংলাদেশের ১০ উইকেটের তিন জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন- মোস্তাফিজুর রহমান, মুশফিকুর রহিম ও হাসান মাহমুদ

১০ উইকেটে জয়ের 'চক্রপূরণ' করল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ পেল ১০ উইকেটে জয়ের মধুর স্বাদ! ১০ উইকেটে জয় কী জিনিস, সেই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ প্রথমবার পেয়েছিল ওয়ানডেতে। দিনটি ছিল ২০২৩ সালের ২৩ মার্চ, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিলেটে ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে নামে বাংলাদেশ। টস জিতে ব্যাটিং নেওয়ার পর আইরিশ অধিনায়ক অ্যান্ডি বালবির্নিকে হতাশায় পুড়তে একদমই সময় লাগেনি। বাংলাদেশের সাঁড়াশি পেস বোলিং আক্রমণের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে আয়ারল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ। তিন ডানহাতি পেসার হাসান মাহমুদ (৫/৩২), তাসকিন আহমেদ (৩/২৬) ও ইবাদত হোসেনের (২/২৯) তাণ্ডবে ২৮.১ ওভারে মাত্র ১০১ রানেই গুটিয়ে যায় সফরকারীদের ইনিংস। সর্বোচ্চ ৩৬ রান করেন কার্টিস ক্যাম্ফার, দুই অঙ্কের কোটায় যেতে পারেন আর একজন, লর্কান টাকার (২৮)। মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ওপেনারদের দৃঢ়তায় ১৩.১ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়েই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। লিটন দাস খেলেন ৩৮ বলে হার না মানা ৫০ রানের ইনিংস, তামিম ইকবাল অপরাজিত ছিলেন ৪১ বলে ৪১ রানে। ১০ উইকেটে ম্যাচ জয়ের 'প্রথম' রেকর্ড গড়ার দিনে বাংলাদেশ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ জিতে নেয় ২-০ ব্যবধানে (বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল)। ৮.১-১-৩২-৫, এমন দুর্ধর্ষ বোলিংয়ের সুবাদে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার জিতেন হাসান মাহমুদ। ১৯৮৬ সালের ৩১ মার্চ মোরাতুয়ায় পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখা বাংলাদেশ এই সংস্করণে ৪০৯তম ম্যাচে এসে প্রথমবার পায় ১০ উইকেটে জয়ের সাক্ষাৎ! তার আগপর্যন্ত ওয়ানডেতে ৫ বার ৯ উইকেটে জয়ের রেকর্ড ছিল বাংলাদেশের।

অবশ্য টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ১০ উইকেটে জয়ের আনন্দ মোটেই উপভোগ করতে পারেনি বাংলাদেশ। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য একটু আগেভাগেই যুগ্ম আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিল বাংলাদেশ এবং তাদের সঙ্গে টেক্সাসে খেলেছিল ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে। মার্কিন দল চমক দেখিয়ে প্রথম ম্যাচ ৫ উইকেটে এবং দ্বিতীয় ম্যাচ ৬ রানে জিতে নেয়। আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হওয়া তৃতীয় ম্যাচটি মাঠে গড়ায় ২৫ মে। নিয়মিত চার তারকাকে বিশ্রাম দিয়ে দ্বিতীয় সারির একাদশ নিয়ে মাঠে নামা যুক্তরাষ্ট্র শুরুতে ব্যাটিংয়ে নেমে ২০ ওভার খেলতে পারলেও করতে পারে ৯ উইকেটে সাকুল্যে ১০৪ রান। আন্দ্রেস গাউসের ২৭, শায়ান জাহাঙ্গীর ও কোরি অ্যান্ডারসনের ১৮ এবং ফন শাল্কবিকের ১২ ছাড়া আর কেউ বলার মতো রান পাননি। ৪ ওভারে মাত্র ১০ রান খরচে একাই ৬ উইকেট শিকার করে মার্কিন ব্যাটসম্যানদের সামনে যমরূপে হাজির হন মোস্তাফিজুর রহমান। এ ছাড়া ১টি করে উইকেট পান তানজিম হাসান সাকিব, সাকিব আল হাসান ও রিশাদ হোসেন। রান তাড়ায় নেমে বাংলাদেশ জয়ের জন্য ১০৫ রান পেরিয়ে যায় বিনা উইকেটে, ১১.৪ ওভারে। তানজিদ হাসান তামিম ৪২ বলে ৫৮ এবং সৌম্য সরকার ২৮ বলে ৪৩ রান করে দুজনেই অপরাজিত ছিলেন। ২-১ ব্যবধানে বাংলাদেশের সিরিজ হারের দিনে মোস্তাফিজুর রহমান ছাড়া অন্য কাউকে ম্যাচসেরা ভাবার অবকাশই ছিল না। ২০০৬ সালের ২৮ নভেম্বর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খুলনায় টি-টোয়েন্টি অভিষিক্ত বাংলাদেশ নিজেদের ১৬৯তম ম্যাচে এসে প্রথমবার ১০ উইকেটে জয়ের দেখা পায়। এর আগে টি-টোয়েন্টিতে ২টি ম্যাচ ৯ উইকেটে জিতেছিল বাংলাদেশ।

সর্বশেষ পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট জয়ের স্মৃতি তো একদম তরতাজা। ৬ উইকেটে ৪৪৮ ওঠার পর সেটাকেই 'যথেষ্ট' মনে করে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে দেওয়া পাকিস্তান কী তখন ঘূর্ণাক্ষরেও ভেবেছিল যে ম্যাচটা হারতে হবে তাদের! জবাবে পাকিস্তানি বোলারদের হতাশায় পুড়িয়ে ৩৪১ বলে খেলা মুশফিকুর রহিমের ১৯১ রানের অবিস্মরণীয় ইনিংসের সুবাদে বাংলাদেশ তোলে ৫৬৫ রান। অবশ্য সাদমান ইসলামের ৯৩, মেহেদী হাসান মিরাজের ৭৭, লিটন দাসের ৫৬ ও মুমিনুল হকের ৫০ রানের ইনিংসের কথাও স্মরণ করতে হবে। এরপর বাংলাদেশের তিন পেসারের চমৎকার বোলিংয়ের পাশাপাশি দুই স্পিনার মেহেদী হাসান মিরাজ ও সাকিব আল হাসানের ঘূর্ণিতে বিভ্রান্ত হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তান অলআউট হয়ে যায় ১৪৬ রানে। মাত্র ৩০ রান করলেই পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট জয়- বলতে গেলে স্রেফ আনুষ্ঠানিকতার জন্য চতুর্থ ইনিংসে নামা জাকির হাসান ও সাদমান ইসলাম ৬.৩ ওভারে বাংলাদেশের ১০ উইকেটের জয় নিশ্চিত করে তবেই মাঠ ছাড়েন। অনুমিতভাবেই ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের অ্যাওয়ার্ড হাতে পান মুশফিকুর রহিম। ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকায় ভারতের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেকের পর ১৪৩তম ম্যাচে এসে বাংলাদেশ প্রথম জিতল ১০ উইকেটের ব্যবধানে।

‘মরচে পড়া জায়গাগুলোয় বেশি নজর দিতে হবে’

● তোফায়েল আহমেদ ●

খালেদ মাসুদ পাইলট

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিতেই দেশজুড়ে শুরু হয়েছে সংস্কার কার্যক্রম। বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম, দুর্নীতি রোধ করে সবকিছুতে নতুন উদ্যোম আনতে চলছে তৎপরতা। ক্রীড়াঙ্গনও এর বাইরে নয়। দেশের সবচেয়ে ধনী ক্রীড়া সংস্থা- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নেতৃত্বেও যেমন বদল এসেছে। পদত্যাগ করেছেন দীর্ঘ ১২ বছর বিসিবি সভাপতির চেয়ারে থাকা নাজমুল হাসান পাপন। আর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ, যার কাছে সবার প্রত্যাশা অনেক।

বিসিবির ১৫তম সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পথে ইতিহাস গড়েছেন ফারুক। তিনিই দেশের প্রথম কোনো সাবেক ক্রিকেটার, যিনি ক্রিকেট প্রশাসনের সর্বোচ্চ চেয়ারে বসলেন।

লাল-সবুজের জার্সিতে ফারুক আহমেদের আন্তর্জাতিক ম্যাচের সংখ্যা ৭টি। তবে এই সংখ্যা দিয়ে আসলে ক্রিকেটার ফারুককে বিচার করা যাবে না। দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর তিনি দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেছেন। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ ওয়ানডে মর্যাদা পেতে পেতে ক্যারিয়ারের শেষভাগে চলে এসেছিলেন ডানহাতি এই ব্যাটার। তবে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বকাপ দলের অন্যতম সারথী ছিলেন তিনি। ১৯৯৩ আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ খেলেছিল তাঁর নেতৃতে। বাংলাদেশ টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পর দুই দফায় প্রধান নির্বাচকের দায়িত্বে ছিলেন ফারুক। যে দায়িত্বে তিনি দারুণ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন। বিশ্বকাপে বাংলাদেশের মনে রাখার মতো পারফরম্যান্সের কথা বললে ২০০৭ ও ২০১৫ বিশ্বকাপের কথা আসবে। এই দুই বিশ্বকাপেই খেলেছিল ফারুক আহমেদের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির নির্বাচিত দল। তাঁর প্রথম মেয়াদে তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসানদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক। দ্বিতীয় মেয়াদে তাসকিন আহমেদ, লিটন দাস, সৌম্য সরকার, মোস্তাফিজুর রহমানদের অভিষেক ঘটান তিনি। তাই তো বিসিবিপ্রধান হিসেবে ফারুক আহমেদের দায়িত্ব গ্রহণকে সাদরে গ্রহণ করেছে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমী থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সবাই। সেই সঙ্গে তাঁর কাছে সবার প্রত্যাশার পাল্লাটাও বেশ ভারী। ফারুক সেই প্রত্যাশার প্রতিদান দিতে পারবেন বলেই বিশ্বাস জাতীয় দলের আরেক সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলটের।

একান্ত আলাপে পাইলট বলেন, ‘এই প্রথম কোনো সাবেক অধিনায়ক সভাপতি হলেন। ফারুক ভাই এমনতিতেই খুব ট্যালেন্ট। অনেক অভিজ্ঞ। আমার মনে হয় প্রতিটি জিনিস তিনি সুচারুভাবেই দেখতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন। কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ–এই নলেজগুলো খুবই ভালো আছে উনার। আশা করি, ভালো একটা পরিকল্পনা হবে এবং সবকিছু খুব ভালো হবে।’

বিগত সময়ে বোর্ডে যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের পুরোপুরি ব্যর্থ মনে করেন পাইলট। তাঁর মতে টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার ২৪ বছর পূর্ণ হতে চলতেও বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রত্যাশিত জায়গা পৌঁছাতে পারেনি। বরং বিগত বোর্ডের আমলে কিছু কিছু আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত এ দেশের ক্রিকেটকে পিছিয়ে দিয়েছে। পক্ষপাতমূলক আম্পায়ারিং, উইকেটের মান উন্নত না হওয়া, ঘরোয়া প্রতিযোগিতাগুলোর মান না বাড়া, ক্রিকেট বোর্ডের একটা নিজস্ব মাঠ না থাকা, জেলা লিগ আয়োজন করতে না পারার মতো বিষয়গুলোকে অমার্জনীয় বলে মনে করেন তিনি।

পাইলটলের কথায়, ‘অনেক দিন তো চালালেন তাঁরা। ক্রিকেটের ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে আমরা জানি, কী অবস্থায় আছে তা। খুবই ধীরগতির সবকিছু। আশা করি ফারুক ভাইয়ের সভাপতিত্বে নতুন করে বোর্ডে যাঁরা যুক্ত হবেন, তাঁরা সবাই নতুন রূপরেখা নিয়ে আসবেন। সব কিছু নতুন প্রাণ পাবে বলে বিশ্বাস রাখি।’

এটা নিজের বিশ্বাসের কথা বললেন পাইলট। কিন্তু তাঁর নিজের সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশ কী? জানতে চাইলে ৪৪ টেস্ট ও ১২৬ ওয়ানডে খেলা এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘আমরা সবাই তো দেখেছি, খুব খারাপ সময় গেছে আমাদের ক্রিকেটের। এই খারাপ সময় থেকে বেরিয়ে আসতে নতুনভাবে, নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করবে, এটাই বড় প্রত্যাশা।’ পাইলট মনে করেন, ‘আলটিমেটলি সামনের দিনগুলোয় দেখলেই বোঝা যাবে, তাঁরা কী করতে চাচ্ছেন বা কী করবেন। যেহেতু নতুন নেতৃত্ব এবং আমরা সবাই জানি, ক্রিকেটের উন্নয়নে এত দিন খুব বেশি কিছু হয়নি। সেটা মাঠ বলেন, জেলা পর্যায়ের খেলাধুলা বলেন, কোনো কিছুরই সেভাবে উন্নতি হয়নি। আশা করি, নতুন বোর্ড সভাপতির নেতৃত্বে খুব ভালো কিছু হবে।’

বিসিবির নতুন নেতৃত্বের কাছে যে সবার প্রত্যাশা থাকবে অনেক, এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন পাইলট। তাঁর কথায়, ‘আমাদের দেশে ক্রিকেট বোর্ডে অনেক কিছু করার আছে। এই কমিটির কাছে অনেক বড় দায়িত্ব থাকবে যে নতুন নতুন কী করতে পারে।’ তবে পাইলট সুন্দর পরিকল্পনাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। আর অবহেলিত জায়গাগুলোয় বেশি মনোযোগ প্রত্যাশা করছেন। ‘সুন্দর একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে। ভবিষ্যৎ ক্রিকেটের জন্য যে জায়গাগুলোয় মরচে ধরে আছে, সেই জায়গাগুলোয় বেশি নজর দিতে হবে।’- বলছিলেন পাইলট।

শেকড়গুলো নষ্ট হয়ে গেছে : জাভেদ ওমর বেলিম

● তোফায়েল আহমেদ ●

দেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডেও (বিসিবি) এসেছে রদবদল। সংস্থার নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ। খেলোয়াড়ি জীবন শেষে যিনি নির্বাচকের ভূমিকাতেও ছিলেন দারুণ সফল। এই রদবদল কেমন হলো, নতুন নেতৃত্বের কাছে প্রত্যাশাই-বা কেমন থাকবে, একান্ত সাক্ষাৎকারে এ বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন জাতীয় দলের সাবেক ওপেনার জাভেদ ওমর বেলিম।

প্রশ্ন : রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিসিবির নেতৃত্বেও পরিবর্তন এসেছে। সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। এই রদবদলকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

জাভেদ ওমর বেলিম : প্রথমেই বলব, সব প্রেক্ষাপট মিলিয়ে এই রদবদলটা খুব প্রয়োজন ছিল। ফারুক ভাই এবং ফাহিম ভাই (নাজমূল আবেদীন ফাহিম) নতুন করে পরিচালক হিসেবে বোর্ডে যুক্ত হলেন। সামনে আরও পরিবর্তন হলেও হতে পারে। অবশ্যই এটিকে ভালোভাবে দেখা উচিত। কারণ, এত দিন যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন, তাঁদের কাজ নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই। অনেক অনেক ইস্যুই এখানে উল্লেখ করা যায়। এখন ফারুক ভাই দায়িত্ব নিলেন। খুব সহজ হবে না, অনেক চ্যালেঞ্জিং হবে। তবে আমার বিশ্বাস ফারুক ভাই ভালো করবেন। যেহেতু তিনি খুব মেধাবি মানুষ, তাঁর মতো করে যদি কাজ করে যেতে পারেন, নিশ্চয়ই সফল হবেন। তাই এই পরিবর্তন আমি পজিটিভভাবেই দেখছি।

প্রশ্ন : আপনার মতে কোন দিকটায় শুরুতেই বেশি নজর দেওয়া উচিত বা প্রথমেই হাত দেওয়া উচিত?

জাভেদ ওমর বেলিম : আমি সব সময় বলি পলিসি মেকিংটা খুব জরুরি। অনেকগুলো পলিসি পরিবর্তন করতে হবে। শুধু বোর্ডের সবশেষ নেতৃত্বই নয়, এযাবৎ যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা ভালো পলিসি মেকিং করতে পারেননি। সৌভাগ্যবসত আমাদের ক্রিকেট দল এর মধ্যেও ওয়ানডে ক্রিকেটে অনেক ভালো খেলেছে। যে কারণে বোর্ড পার পেয়ে গেছে। কিন্তু অন্য দিকে যদি তাকান, বিশেষ করে একটু নিচের স্তরের ক্রিকেটে, তাহলে দেখবেন খুবই বাজে অবস্থা। এখানে কোনো জবাবদিহিতা ছিল না। এই জায়গাগুলোয় হয়তো নতুন বোর্ড

সভাপতি ফারুক ভাই সবকিছু তার মতো করে সাজাবেন। পরিচালকদের সঙ্গে কথা বলবেন। তবে রাতারাতি তো কিছু হবে না। এটা একটা প্রসেসের ব্যাপার। একটা খেলোয়াড় যখন জাতীয় দলে খেলে, সে তো একটা প্রসেসের মাধ্যমে আসে। অনূর্ধ্ব-১৪, অনূর্ধ্ব-১৫, অনূর্ধ্ব-১৯, এসব খেলে তারপর আসে। আমার মনে হয়, সবশেষ যে অবস্থা ছিল, অনেক জায়গায় কাজ করতে হবে। এ জন্য ফারুক ভাই বা তাঁর কমিটিতে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের জন্য এটা বড় চ্যালেঞ্জিং হবে। সেটা যাঁরাই থাকুন না কেন। আমার মনে হয়, সাবেক ক্রিকেটার, যাঁরা লম্বা সময় বাংলাদেশ দলকে সার্ভিস দিয়েছেন, তাঁদের নিয়ে কাজ করলে তাঁর কাজটা সহজ হবে।

প্রশ্ন : নিচের স্তরের ক্রিকেটের কথা বলছিলেন। এত বছরেও বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেট কাঠামোটাই তো ঠিকভাবে দাঁড়াল না...

জাভেদ ওমর বেলিম : সেটা তো আমরা সবাই অনুধাবন করি। কিন্তু যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা তো এ নিয়ে ভাবেননি। স্কুল ক্রিকেট ও জুনিয়র লেভেলের ক্রিকেট নিয়ে আমাদের সেই অর্থে কোনো কাজ নেই। আমরা যেমন কোচও তৈরি করতে পারিনি, যা হয়েছে, সেটা হলো মন্দের ভালো। ভালো উইকেট তৈরির জন্য কাজ করা হয়নি। কিউরেটর, আম্পায়ার তৈরি করা হয়নি। সব মিলিয়ে বোর্ডের নতুন নেতৃত্বের অনেক জায়গায় কাজ করার আছে। এত দিন কিছু কিছু জায়গায় কাজ হয়েছে। কিন্তু সেটা অপেশাদারভাবে। যে কারণে যোগ্যদের অনেকেই এখানে জড়াননি। আবার কেউ কেউ হয়তো পারিপার্শ্বিক নানা কারণে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। আসলে পলিসিটাই এমন করা হয়েছিল যে বেশি উঁচু মানের কাউকে এখানে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। আমাদের এখানে একটা বড় মাইনাস পয়েন্ট হলো, খেলোয়াড়ের চেয়েও জেলা-বিভাগের কর্মকর্তারা বেশি সম্মান পেয়ে থাকেন। যেহেতু এখানে ভোটের ব্যাপার আছে। আমি কাউকে ছোট করার জন্য এটা বলছি না। কিন্তু এটা তো বুঝতে হবে, ক্রিকেট এই পর্যায়ে এসেছে খেলোয়াড়দের জন্যই। জেলাগুলোয় কতটা কোয়ালিটিফুল ক্রিকেট হচ্ছে, এটা নিশ্চয়ই দেখতে হবে। জেলা-বিভাগে খেলা থাকবে না, কিন্তু ওই জেলা-বিভাগের কর্মকর্তারা সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন, এটা নিশ্চয়ই মেনে নেওয়ার মতো নয়। ক্রিকেট বোর্ডে গত ১০-১৫ বছরে অর্থের অভাব ছিল না। কিন্তু আমরা সেই অর্থটা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারিনি। যে কারণে ক্রিকেট কাঠামোটাও দাঁড়ায়নি। স্কুল ক্রিকেট, বয়সভিত্তিক ক্রিকেট, জেলা-বিভাগী পর্যায়ের ক্রিকেট, সব স্তরে মানসম্পন্ন মাঠ, মানসম্পন্ন খাবার, মানসম্পন্ন ক্রিকেট, সবকিছু মিলিয়ে একটা দেশ উন্নতি করে। উইকেটের মান, আম্পায়ারের মান- এ সবকিছু মিলিয়ে একটা খেলোয়াড় তৈরি হয়, একটা ভালো দল তৈরি হয়। কিন্তু আমরা এগুলোর কোনোটাই করতে পারিনি। সত্যি বলতে এত দিন শুধু ওপর দিয়ে পানি দিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে কারণে শেকড়গুলো নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক অনেক নোংরামি হয়েছে ক্রিকেটে। বোর্ডকে প্রথমে এই নোংরামিগুলো সরাতে হবে। এরপর পলিসি মেকিং করতে হবে। এরপর গুরুত্ব অনুসারে কাজ শুরু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ৫ বছর পর দেশের ক্রিকেটকে কোথায় দেখতে চাই, এই বিষয় মাথায় রাখতে হবে। যেহেতু অনেক জায়গায় কাজ করার আছে। তাই যাঁর যেটা দায়িত্ব, সেটা যেন সবাই করেন, জবাবদিহিতা যেন থাকে, এটাও নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন : একটা কথা বললেন, খেলোয়াড়দের চেয়েও জেলা-বিভাগীয় কর্মকর্তারা বেশি সম্মান পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ যাঁরা নেপথ্যের লোক হওয়ার কথা, তাঁরাই সঠিক মূল্যায়ন পান না?

জাভেদ ওমর বেলিম : এখানে (ক্রিকেট বোর্ডে) যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা পলিটিক্যালভাবে এত পাওয়ারফুল থাকেন, তাঁরা খেলোয়াড়কে খেলোয়াড় মনে করেন না। সাবেক ক্রিকেটাররা তো মিডিয়াতে অনেক কথাই বলেন। বছরে পর বছর ক্রিকেটের উন্নয়ন নিয়ে নানা পরামর্শ দিয়ে যান। কিন্তু তাঁরা (বোর্ড কর্তা) সেটাকে পাত্তাই দেন না। মিডিয়াকেও তাঁরা পাত্তা দেন না। আমি ক্রিকেট বোর্ডের বিপক্ষে বলছি না। আমি বলছি আমাদের সিস্টেমের বিরুদ্ধে। এই সিস্টেমটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে।

অলিম্পিক পদক! হানুজ দুররস

আশরাফ উদ্দিন খান

শিরোনামের শেষ শব্দ দুটো ফারসি অভিধান থেকে চয়ন করা হয়েছে। বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় 'এখনো বহুদূর।' কথা কয়টি উল্লেখ করেছিলেন দিল্লির এক সুফি সাধক। তিনি সব সময় সত্য কথা বলতেন। অপ্রিয় হলেও অত্যাচারী বাদশাহর কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করতেন না। একবার প্রতিশোধ নেওয়ার মানসে অত্যাচারী বাদশাহ সুফি সাধককে কতল করার অভিপ্রায়ে দিল্লির উপকণ্ঠে পৌঁছায়। সুফি সাহেবের ভক্তরা তাঁকে পালাতে বললে তিনি বলেছিলেন, 'দিল্লি হনুজ দুরস্ত্'। শেষ পর্যন্ত সুফি সাহেবের ক্ষতি করতে সেই অত্যাচারী বাদশাহ ব্যর্থ হয়েছিলেন।

কাহিনিটি অত্র নিবন্ধের সঙ্গে কোনো যোগ্যসূত্র রাখে না। তবু শব্দ দুটি আমাদের দেশের ক্রীড়াবিদদের ক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে গেছে। বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্যারিসে সদ্য সমাপ্ত অলিম্পিকের 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' অবলোকন করলাম। সশরীরে বা মনশ্চক্ষু দিয়ে নয়, টেলিভিশনের পর্দার কল্যাণেই দুধের স্বাদ ঘোলে মিটালাম। বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখলাম ৩২৯টি বিষয়ের বিচিত্র ক্রীড়ানুষ্ঠান। ফ্রান্সের জগতবিখ্যাত আইফেল টাওয়ার, তার কিছু দূরে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার বিজয় স্তম্ভ আর্ক দ্য ট্রায়াম্ফ। মাঝখানের নয়নাভিরাম 'সাঁ জেঁ লিঁ জেঁ রাস্তাটি চোখে পড়েনি। শোনা যায়, এই রাস্তাটি পৃথিবীর সব শহরের সব রাস্তার চেয়ে সুন্দর। অতি প্রশস্ত এই রাস্তার প্রতি পাশেই বিচিত্র ফুলের সারি সারি গাছ। এর পেছনের কারণও সবার জানা। গত দুই তিন শতকব্যাপী ফরাসিরা সারা বিশ্বে উপনিবেশ গড়েছে। আফ্রিকা থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কোথাও বাদ যায়নি। এসব দেশ থেকে আহরিত অর্থ দিয়ে তারা প্যারিসকে সাজিয়েছে। শোন (সেইন) নদীর মনোহর দৃশ্য দেখেই তা বোঝা গেছে। প্যারিসের বুকে বহা শোন (সেইন) নদীর সাথে আমাদের বুড়িগঙ্গাকে মেলাতে গেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়া আর কিছু জুটবে না। এই খানেই সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হলো ৩৩তম বিশ্ব অলিম্পিক। শতাধিক দেশের প্রায় বার সহস্র খেলোয়াড়ের মহামিলন মেলা। শ্বেতকায়, নিগ্রো, পীত বর্ণাধিকারী আর বাদামি বর্ণের অধিবাসী ও অভিবাসীদের বিচিত্র ভাষার কলরবে মুখরিত হয়েছে গোটা প্যারিস নগরী।

খেলাধুলা এমনই জিনিস, যার সাফল্যে সে দেশের জনগণ ভোগ করেন স্বর্গসুখের আনন্দ। সফল খেলোয়াড়রা বনে যান সে দেশের বীর সন্তান। বছর দুয়েক আগে কিউইদের মাটিতে আমাদের ছেলেরা যখন স্বাগতিকদের হারিয়ে টেস্ট জয় করেন তখন প্রতিটি দেশবাসীই হয়তো গেয়ে উঠেছেন এই বলে যে, 'সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে।' আবার এবারের অলিম্পিকে আমাদের ভূমিকার সঙ্গে ছোট ও অখ্যাত দেশ- 'বতসোয়ানা, গুয়াতেমালা, ইকুয়েডর, সেন্ট লুসিয়া' কিংবা উগান্ডার খেলোয়াড়দের গলায় স্বর্ণপদক ঝুলতে দেখে মনের অজান্তেই বলতে চেয়েছে যে 'ইহার চেয়ে হতেম যদি ... ।' একজন খেলোয়াড় তাঁর ভূমিকা দিয়ে বিশ্ববাসীকে তাঁর দেশ সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুলতে সক্ষম। কালাহারি মরুভূমির বুকে বিচরণ করা 'টেবেগো' নামক ছেলেটি ২০০ মিটার দৌড়ে বতসোয়ানাকে সোনার পদক এনে দিলেন। দেশটি অখ্যাত হলেও তিনি হলেন বিখ্যাত। এই রূপ মধ্য আমেরিকার গুয়াতেমালা ও ক্যারিবীয় সাগরের ওপর ভাসমান সেন্ট লুসিয়ার কৃষ্ণকায় খেলোয়াড় কী কীর্তিই না গড়লেন! এ ছাড়া রূপা বা ব্রোঞ্জ অর্জন করেছেন অনেক অখ্যাত দেশের যুবক-যুবতীরা। তাঁরা তাঁদের কীর্তির মাধ্যমে হয়ে গেছেন বিশ্ব নাগরিক।

প্রশ্ন হচ্ছে, অলিম্পিকে আমরা কোথায়? প্রায় অর্ধ শতক ধরে আমরা অংশ নিচ্ছি, হাসছি, খেলছি, বাজার করছি, সাথে কর্মকর্তারাও আছেন। কিন্তু পদক কোথায়? উত্তর আসবে, ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তিনের সুরে, 'বিজয় মহান, কিন্তু বিজয়ের জন্য সংগ্রাম মহত্তর।' এভাবে আর কতকাল, আমাদের চোখের সামনে অখ্যাত অজ্ঞাত দেশের ক্রীড়াবিদরা জাতীয় সংগীত বাজিয়ে পদক গলায় ঝুলিয়ে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করলেন আর আমরা শুধু চেয়ে দেখলাম। এর একটি যথাযথ কৈফিয়ত হতে পারে যে অপরাপর দেশের খেলোয়াড়দের চেয়ে আমাদের দৈহিক সামর্থ্য কম। এই ধারণাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যায় না–তারপরও কিছু কথা বলার রয়েছে। এবার দেখা গেল নিগ্রো সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়দের আধিপত্য। বিশেষ করে দৌড় ও লম্ফজনিত ক্ষেত্রে। আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশ হচ্ছে, ইথিওপিয়া, কেনিয়া ও উগান্ডা। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই পিগমী ও জুলু-জাতীয় নিগ্রো। তারা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং কষ্ট সহিষ্ণু। এর কারণও আছে, গহীন বনের পাহাড়ি এলাকায় তাদের অবাধ বিচরণ। তারা কাঠ সংগ্রহ ও ফলমূল আহরণের উদ্দেশ্যে সব সময়ই সেখানে যায়। হঠাৎ কোথাও সিংহের গর্জন শোনা গেলে তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে নিরাপদ স্থানের দিকে দৌড়াতে থাকে। এভাবেই তাদের অলিখিত মহড়া চলে। ফলে অলিম্পিকে দূরপাল্লার দৌড়ে তাদের স্ট্যামিনার অভাব হয় না। এ ক্ষেত্রে এতদাঞ্চলের ছেলে ও মেয়েরা কয়েক যুগ ধরেই বিশ্বে আধিপত্য বিরাজ করে আসছে। এসব দেখেই উন্নত বিশ্বের আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স ও জার্মানরা তাদের অভিবাসী হিসেবে বরণ করে নিচ্ছে। দরিদ্র নিগ্রো খেলোয়াড়রা এই টোপ অগ্রাহ্য না করে দুই হাত বাড়িয়ে এই সুযোগ লুফে নিচ্ছে। আমরা হাজার চেষ্টা করলেও- এদিকে কেউ পা বাড়াবে না। তবে আমরা কি চিরকালই পদক বঞ্চিত থাকব? তা হতে দেওয়া উচিত নয়।

দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের দৈহিক সামর্থ্য সীমিত। সবাই তো আর আরশাদ নাদিম কিংবা নীরাজ চোপড়া হতে পারে না। তাহলে উপায় কী! বেশ কিছু ক্রীড়ানুষ্ঠানে দৈহিক সামর্থ্যের চেয়ে একাগ্রতা, মনোনিবেশ ও আত্মসংযমের প্রয়োজন বেশি দেখা যায়। তীরন্দাজী, শুটিং, পিংপং প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমাদের যে দৈহিক শক্তি ও স্ট্যামিনা আছে তা-ই যথেষ্ট। প্রয়োজন

অনুশীলন, অনুকূল পরিবেশ এবং কর্তৃপক্ষ থেকে যথাযথ সুবিধা প্রদান। এসব থেকে একটি মাত্র পদক অর্জনই যথেষ্ট, তা সোনার না হয়ে তামার হলেও অসুবিধা নেই। অন্তত বাছাইপর্ব পার হতে পারলেও বলার তেমন কিছু থাকে না। আমরা যে দু-চারটি খেলায় বাছাইপর্বে অংশগ্রহণ করে থাকি– তা নিতান্তই রুটিন রক্ষার কারণে। মূল পর্বে যাওয়ার জন্য আরও অনেক পথ পার হওয়ার দরকার। ৭০ থেকে ৮০ জন বাছাইপর্বের অ্যাথলেটদের সঙ্গে লড়ে ৬০-৭০ নম্বরে থেকে বাদ পড়ার দৃশ্য দেশবাসীর জন্য কোনো কালেই সুখকর নয়। আমরা নদীমাতৃক দেশের নাগরিক হলেও সাঁতারে কোনো দিনই কূল পাব না। কারণ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারুরা অনেক দক্ষ ও সাবলীল। তা ছাড়া তাঁরা দেশ থেকে প্রচুর সুবিধা পেয়ে থাকেন, যা আমাদের সাঁতারুদের পাওয়ার কথা নয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে ১০টি দেশ এবার সবচেয়ে বেশি সোনার মেডেল অর্জন করেছে, তাদের চেয়ে আমরা সব ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছি। আমেরিকা, চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, গ্রেট বিটেন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি ও জার্মানি বিশ্ব মাঝে অতি পরিচিত ও সমৃদ্ধ দেশ। আমরা 'রাজা হতে চাই না, দুই বেলা যেন খেতে পাই'। দু-একটা যেকোনো পদক পেলেই যথেষ্ট। তার জন্য নতুন পরিকল্পনা, নতুন ভাবনার সঙ্গে নবোদ্যমে সামনে বাড়তে হবে। এটা শুধু অলিম্পিকের জন্য নয়, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই। নিম্নমানের দেশের সঙ্গে লড়ে সেঞ্চুরি করে বা ইনিংসে ৫/৬ উইকেট দখল করে লাখ টাকার পুরস্কার নিয়ে ঘরে ফেরার পথে মুখরিত করতালি আর ক্যামেরার ফ্ল্যাশে আপ্লুত হওয়া এখন হাস্যকর হয়ে গেছে। দেশবাসী এখন সব খেলার গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম, কাজেই কোনো ধরনের ক্যামোফ্লেজ আর কার্যকর নয়। সত্যিকার শ্রেষ্ঠত্ব চাই।

আমাদের প্রতিনিধি অ্যাথলেটেরা ইচ্ছা করে খারাপ করেন না। তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁরা খেলেন। সর্বশক্তি উজাড় করেই তাঁরা মাঠ থেকে ফিরেন। দেশের ক্রীড়াঙ্গন মাতালেও বিদেশে বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার কিছু মাত্রও কাজে লাগে না। আমাদের রয়েছে ভুরি ভুরি ক্রীড়াঙ্গনের ব্যবস্থাপনা। রয়েছে অসংখ্য অফিস ও কর্মকর্তা। এমনও কিছু বিভাগ রয়েছে, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে এদেশের ক্রীড়ামোদিই অবহিত নন। এগুলোর পরিবর্তে যদি সম্ভাবনাময় দু-চারটি বিষয়ের ওপর বেশি নজর দেওয়া যায়, তবে তা ফলপ্রসূ হতে পারে। যথাযথ পদক্ষেপ ব্যতিরেকে পদক প্রাপ্তির আশা হবে সোনার হরিণ।

আমার মতে, এই মুহূর্ত থেকেই আর্চারি, শুটিংসহ সম্ভাবনাময় ক্রীড়াঙ্গনের দিকে পর্যাপ্ত নজর দেওয়া উত্তম। ফুটবল, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল সাঁতার, দূরপাল্লার দৌড়, অ্যাথলেটিকস, লম্ফন বিষয়, ডাইভিং, জিমন্যাস্টিকস ইত্যাদি অপেক্ষা যদি আমরা সম্ভাবনাময় দু-চারটি আইটেমের ওপর সর্বোতভাবে সর্বশক্তি ঢেলে কাজ শুরু করি, তবে লস অ্যাঞ্জেলেসে (২০২৮) আমাদের অ্যাথলেটদের গলায় বহু প্রতীক্ষিত পদক ঝুললেও ঝুলতে পারে। প্রয়োজন নিখুঁত ও যথাযথ পরিকল্পনার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে ভেবে দেখবেন বলে প্রত্যাশা করছি।

এবারও বসুন্ধরা কিংসের গ্রুপে ভারতের ক্লাব

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার

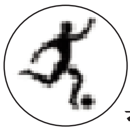

ভারতের ক্লাবের বলয় থেকে বের হতে পারছে না বসুন্ধরা কিংস। এএফসি কাপের প্রতি আসরেই বসুন্ধরা কিংসের বাধা ছিল ভারতের ক্লাবগুলো। কোনো বারই প্রতিবেশী ক্লাবগুলোর বাধায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি বাংলাদেশি ক্লাবটি, যা তাদের এএফসি কাপের ইন্টার জোন প্লে-অফ সেমিফাইনাল বা নক-আউটে নিতে পারেনি। এবার এএফসির নতুন প্রবর্তিত আসর এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ। এই টুর্নামেন্টেও ভারতীয় ক্লাবের সামনে পড়তে হচ্ছে বাংলাদেশ সেরা ক্লাবটিকে। ২২ আগস্ট ছিল এই আসরের ড্র। এতে 'এ' গ্রুপে কোলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে পেয়েছে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংস। গ্রুপে তাদের অপর দুই প্রতিপক্ষ লেবাননের নেজমেহ এফসি এবং ভুটানের পারো এফসি। ভুটানের থিম্পুতে হবে চ্যালেঞ্জ লিগের বাছাইপর্ব। ২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর হবে এই গ্রুপ পর্ব। এই প্রথম ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে খেলতে হবে বসুন্ধরা কিংসকে। এর আগে মোহনবাগানের সঙ্গে খেলেছিল তারা। সবশেষ এএফসি কাপে ভারতের উড়িষ্যা এফসির কাছে শেষ ম্যাচে হেরেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে ব্যর্থ হয় বাংলাদেশ সেরা ক্লাবটি। এর আগে দুই দফা তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায় কোলকাতার মোহনবাগান ক্লাব।

প্রথম ম্যাচেই কঠিন প্রতিপক্ষের সামনে বসুন্ধরা কিংস। ২৬ অক্টোবর তাদের খেলতে হবে লেবাননের নেজমেহ ক্লাবের বিপক্ষে। এএফসি কাপে এই নেজমেহ এর বিপক্ষে খেলেছিল মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্র। ২৯ অক্টোবরের প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল। এরপর ১ নভেম্বর শেষ ম্যাচে বসুন্ধরা কিংসকে মুখোমুখি হতে হবে পারো এফসিকে। এএফসির ইস্ট ও ওয়েস্ট এই দুই অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে ১৮টি ক্লাবকে। এতে ১২টি দলের তিন গ্রুপ ওয়েস্ট জোনে। যেখানে আছে বসুন্ধরা কিংসও। এখানে চারটি করে দল একেকটি গ্রুপে। ইস্ট জোনের দুই গ্রুপে তিনটি করে দল। দুই জোনের ৫ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। এ ছাড়া ওয়েস্ট জোনের তিন গ্রুপ রানার্সআপেরও স্থান হবে শেষ আটে। সুতরাং ন্যূনতম গ্রুপ রানার্সআপ হতে পারলেই ৫ ও ১৩ মার্চের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে পারবে বসুন্ধরা কিংস। আসরের সেমিফাইনাল ৯ ও ১৭ এপ্রিল। ফাইনাল ১০ মে। কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনাল হোম অ্যান্ড অ্যাওয়েতে হবে।

এবার গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের পাশাপাশি গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবেও কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার সুযোগ আছে। তাই কিছুটা হলেও চাপমুক্ত বসুন্ধরা কিংস।

তবে বসুন্ধরা কিংসের এই মিশনে এবার বাধা হয়ে দাঁড়াবে ভুটানের থিম্পুর চাংলিমিথান স্টেডিয়ামের উচ্চতা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট ওপরে এই মাঠ। তাই এই মাঠে কোনো অতিথি দলই স্বাভাবিক খেলা উপহার দিতে পারে না। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ দল এই মাঠে ভুটানের কাছে ১-৩ গোলে হেরেছিল। বাংলাদেশি ক্লাব শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রও এই মাঠে পরাজিত হয়েছিল ভুটানি ক্লাবের কাছে। ঢাকা আবাহনীও এই মাঠে সাফল্য পায়নি। শুধু লে. শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এই চাংলিমিথান স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কিংস কাপে। এ ছাড়া বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ মহিলা দল এখানে সাফে চ্যাম্পিয়ন হয়। এবার বাংলাদেশ মহিলা দলও এই মাঠে দুই ফিফা প্রীতি মাচে হারিয়েছিল ভুটানকে।

বসুন্ধরা কিংস অবশ্য এই আসরের ভালো করার জন্য রোমানিয়ার কোচ ভ্যালেরি তিতাকে দায়িত্ব দিয়েছে। দলের প্রি-সিজন অনুশীলনও শুরু হয়ে গেছে। দলটি গতবারের বিদেশিদের মধ্যে ব্রাজিলের রবসন রবিনহো এবং মিগুয়েল ফিগেইরোকে নিয়েছে। ঢাকা আবাহনী থেকে ফিরিয়ে এনেছে ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার জোনাথন ফার্নান্দেজকে। তাদের মোট ৬ বিদেশি। স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে লোনে দেওয়া জাতীয় দলের রাব্বী হোসেন রাহুল, ইনসান হোসেন ও আকমল হোসেন নয়নকে ফিরিয়ে এনেছে। লে. শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব থেকে এনেছে স্ট্রাইকার ফয়সাল আহমেদ ফাহিমকে।

তাঁদের নিয়েই এবারের এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ভালো করার টার্গেট বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের হ্যাটট্রিক শিরোপাজয়ীদের। গত বছর বসুন্ধরা কিংস খেলেছিল এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফ পর্বে। এবার তাদের খেলতে হচ্ছে একেবারেই নিচের স্তর নতুন প্রবর্তিত চ্যালেঞ্জ লিগে।

● সেকান্দার আলী ●

ক্রীড়াঙ্গনে পরিবর্তনের হাওয়া

পরিবর্তনের হাওয়ায় দুলছে দেশ। রাজদরবার থেকে ইউনিয়ন পরিষদ সর্বত্রই লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। এই জাগরণে জেগেছে ক্রীড়াঙ্গনও। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি থেকে শুরু করে প্রতিবন্ধী ক্রীড়া ফেডারেশনও কাঁপছে প্রতিবাদ আর পরিবর্তনের স্লোগানে। রাজপাটে পরিবর্তন চেয়ে রাজপথে যে স্লোগান শোনা গেছে এতকাল, তা এখন জুড়ে গেছে ক্রীড়াঙ্গনেও। সর্বত্র রাজনীতিকীকরণের কুফল বৈকি। বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে ক্রীড়াঙ্গনকে অনিয়মের ঘুণপোকা যেভাবে কেটেছে, মেরামত করে সে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার নয়। সত্যিকারের পরিবর্তন চাইলে খোলনলচে পাল্টে দেওয়া অনিবার্য। জানা গেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এ ব্যাপারে দারুণ আন্তরিক। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ফেডারেশনগুলোর স্বেচ্ছাচারী কর্মকর্তারা পদত্যাগ করতে শুরু করেছেন। কেউবা পালিয়েছেন দেশ ছেড়ে। তাঁদের দেশান্তর পাপের ঘড়া ভরে যাওয়ায়। প্রতিকূলতার মধ্যেও নতুন সরকার চেষ্টা করছে ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজাতে। জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কমিটি বাতিল, বিসিবি সভাপতি পদে পরিবর্তন সংস্কারের বার্তা দেওয়া। জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোয়ও ভেতরে-ভেতরে সংস্কার চলছে। যদিও আপাতত তা ব্যক্তির পরিবর্তন। এই বিপ্লব হয়তো রূপ নেবে কাঠামো পরিবর্তনে। যা টেকসই উন্নয়নের জন্য অনিবার্য।

জনপ্রিয়তা, সাফল্য, আর্থিক সক্ষমতা এবং বৈশ্বিক মর্যাদা বিবেচনায় নিলে ক্রিকেট দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নিয়ে মানুষের আগ্রহ তাই বেশি। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী, আমলা থেকে সাধারণ জনতা, সবাই চান ক্রিকেটের অংশ হতে। যে কারণে সরকার পতনের পরের দিন থেকেই মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়াম স্লোগানে মুখর ছিল। চেয়ার দখলের লড়াই দেখা গেলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) বাধ্যবাধকতা থাকায় পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়নি। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) সুকৌশলে বিসিবিতে একটা পরিবর্তন এনেছে। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক প্রধান নির্বাচক ফারুক আহমেদকে সভাপতি করা হয়েছে। কোচ ও ক্রিকেট বিশ্লেষক নাজমূল আবেদীন ফাহিমকে করা হয়েছে পরিচালক। বিসিবি সভাপতিও নির্বাচিত হওয়ার পর এক ঘণ্টার দীর্ঘ সংবাদ সম্মেলনে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আনার মধ্য দিয়ে দেশের ক্রিকেটে শক্তিশালী একটি কাঠামো দাঁড় করাতে চান তিনি। ক্রিকেটকে রাজনীতিমুক্ত করতে চান সাবেক ক্রিকেটার ও সংগঠকদের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে। গঠনতন্ত্র সংস্কারের পাশাপাশি ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে ফারুকের। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথাও বলেছেন তিনি। ভবিষ্যতের তারকা ক্রিকেটাররা জাতীয় দলে খেলার সময় যাতে মাশরাফি বিন মুর্তজা ও সাকিব আল হাসানের মতো জাতীয় রাজনীতিতে যোগ দিতে না পারেন- বিসিবির কেন্দ্রিয় চুক্তিতে তা লেখা থাকবে। এককথায় স্বেচ্ছাচারিতার পরিবর্তে ক্রিকেটের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে ফারুক কত দিন বিসিবির সভাপতি পদে থাকতে পারবেন, সে প্রশ্ন রয়ে গেছে। কারণ, ২০২৫ সালের অক্টোবরে বিসিবির পরবর্তী নির্বাচন। যেখানে টাকার ঝনঝনানি থাকবে। রাজনৈতিক ক্রীড়া সংগঠকরাও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। তারা প্রভাব খাটিয়ে বোর্ড সভাপতি হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদকাল লম্বা হলে পুনর্নির্বাচিত হলেও হতে পারেন ফারুক। তিনি লম্বা সময় পেলে ক্রিকেটকে টেকসই উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে পারবেন। কারণ, ফারুক জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার, সাবেক প্রধান নির্বাচক, স্পষ্টভাষী, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ পছন্দ করেন।

গত ১৫ বছরে দেশে সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ফুটবল। বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের

ক্ষমতাবলে জোর করে নির্বাচিত হতেন কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। তার ছত্রছায়ায় জাতীয় দলের আরেক সাবেক ফুটবলার সালাম মুর্শেদী স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়েছেন। দলীয়করণের কারণে সত্যিকারের ফুটবল সংগঠকরা বাফুফেতে জায়গা পাননি। অক্টোবরে বাফুফের নির্বাচন হওয়ার কথা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সালাউদ্দিনের স্বেচ্ছাচারিতাকে চিরতরে বিদায় দেওয়ার সুযোগ ভোটারদের হাতে। অথচ সাবেক এই ফুটবলারকে ঘিরে কত স্বপ্ন ছিল দেশের ফুটবলে। তিনি দেশের ফুটবলের উন্নয়নে কাজ না করে ফেডারেশনকে নিজের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বানিয়ে ফেলেছিলেন বলে অভিযোগ। বয়সভিত্তিক নারী ফুটবল দলের সাফল্য কাজে লাগিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে বাহবা কুড়িয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলেছেন। অথচ জাতীয় ক্লাব লিগ নিয়মিত আয়োজন করা গেলে প্রতিভাবান অনেক ফুটবলার পাওয়া যেত। দেশের ফুটবলকে বাঁচাতে সবচেয়ে বেশি সংস্কার প্রয়োজন ফেডারেশনে। যদিও বাফুফে সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগ সরকার ও শেখ পরিবারের আশীর্বাদপুষ্ট সালাউদ্দিনের। বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব শাহেদ রেজা ছিলেন আরেকজন স্বেচ্ছাচার। শেখ হাসিনার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ থাকায় তিনিও ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর ছোট ভাই ইন্তেখাবুল হামিদ অপু শুটিং ফেডারেশনকে নিজের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছিলেন। প্যারিস অলিম্পিকে গিয়েও 'মাস্তানি' করেছেন সাংবাদিকদের সঙ্গে। তিনি ক্ষমতার এত বেশি অপব্যবহার করতেন যে কোনো সংবাদমাধ্যম শুটিং ফেডারেশনের অপকর্ম নিয়ে লিখতে পারেনি। কোনো প্রতিষ্ঠান লিখলে, বড় ভাইয়ের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠানটিতে বিদ্যুৎ-সংযোগ নিয়ে ঝামেলায় ফেলতেন। অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টুর বিরুদ্ধেও ক্ষমতা অপব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। অ্যাথলেট ইমরানুর রহমান প্যারিস অলিম্পিকে ব্যর্থ হয়ে সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন। তিনি জানান, তাঁকে চোট লুকিয়ে অলিম্পিক খেলতে বলেছিলেন মন্টু। নড়াইল জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা আশিকুর রহমান মিকু তিন দশক হলো ভলিবলের কর্মকর্তা। সাধারণ সম্পাদকের পদকে নিজের সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছিলেন। ফোরাম কাজে লাগিয়ে নতুন কোনো সংগঠককে ভলিবলে আসতে দেননি। ক্রীড়াঙ্গনের বিষফোঁড়া নামে পরিচিত ফোরামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। পাড়ার মাস্তান থেকে কমিশনার নির্বাচিত হয়ে হকি ফেডারেশনের দখল নেন মমিনুল হক সাঈদ। ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেশের হকিকে মুমূর্ষু অবস্থায় রেখে পালিয়েছেন। হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কোহিনুর হলেন ক্ষমতা আকড়ে থাকা আরেক ক্রীড়া সংগঠক। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর গা ঢাকা দিয়েছেন তিনিও।

পরিবর্তনের হাওয়া দেশের ক্রীড়াঙ্গনে লাগলেও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, জেলা ক্রীড়া সংস্থা কার্যকর না হলে খেলাধুলায় গতি আসবে না। জেলার খেলার প্রধান অন্তরায় সভাপতি। পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক (ডিসি) হন জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রধান। বিভাগে বিভাগীয় কমিশনার। তাঁদের খাতিরের লোকেরাই সাধারণ সম্পাদকের পদ দখল করে রাখেন। অর্থাৎ সরকারদলীয় নেতা-কর্মীরাই জেলা ক্রীড়া সংস্থায় থাকেন। বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলার ক্রীড়া সংস্থার কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলেও প্রকৃত সংগঠকরা অ্যাডহক কমিটিতে সুযোগ না পেলে ক্রীড়াঙ্গনেরই ক্ষতি। কারণ, দেশের বাকি প্রতিষ্ঠানের মতো ক্রীড়াঙ্গনের দখলও আওয়ামী লীগ-বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পেশি শক্তি না থাকা, আর্থিক সক্ষমতা কম থাকায় খেলোয়াড়রা জেলা, বিভাগ বা ফেডারেশনের বড় কর্মকর্তা হতে পারেন না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিছু কিছু খেলোয়াড় কমিটিতে হয়তো জায়গা পাবেন, কিন্তু সেটা দীর্ঘমেয়াদে না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সাংগঠনিক কাঠামো টেকসই হলে দক্ষ এবং যোগ্য ক্রীড়া সংগঠক কাজের সুযোগ পাবেন। ক্রীড়া উপদেষ্টা এবং ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে যে কাজটি সবার আগে করতে পারেন– জেলা ক্রীড়া সংস্থায় পদাধিকারবলে ডিসিদের সভাপতি হওয়ার আইন বাতিল করা। নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য এবং দক্ষ ক্রীড়া সংগঠকদের সভাপতি হওয়ার সুযোগ করে দিলে ভালো হয়।

বাংলাদেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার বড় কারণ আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। সারা বছর অনুশীলনের সুযোগ নেই। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গেমস নির্বাচন করা হয়নি স্বাধীনতার ৫৩ বছরে। উল্টো ফেডারেশন বা অ্যাসোসিয়েশনের নামে নতুন নতুন 'দোকান' খোলা হয়েছে।

রোলার স্কেটিং, রাগবি, বেসবল, খো খো, বাশাআপের মতো খেলার কি প্রয়োজন আছে তা জানা নেই। বেশির ভাগ সংগঠক রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান হওয়ায় ইচ্ছেমতো খেলা চালু করতে পারেন। এখন সময় এসেছে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে ঠিক করতে হবে কোন খেলাগুলোকে অগ্রাধিকার দিলে আন্তর্জাতিক গেমসে সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দাবা, শুটিং, সাঁতার, ভারোত্তোলনের মতো গেমস পরীক্ষিত। সুযোগ পেলে বক্সিং থেকেও পদক আসতে পারে। তাই পরিবর্তনের হাওয়া মানে ব্যক্তির পরিবর্তন নয়, শক্তিশালী ক্রীড়াকাঠামো গড়ে তোলা সময়ের দাবি। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিটি খেলাকে পেশাদার রূপ দেওয়া না গেলে দক্ষিণ এশিয়াতেও সফল হওয়া সম্ভব নয়। বিসিবির মতো পেশাদার কর্মকর্তা-কর্মচারী দিয়ে ফেডারেশনের কাঠামো দাঁড় করাতে পারলে উন্নতির সম্ভাবনা থাকবে। যে দেশে বছরে একটি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ বা টুর্নামেন্ট আয়োজন করাকে সাফল্য হিসেবে দেখা হয়, সে দেশে খেলাধুলার উন্নতি কতটা সম্ভব, এ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। জাতীয় দলের সাবেক হকি খেলোয়াড় রফিকুল ইসলাম কামাল মনে করেন, যোগ্য এবং দক্ষ ক্রীড়াবিদের পাশাপাশি পেশাদার সংগঠকদের সুযোগ দিতে হবে। ফেডারেশনকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করতে হলে- নিয়মিত খেলা মাঠে রাখতে হবে। হকিতে যেটা কোনো দিন সম্ভব হয়নি। এবার হবে কি? প্রতিটি ফেডারেশনে পেশাদার কাঠামো তৈরি হবে কি? আসলে প্রশ্নগুলো সহজ- উত্তরও তো জানা!

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্রীড়াঙ্গনে বড় ধরনের সংস্কার আনা যেমন প্রয়োজন, তেমনি পোড়খাওয়া সংগঠকদের ধরে রাখা অত্যাবশ্যক। এর ব্যত্যয় ঘটলে বিশৃঙ্খলা বাড়তে পারে। কারণ, এ দেশে সুযোগসন্ধানী লোকের সংখ্যা বেশি। কাজের চেয়ে চেয়ার দখলের লোভে ডুবে থাকেন তাঁরা। আগের সরকার সমর্থকদের দখলদারিত্বের মতো বর্তমানে সুযোগসন্ধানীরা যেন চেয়ার দখল করতে না পারেন। তাঁদের কারণে প্রকৃত সংগঠকরা যেন বঞ্চিত না হন, সরকার সেদিকটা খেয়াল রাখতে হবে। ফেডারেশনগুলোয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু কাঠামো করা যেতে পারে। প্রতিটি বিভাগ থেকে একজন করে কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়ে ফেডারেশনের সদস্য হবেন। বিভাগীয় সদস্য নির্বাচিত হবেন জেলা সংগঠকদের ভোটে। ক্লাবের ক্যাটাগরি থাকবে আলাদা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সার্ভিসেস দলগুলো থেকে একটি ক্যাটাগরি করে সদস্য নির্বাচিত করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ও ফুটবল ফেডারেশন গঠনতন্ত্র পরিবর্তনে দৃষ্টান্ত হতে পারে। সব ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত সদস্যরা ভোটের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করবেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, প্রতিবছর এজিএম হওয়া চাই। খেলার উন্নতি করা না গেলে, আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় গড়ে তোলা সম্ভব না হলে, কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার ব্যবস্থা থাকতে হবে গঠনতন্ত্রে। তাতে অন্তত অবাঞ্ছিত হওয়ার ভয় থেকে হলেও খেলোয়াড় ও খেলার মান বাড়াতে কাজ করবেন কর্মকর্তারা। দেশের ক্রীড়াঙ্গনের বিষফোঁড়া যে ফোরাম, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। অভিযোগ আছে জেলা পর্যায় থেকে মনোনীত বা নির্বাচিত হয়ে একটা শ্রেণি ফেডারেশনে আসেন মূলত লাভবান হওয়ার জন্য। অনেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ আছে। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নে প্রধান অন্তরায় খেলাধুলার সবকিছু ঢাকা কেন্দ্রিক। অনুশীলন ক্যাম্প, টুর্নামেন্ট বা প্রতিযোগিতা হয় রাজধানীতে। সংগঠকদের জেলা পর্যায়ে যেতে অনাগ্রহ। প্রান্তিক পর্যায় থেকে খেলোয়াড় সৃষ্টি করার কোনো প্রক্রিয়া নেই। সবচেয়ে বড় কথা স্কুল পর্যায়ের টুর্নামেন্টগুলোয় ফোকাস করা হয় না। ফেডারেশনগুলো নিজেরা খেলোয়াড় তৈরির উদ্যোগ নেয় না। বিকেএসপি না থাকলে এত দিনে হয়তো দেশের অনেক খেলা বন্ধ হয়ে যেত। গত সরকারের আমলে অজনপ্রিয় খেলার ফেডারেশনের কর্মকর্তারা বিকেএসপিতে তাদের খেলাটি অন্তর্ভুক্ত করতে চাপ প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। মার্শাল আর্টের মতো খেলাকে বিকেএসপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টার সুদৃষ্টি পেলে বড় ধরনের সংস্কার করা সম্ভব হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা হাইপারফরম্যান্স সেন্টার তথা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস (বিআইএস) তৈরির যে উদ্যোগের কথা বলেছেন কিছুদিন আগে, তা বাস্তবায়ন করা গেলে ভালো হতে পারে। যদিও এ ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা ব্যয়বহুল। কারণ, এটি স্কুল-কলেজের মতো নয়। বছরের পর বছর আবাসিক ক্যাম্প থাকবে। হোস্টেলে রেখে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে খেলোয়াড়দের। ক্রীড়াসামগ্রীর প্রয়োজন হবে। দেশি-বিদেশি কোচ নিয়োগ দেওয়ার প্রয়োজন হবে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে বছরে বড় অঙ্কের বাজেট রাখতে হবে। তবে বিআইএস যদি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ক্রীড়াবিদ, অর্থাৎ যাদের দিয়ে আন্তর্জাতিক গেমসে পদক পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখলে অপচয় কম হবে। সরকার আরও একটি উদ্যোগ নিতে পারে, প্রান্তিক পর্যায় থেকে খেলোয়াড় তুলে আনতে জেলা পর্যায়ে প্রতিভা অন্বেষণ করা। সেটা ছোট থেকে বড়, সব পর্যায়ে হতে পরে। কারণ, সুযোগের অভাবে ১৯ থেকে ২০ বছর বয়সী অনেকে নিজের প্রতিভা দেখাতে পারেন না। শেষ কথা হলো পরিকল্পনা আর উদ্যোগ নেওয়া খুব সহজ। কিন্তু অর্থের সংস্থান করা কঠিন। ফেডারেশন এবং জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে সরকারের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। বাস্তবতা হলো স্পন্সর সংগ্রহ করে নিজেদের উদ্যোগে খেলা চালানোর উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা না থাকলে আরও ৫০ বছরেও এশিয়ান মানের কোনো খেলোয়াড় পাবে না বাংলাদেশ।

চার দিনের ম্যাচের সিরিজ ড্র করল বাংলাদেশ ‘এ’ দল

● মো. মুলতানুর রহমান ●

পাকিস্তান সফরে প্রথম শ্রেণির মর্যাদাসম্পন্ন দুটি চার দিনের ম্যাচই ড্র করেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান ‘এ’ দল, যাদের পোশাকি নাম ‘পাকিস্তান শাহিনস’। ইসলামাবাদ ক্লাব ক্রিকেট ওভাল মাঠে অনুষ্ঠিত উভয় ম্যাচেই বৃষ্টি বাগড়া দিয়ে অনেকটা সময় নষ্ট করায় ফল আসেনি কোনো খেলায়। দুটি ‘আনঅফিশিয়াল টেস্ট’ ম্যাচই হয়েছে নিষ্প্রাণ ড্র। সুবাদে সিরিজও থেকেছে অমীমাংসিত। এরপর উভয় দলের ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলার কথা ছিল।

প্রথম চার দিনের ম্যাচে টস জিতে শুরুতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ ‘এ’ দলের অধিনায়ক এনামুল হক বিজয়। কিন্তু চরম ব্যাটিং ব্যর্থতায় ৩ উইকেটে ৯১ রান থেকে নাটকীয় এক ধসে সফরকারীদের ইনিংস ৪৪.৩ ওভারে গুটিয়ে যায় মাত্র ১২২ রানে। পকিস্তানের দুই পেসার নাসিম শাহ ও মির হাজমা ৩টি করে উইকেট তুলে নেন, লেগ স্পিনার মোহাম্মদ রমিজ জুনিয়র পান ২ উইকেট। ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয় ১১৬ বলে ৬৫ রানের ইনিংস খেলে একপ্রান্ত আগলে রাখলেও অন্য কেউ সুবিধা করতে পারেননি। পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ‘এ’ দলের হয়ে খেলা অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিম করেন ১৪ রান, মুমিনুল হক আউট হন ১১ রান করে। এ ছাড়া তরুণ পেসার রেজাউর রহমান রাজা (১০) ছাড়া আর কেউ দুই অঙ্কের কোটায় যেতে পারেননি। জবাবে ৯০ ওভার খেলে ৪ উইকেটে ৩৬৭ রান তুলে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে পাকিস্তান ‘এ’ দল। ওয়ানডাউনে নামা বাঁহাতি ব্যাটসম্যান উমর আমিন খেলেন ২১১ বলে ১৭৭ রানের দুর্দান্ত একটি ইনিংস। এ ছাড়া অধিনায়ক সৌদ শাকিলের ব্যাট থেকে আসে ৭৬ রান, ওপেনার মোহাম্মদ হুরাইয়া করেন ৩৯ এবং সাদ খান অপরাজিত ছিলেন ৩১ রানে। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের তরুণ বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ ৪৯ রান খরচে দখল করেন ২ উইকেট এবং পেসার তানজিম হাসান সাকিব ও অফস্পিনার নাঈম হাসান পান ১টি করে উইকেট। বৃষ্টির কারণে ম্যাচের তৃতীয় দিনে মাঠে একটি বলও গড়াতে পারেনি। বৃষ্টিবিঘ্নিত চতুর্থ দিনের পড়ন্ত বেলায় দ্বিতীয় দফায় ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলাদেশ ‘এ’ দল ৩৯.২ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৫৩ রান তোলার পর উভয় দলের অধিনায়ক মিলে ড্র মেনে নেন। মূলত অফস্পিনার নাঈম হাসানের ব্যাট থেকে আসে হার এড়ানো সর্বোচ্চ ৫৫ রান। তাঁর ৬৯ বলের ইনিংসে ছিল ১১টি চারের মার। এ ছাড়া ওপেনার জাকির হাসান ৩৩ ও শাহাদাত হোসেন দীপু করেন ১৪ রান। আবারও ব্যর্থ হন মুমিনুল হক (৮), সামান্য চোট পাওয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে মুশফিক ব্যাটিংয়ে নামেননি। পাকিস্তানের মীর হামজা ও মোহাম্মদ আলী শিকার করেন ২টি করে উইকেট, ১ উইকেট পান মোহাম্মদ রমিজ জুনিয়র।

বাংলাদেশ ‘এ’ এবং পাকিস্তান ‘এ’ দলের মধ্যকার ২টি চার দিনের ম্যাচই ড্র হওয়ায় সিরিজের ট্রফি ভাগাভাগি করে নেয় দুই দল...

দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচের প্রথম দুই দিন পুরোটাই ভাসিয়ে নিয়ে যায় বৃষ্টি। তৃতীয় দিনে টস জিতে উইকেটের সুবিধা নিতে প্রথমে ফিল্ডিং বেছে নেয় পাকিস্তান ‘এ’ দল। কিন্তু স্বাগতিকদের সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। প্রথম ম্যাচের ব্যর্থতা থেকে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা। পুরো দিন ব্যাটিং করে বাংলাদেশ ‘এ’ দল স্কোরবোর্ডে জমা করে ৯৮ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৪৬ রান। ৭৭ রানে ৪ উইকেট পতনের পর সাইফ হাসান ও জাকের আলী অনিকের মধ্যকার চতুর্থ উইকেটে ১৩১ রানের জুটির সুবাদে বড় সংগ্রহের দিকে এগোয় এনামুল হক বিজয়ের দল। যদিও এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান নিজে আউট হন মাত্র ৭ রান করে, প্রথম ম্যাচে তিনি করেছিলেন ৭ ও ৪। ওয়ানডাউনে নামা ডানহাতি ব্যাটসম্যান সাইফ ১৬৫ বলে ১৩ চার ও ৪ ছক্কায় সাজানো ১১১ রানের চমৎকার একটি ইনিংস উপহার দেন। এটি তাঁর প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারের অস্টম সেঞ্চুরি। দিন শেষে জাকের আলী অনিক অপরাজিত ছিলেন ১৩৬ রানে। ব্যক্তিগত ৩৯ রানের মাথায় রান আউটের মাধ্যমে শেষ হয় মাহিদুল ইসলাম অংকনের ১০২ বলের সময়োপযোগী ইনিংস। কাকতালীয়ভাবে ষষ্ঠ উইকেট জুটিতেও বাংলাদেশ পায় ঠিক ১৩১ রান! চতুর্থ দিন সকালে ঘন্টা খানেক ব্যাটিং করে বাংলাদেশ ‘এ’ দল ৯ উইকেটে ৪০৪ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয়। জাকের আলী শেষ পর্যন্ত আউট হন ১৭২ রান করে। তাঁর ফার্স্ট ক্লাস ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরি ও এই সংস্করণে সর্বোচ্চ ইনিংসটিতে বলের ব্যবহার ছিল ২৮৬, যেখানে ১৭ বাউন্ডারির পাশাপাশি ছক্কা মেরেছেন ৫টি। পাকিস্তান ‘এ’ দলের লেগ স্পিনার আবরার আহমেদ ১০৩ রান দিয়ে তুলে নেন ৪ উইকেট, এছাড়া গুলাম মুদাসসর ও মেহরান মুমতাজ ২টি করে উইকেন পান।

ব্যাটিংয়ে নেমে পাকিস্তান ‘এ’ দল ওপেনার আলী জারিয়াবের সেঞ্চুরি (১৩২ বলে ১১৭, রিটায়ার্ড আউট)ও শারুন সিরাজের হাফ সেঞ্চুরির (৭৯ বলে অপরাজিত ৫৩) ওপর ভর করে ৬৫ ওভারে ৪ উইকেটে ২৮১ রান তুলতেই শেষ হয়ে যায় চতুর্থ দিনের খেলা। ফলে ম্যাচ থেকে যায় নিস্ফলা। দীর্ঘদিন পর লাল বলের ক্রিকেট খেলতে নামা বাংলাদেশের ডানহাতি পেসার তাসকিন আহমেদ ১৫ ওভার বোলিং করে ৫৬ রান দিয়ে পান ১ উইকেট এবং অন্য দুই পেসার তানজিম হাসান সাকিব ও রুয়েল মিয়াও ১টি করে উইকেট তুলে নেন।

এক নজরে চার দিনের ২টি ম্যাচের ফল...

ম্যাচ	প্রথমে ব্যাটিং	পরে ব্যাটিং	ফল	প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ
প্রথম	বাংলাদেশ ‘এ’ দল ১২২/১০ ও ১৫৩/৫	পাকিস্তান ‘এ’ দল ৩৬৭/৪ (ডিক্লেয়ার্ড)	ম্যাচ ড্র	উমর আমিন
দ্বিতীয়	বাংলাদেশ ‘এ’ দল ৪০৪/৯ (ডিক্লেয়ার্ড)	পাকিস্তান ‘এ’ দল ২৮১/৪	ম্যাচ ড্র	জাকের আলী অনিক

এবার ট্র্যাকে ফিরুক ক্রিকেট

রফিকুল ইসলাম কামাল

এক.

'এখন আপনি নেপালের সঙ্গে খেলা হলে নিশ্চিত জিতবেন কি না? বুকটা কিন্তু দুরুদুরু করে ওঠে। কারণ, আপনি নিশ্চিত নন নেপালের সঙ্গে জিততে পারবেন কি না! আমরা নিজেদের দল নিয়ে প্রচুর দ্বিধায় থাকি। দলে সাকিব থাকুক, তামিম থাকুক, রিয়াদ থাকুক, মুশফিক থাকুক; যে-ই থাকুক না কেন, আমরা খুব শঙ্কায় থাকি। এই পর্যায়ে আমরা নেমে এসেছি।'

কথাগুলো কোনো আমজনতা বা সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমী কারও নয়। এই কোট করা কথাগুলো দেশের খ্যাতিমান ক্রিকেট বিশ্লেষক নাজমুল আবেদীন ফাহিমের, যিনি গত ২১ আগস্ট বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক মনোনীত হয়েছেন। তাঁর মতো ব্যক্তি যখন এ ধরনের কথা বলেন, তখন এর ওজন থাকে অনেক বেশি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের ক্রিকেট এই পর্যায়ে কেন চলে এল? উন্নতির বদলে অবনতির গ্রাফ কেন পুরোটাজুড়ে? আবার, নাজমুল আবেদীন ফাহিমের কথায় শুধু জাতীয় দলের চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু তৃণমূল ক্রিকেট, ক্রিকেটের পাইপলাইন, সাংগঠনিক চিত্র সব বিবেচনায় নিলে আমাদের ক্রিকেট যেন সঠিক ট্র্যাক থেকে ছিটকে পড়েছে!

দুই.

অভ্যাসগতভাবে বাংলাদেশের মানুষ খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী। আর শুধু ক্রিকেট বিবেচনায় নিলে আগ্রহ রীতিমতো উন্মাদনায় রূপ নেয়। কিন্তু এই বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায়নি। আরও স্পষ্ট করে বললে, যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পথে হাঁটেননি; তাঁরা চেয়েছেন, শুধু জাতীয় দল দিয়ে শর্টকাট কিছু সাফল্য। ব্যর্থতাকে আড়াল করতে তাঁরা বারবার বোর্ডের অর্থকড়ির বিষয়টিকে সামনে এনেছেন ঢাল হিসেবে। বলেছেন, বিসিবি বিশ্বের অততম ধনী বোর্ড, আমাদের ৯০০ কোটি টাকার এফডিআর আছে, পুঞ্জীভূত তহবিল ছাড়িয়ে গেছে এক হাজার কোটি টাকা, এই-সেই নানা কথা। গত এক যুগে বিসিবির কোষাগার সমৃদ্ধ হয়েছে, এটা সত্য। কিন্তু এ জন্য নাজমুল ইসলাম পাপনের নেতৃত্বাধীন বোর্ডকে তেমন কিছুই করতে হয়নি। সিংহভাগ অর্থই এসেছে আইসিসি আর এসিসি থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ থেকে। আবার অর্থের ঝনঝনানি থাকলেও জাতীয় দলের সাফল্য কোথায়? মিরপুরে 'স্পিন বধ্যভূমি' বানিয়ে প্রতিপক্ষকে কয়েকবার ঘায়েল করা ছাড়া বড় সফলতা কোথায়? কিংবা ঘরোয়া ক্রিকেটের উন্নতিই-বা কোথায়! শুধু জাতীয় দলকে ফোকাসে রাখতে গিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট এখন ছন্নছাড়া। ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে বিসিবি সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ করেছে লজিস্টিকস অ্যান্ড প্রটোকল, বিপিএল আর ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগে। সঙ্গে কথিত 'হাই প্রোফাইল' বিদেশি কোচের পেছনে প্রতি মাসে ব্যয় হয়েছে হাজার হাজার ডলার। বিদেশি কোচ নিয়োগে আগ্রহের পেছনে 'কমিশন বাণিজ্য' কাজ করে বলে অভিযোগ আছে। তা-ও যদি সাফল্য আসত!

ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোযোগহীনতায় যা-তা কাণ্ড হয়েছে এখানে। ঢাকা লিগকে তো ছেলেখেলা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নবিদ্ধ আম্পায়ারিং, ভোট বাড়াতে কাউন্সিলরশিপের জন্য যেমন তেমন দলকে ওপরে টেনে তোলা, ম্যাচের ফল পাল্টে দেওয়া, মানহীন পিচ, নির্দিষ্ট দলকে বিজয়ী করতে অপর দলের ব্যাটারদের পায়ে বল লাগলেই এলবিডব্লিউ দেওয়া–অনিয়মের যেন শেষ নেই। ঘরোয়া ক্রিকেটের এসব অনিয়মের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে বিসিবিরই সাবেক সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী লিখেছিলেন, 'এভাবেই ধ্বংস হচ্ছে আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেট'। এটা ২০১৯ সালের ঘটনা। এরপরও কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটকে বাঁচাতে তৎপরতা দেখা যায়নি পাপন গংদের। জাতীয় দলের পাইপলাইনে সংকট। ভালো মানের ক্রিকেটার তৈরি হচ্ছেন না। এক তামিম ইকবাল না খেলায় জাতীয় দলের ওপেনিং নিয়ে ভজঘট অবস্থা দেখা দেয়! পাইপলাইন যে সমৃদ্ধ হবে, সেই ব্যবস্থাও করা হচ্ছে না। স্কুল ক্রিকেটকে প্রায় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ঢাকার বাইরে লিগ হয় কি না, সেদিকে কোনো মনোযোগ ছিল না জালাল ইউনুসদের। বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম, খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম অলস পড়ে থাকে, নষ্ট হয় মূল্যবান জিনিসপত্র। এসব স্টেডিয়ামের সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা এগুলোতে খেলা রাখতে ইচ্ছুক ছিল না পাপনগং। বিপরীতে 'নগদ নারায়ণের' জন্য তারা ঢাকার পূর্বাচলে হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণে অত্যুৎসাহী ছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খুশি করতে নাজমুল ইসলাম পাপনরা মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে কনসার্টের আয়োজন করেন। ক্রিকেটের সঙ্গে এই কনসার্টের কী যোগসূত্র ছিল? সমালোচনাও সহ্য করতেন না পাপনরা। বিসিবির সমালোচনা করায় জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে পর্যন্ত নানাভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। বিসিবির আর্থিক খাতে নানা অনিয়মের কথাও গোপন কিছু নয়।

তিন.

নানা অনিয়ম আর দুর্নীতিতে যাঁরা জড়িত, তাঁদের বিচার কী হবে? তাঁদের মুখোশ কী ফাঁস হবে? আমরা আশান্বিত হতে পারি। বা বলা যায়, আমাদের আশান্বিত করা হচ্ছে। করছেন পটপরিবর্তনের পর বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্তরা। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া 'যেখানে দুর্নীতি-

অনিয়মের অভিযোগ আছে, এ বিষয়গুলো তদন্ত করব। এবং যাঁরা দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। যে গঠনতন্ত্র আছে, ফেডারেশন আছে, সেটা যেন গণতান্ত্রিক হয়। একনায়কতন্ত্রের চর্চার যেন সুযোগ না থাকে, সেগুলো পুনর্গঠনের চিন্তাভাবনা আছে।'

অসাধুদের পর্দা ফাঁস হওয়া এই কারণে জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে অন্য কেউ অনিয়মের গলি পথে পা বাড়াবার কথা চিন্তাও না করেন।

চার.

বিসিবি থেকে নাজমুল ইসলাম পাপনের যুগ শেষ। পরিস্থিতির কারণে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন তিনি। সঙ্গে পরিচালক জালাল ইউনুস ও আহমেদ সাজ্জাদুল আলম ববি বিদায় নিয়েছেন। এ দুজনের স্থলে পরিচালক হিসেবে বোর্ডে জায়গা পেয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ এবং ক্রিকেট কোচ ও বিশ্লেষক নাজমুল আবেদীন ফাহিম। বোর্ড সভায় নতুন সভাপতি মনোনীত হয়েছেন ফারুক। এই প্রথম দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা কেউ বিসিবির সভাপতি হলেন। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৯৪ সালে আইসিসি ট্রফি খেলে বাংলাদেশ। ফারুক ২০০৩ থেকে ২০০৭ সাল অবধি ছিলেন জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক। ওই সময়ে কার্ডিফে অস্ট্রেলিয়াবধ কিংবা বিশ্বকাপে ভারতকে উড়িয়ে দেওয়ার সুখস্মৃতি ছিল বাংলাদেশের। তামিম, সাকিব, মুশফিকরা এখন বড় তারকা। তাদের জাতীয় দলে সুযোগ করে দিয়েছিলেন ফারুক। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে আবার জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পান তিনি। ২০১৬ সালের জুন অবধি ছিলেন। ওই সময়েও দারুণ ক্রিকেট খেলে জাতীয় দল। বিতর্কিত দ্বিস্তরবিশিষ্ট দল নির্বাচনের প্রতিবাদে তখন পদত্যাগ করেন ফারুক আহমেদ। এরপরও নানা সময়ে বিসিবির নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে সচকিত ছিলেন এই সাবেক ক্রিকেটার।

মূলত এসবকিছুই আমাদের নতুন স্বপ্নের ভেলায় ভেসে বেড়াতে হাওয়া জোগায়। দৃঢ়চেতা ফারুক আহমেদের নেতৃত্বে ইতিবাচকতায় বদলে যাওয়া বিসিবিকে পাওয়া যাবে, শুধু জাতীয় দল নয়, বরঞ্চ ঘরোয়া ক্রিকেট পাবে পূর্ণ মনোযোগ, সাংগঠনিক থেকে অবকাঠামো–সব খাতে ক্রিকেট পাবে নতুন ফুয়েল, বন্ধ হবে দুর্নীতি-অনিয়ম–এমন আশা তো দূরাশা নয়! ফারুক নিজেও জানেন কাজটা সহজ কিছু নয়। কিন্তু তিনি পিছু হটার লোক নন। ব্যক্তিত্ব, ক্রিকেটজ্ঞান, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাঁকে ব্যতিক্রম করেছে। সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর ফারুক বলছিলেন, 'আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশের মতো একটা সম্ভাবনাময় দেশে আমাদের যতটুকু করার দরকার ছিল, ততটুকু করতে পারিনি। এটা বলার শেষে যেটা বলতে চাচ্ছি আমি, আমাদের সাফল্য একদম কম নয়। হয়তো কিছু পার্টিকুলার সেক্টরে আমরা আরও উন্নতি করার কথা ছিল, যেগুলো করতে পারিনি। এখন আমাদের দায়িত্ব এই সিস্টেমকে রিবিল্ড করা।' নানামুখী চাপের কথা জেনেও দৃঢ়চেতা ফারুক, 'অনেক সময় অনেক কাজ করা যায় না। অনেক ধরনের আউটসাইড প্রেশার থাকে। এবার আমি সভাপতি থাকা অবস্থায় যতটুকু সম্ভব সুন্দর সিস্টেম দাঁড় করাতে চাই। এটা পুরোনো কথা, একটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমি পদত্যাগ করেছিলাম। এটা আমার সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি থাকবে, সিস্টেমটা আমি তৈরি করতে চাই।' সিস্টেম তথা পদ্ধতিগত সংস্কার হবে কি না, সঠিক পদ্ধতিতে বিসিবি কাজ করবে কি না, তা আপাতত সময়ের জন্য তোলা থাকছে। অতি দ্রুত ক্রিকেট ফিরবে সঠিক ট্র্যাকে–এমনটা চাইতেই পারেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

এক ওভারে ৩৯ রান!

আনওয়ার আহমেদ মুন

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এত দিন এক ওভারে সর্বোচ্চ ছিল ৩৬ রান। এবার এক ওভারে ৩৬ রানের সেই বিশ্বরেকর্ড ভেঙে গেল। সামোয়ার আপিয়ায় পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এক ওভারে উঠেছে ৩৯ রান। ভানুয়াতুর পেসার নালিন নিপিকোর ওভারে ছয় ছক্কা হাঁকিয়ে ইতিহাস গড়লেন সামোয়ার উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ড্যারিয়াস ভিসের। এটি শুধু আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেই নয়, ক্রিকেটের তিন সংস্করণ মিলিয়েই এক ওভারে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড।

'ড্যারিয়াস ভিসের' নামটি পরিচিত হওয়ার কথা নয়, তার দেশের নামটাই যে অনেকের কাছে অপরিচিত। পুরুষদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যেকোনো ফরম্যাটে এক ওভারে সর্বোচ্চ রান তোলার রেকর্ড গড়া ড্যারিয়াসের দেশের নাম সামোয়া। এটা প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপদেশ।

ঘটনাটি ইনিংসের ১৫তম ওভারের। ওভারের প্রথম তিন বলে মিডউইকেট দিয়ে ৩টি ছক্কা মারেন ভিসের। নিপিকোর পরের বলটিতে আম্পায়ার নো বলের সংকেত দেন। ফ্রি হিটে আবারও ছক্কা হাঁকান ভিসের। পরের বলটি হয় ডট, সেটাও অবশ্য ভাগ্যের ছোঁয়ায়। তার শট সোজা গিয়ে ননস্ট্রাইকএন্ডের স্টাম্পে লাগে। এরপর টানা দুটি বল নো দেন নিপিকো। যার

শেষটিতে লং লেগের ওপর দিয়ে ছক্কা মারেন ভিসের। ওভারের শেষ বলটিতেও হয় ছক্কা। এভাবেই উঠেছে ৩৯ রান।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এর আগে ১ ওভারে ৩৬ রানই ছিল সর্বোচ্চ রান তোলার রেকর্ড। সেটিও হয়েছে পাঁচবার। এর মধ্যে তিনবার ছয়টি ছক্কায়, বাকি দুবারের একবার দুই ব্যাটার এবং আরেকবার এক ব্যাটারের কৃতিত্বে।

দেশের ফুটবলে সংস্কারের মাধ্যমে স্বস্তি আসুক

ইকরামউজ্জমান

ফুটবল চত্বরে বিভিন্ন কারণে অনেক দিন থেকে অস্থিরতার পাশাপাশি এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। যৌক্তিক এবং অযৌক্তিক অনেক ইস্যু নিয়ে একজন মেতেছিলেন। এতে করে লাভ ক্ষতি কি হয়েছে তা নির্ণয় করা হয়নি বলে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে ফুটবলে স্বার্থের লড়াই যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ-দেশের ফুটবলে বর্তমান ভবিষ্যৎ তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফুটবলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক সমালোচনা তর্ক-বিতর্ক, বিরোধিতা যত বেশি গুরুত্ব পায় প্রতিষ্ঠান নিয়ে তেমন মাথা ব্যথা নেই। ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান অনেক বড়, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি ফুটবলে ৫৩ বছর ধরে অবহেলিত।

ফুটবল চত্বরে অনেক প্রাক্তন খেলোয়াড় আছেন, আছেন প্রবীণ এবং নবীন সংগঠক। এই ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হলো সংশ্লিষ্টরা যে কোনো বিষয়ের গভীরতার মধ্যে না ঢুকে, বুঝে না বুঝে খুব তাড়াতাড়ি উপসংহারে পৌঁছে যান। এতে করে ভুল বোঝাবুঝি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে সাদা কালো হয়ে যায়–আবার কালো সাদা হয়।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর লক্ষণীয় হচ্ছে ফুটবল চত্বরে আন্দোলন, মানববন্ধন এবং বিক্ষোভের মধ্যে অন্য ছবি। একদল সক্রীয় আবার আরেক দল পরিস্থিতি লক্ষ্য করছেন। কেউ কেউ ভাবছেন এখনি মওকা। আসলে বিষয়টা কিন্তু সহজ ভাবা উচিত নয়।

ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচন ২৬ অক্টোবর আগেই জানানো হয়েছে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের বিষয় এবং প্রার্থীতার বিষয়টি কি হতে যাচ্ছে। তা এখনো পরিষ্কার নয়। ফিফার গাইড লাইনে চলে ফুটবল ফেডারেশন। এখানে হঠকারিতার কোনো সুযোগ নেই। সরকারি হস্তক্ষেপ ফুটবল ফেডারেশনকে বিপদে ফেলে–এই অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার।

যে কোনো খেলার ফেডারেশনে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা এক রকম আর ভালো খেলোয়াড় বা 'ট্যাকনিকাল পারসন' হিসেবে সুন্দর সুন্দর কথা বলে মিডিয়ার আলোতে বিচরণ এবং নিজকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কিন্তু এক নয়। আসন্ন ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনের আগে সংশ্লিষ্ট মহলকে বুঝতে হবে ফুটবল বড় ধরনের সংকটের জালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। পেশাদারিত্বের দোহাই দিয়ে চলছে 'না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থায়। পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন ফুটবল ফেডারেশন প্রয়োজন বিতর্কের উর্ধ্বে ক্লিন ইমেজের পেশাদারি মানসিকতাসম্পন্ন একদল সংগঠক যারা জবাবদিহি, আইনের শাসন এবং সুশাসনে বিশ্বাসী। যারা শৃঙ্খলা ও নীতি এবং আদর্শের প্রশ্নে আপোসহীন। নির্বাচনে অংশ নেবার আগে প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত 'রোড ম্যাপ' প্রধান ভবিষ্যতে কি করতে চান–সেই অঙ্গীকার। এখন পর্যন্ত জানি না আসন্ন ফেডারেশনের নির্বাচন দলীয় প্যানেলে না ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়া হবে। প্রত্যাশা একটাই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সচ্ছতার সঙ্গে। মুখে মুখে শুধু নয়, বাস্তবে ফুটবল ফেডারেশনে পরিবর্তন আসুক। শুধু ঢাকা নয়–মাঠে মাঠে ফুটবল দেখার সেই অধিকার আবার ফিরে পাক ফুটবল রসিক মানুষ।

ক্রীড়াঙ্গনে আমরা সব সময় শুনি ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ গত ১৭/১৮ বছরে ফিফার দুর্নীতি তদন্ত ছাড়া আর কি কোনো খেলার ফেডারেশনে দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত হয়ে একজনও ক্রীড়া সংগঠককে অভিযুক্ত হয়ে ক্রীড়াঙ্গন ছাড়তে হয়েছে। প্রমাণহীন ঢালাও অভিযোগ মাঠ গরমের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়।

সুশাসনের বড় অভাব। ব্যক্তি এবং সমষ্টির স্বার্থের উর্ধ্বে উঠা সম্ভব হচ্ছে না বিভিন্ন কারণে। রেষারেষি স্ববিরোধিতা, একজন আরেকজনের পেছনে লেগে থাকা ফুটবলকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে।

বাংলাদেশে ফিফা স্বীকৃত আধুনিক অ্যারিনায় নাকি সাউথ এশিয়ার নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে চায় না অংশগ্রহণকারী দলগুলো! কেনো? সাফ ফুটবলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দু'জনেই তো বাংলাদেশি। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং অপছন্দের পালায় জাতীয় স্বার্থকে তোলা উচিত নয়। বাংলাদেশ নারী জাতীয় ফুটবল দল গত আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। হোম অ্যাডভানটেজ কে না চায়!

ফুটবল ফেডারেশনে সংস্কার এবং পরিবর্তনের কথা সব সময় বলা হয়, বলা হয় আসল কাজগুলো করতে হবে। আসল কাজ তো একজন করতে পারবেন না। সবাই মিলে করতে হবে। রাজনৈতিক পরিবর্তন হলেই সুবিধাবাদ জিনিসটা ভালোভাবে সামনে আসে। এবারও এসেছে। ক্রীড়াঙ্গনে আদর্শহীনতার অভিযোগ আছে। কেউ কেউ নিজকে পাল্টে ফেলে নতুনদের অনুসারী হয়ে গেছেন। ব্যক্তি পুজা, কল্পিত ভাবমূর্তির পুজা কল্যাণকর নয়। ফুটবল ফেডারেশনে যেটি সমস্যা সেটি হলো ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ। কিন্তু ইতিহাসের গতি নির্ধারণে মানুষের ভূমিকাই তো প্রধান।

পরিবর্তন সবাই চান বলেন আবার পরিবর্তনের বিরোধিতা করতেও দ্বিধা নেই। স্বার্থে সামান্যতম আঘাত আসলেই সব শেষ। গত ফুটবল মওসুমে পেশাদার লিগ কমিটি সংস্কার এবং পরিবর্তনের স্বপক্ষে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে লিগ এবং অন্যান্য কম্পিটিশনগুলোর ক্ষেত্রে প্রতিটি ইভেন্টে সময় মতো শুরু হয়ে শেষ হয়েছে? কমিটির অনেকগুলো উদ্যোগের মধ্যে ছিল প্রতিটি দলের অধিকার নিশ্চিত করা। প্রাক্তন খেলোয়াড়দের প্রতি ম্যাচে স্বীকৃতি, স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতার সঙ্গে খেলা পরিচালনার জন্য রেফারিদের পৃথক স্বীকৃতি। প্রতিটি ভ্যানুতে খেলার আগে মাঠের পরিচর্যার কাজ। এসব বিষয় নিয়ে কথা উঠেছে। শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বিষয়টি কেউ কেউ পছন্দ করেননি। সমস্যা হলো ফুটবলে ক্লাব সংগঠকদের দুই রকম রূপ এবং ভূমিকা আছে। ফেডারেশনে তারা যে রকম–ক্লাবে তার বিপরীত। সেই অধিকার অনেক বছর ধরে খর্ব হয়ে গেছে। ভাবা হচ্ছে ঢাকা এবং দুই-তিনটি জায়গায় ফুটবল গড়ালেই আর সমস্যা নেই। প্রাণের খেলা ফুটবলকে সীমাবদ্ধ গতিতে আটকে রাখা তো মানবাধিকার লঙ্ঘন।

হংকংয়ে এশিয়ান ফুটবল সেমিনার উত্তর প্রশ্নউত্তর পর্বে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল পাঁচ যুগের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তোমরা কেনো এখন পর্যন্ত জাতীয় দলের জন্য এখন পর্যন্ত একজন প্রফেশনাল ম্যানেজার নিয়োগ দিতে পারোনি? ফুটবল ফেডারেশনের পেইড জেনারেল সেক্রেটারীর পর কেনো তোমাদের ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল পদটি নেই–যিনি সেক্রেটারি জেনারেলের অনুপস্থিতিতে সহজেই সব দায়িত্ব পালন করতে পারবেন? তোমাদের ফুটবলের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম কয়েক বছর ধরে সংস্কার সাধনের কাজ চলছে–এই স্টেডিয়াম কবে ফুটবলের জন্য উন্মুক্ত হবে?

উত্তরে যা বলেছি ওগুলো যে মনোপুত হয়নি কক্ষে উপস্থিত সবার মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

ভারতের বিন্দ্রা, নিরজ, পাকিস্তানের নাদিম, আমাদের কে?

● ওমর ফারুক রুবেল ●

দ্য গ্রেটেস্ট শোন অন আর্থ খ্যাত অলিম্পিক গেমস। বৈশ্বিক এ আসরে অন্যরা যখন পদকের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন, সেখানে আমাদের আমাদের ক্রীড়াবিদদের লক্ষ্য থাকে কেবল অংশ নেওয়া। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের শুটার অভিনব বিন্দ্রা ও জ্যাভলিন থ্রোয়ার নিরজ চোপড়া অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জিতে যাচ্ছেন। প্যারিস অলিম্পিক গেমসে চমক দেখিয়ে পাকিস্তানের হয়ে ইতিহাস গড়ে স্বর্ণপদক জিতেছেন আশরাফ নাদিম। আমাদের কে হবেন অলিম্পিক গেমসে ইতিহাস গড়ার কারিগর। যেখানে অলিম্পিক গেমসে একটি ব্রোঞ্জপদকের জন্য হাপিত্যেশ করতে দেখা যায় লাল সবুজের অ্যাথলেটদের, সেখানে স্বর্ণপদক তো দূর অস্ত।

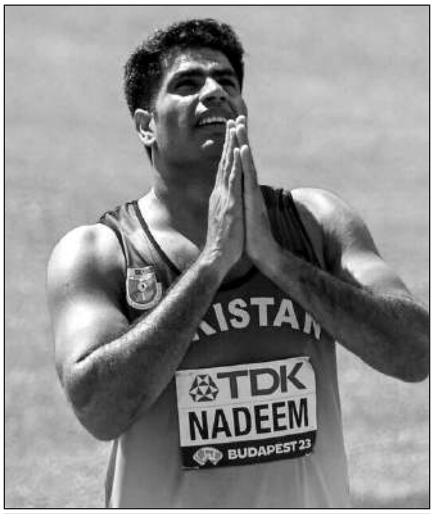

আরশাদ নাদিম (পাকিস্তান)

তারপরও নিদেনপক্ষে একটি পদক জিততে পারলে অন্তত অলিম্পিক গেমসের পদকতালিকায় থাকা দেশগুলোর পাশে লাল-সবুজের দেশের নাম থাকত। কে হবেন সেই কাণ্ডারি? যদিও তা অজানা।

অলিম্পিক গেমসে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অর্জন

ভারতের অর্জন ১০ স্বর্ণ, ১০ রৌপ্য ও ২১ ব্রোঞ্জ

১৮৯৬ সালে শুরু হয়েছিল আধুনিক অলিম্পিক গেমস। তার পরের আসর থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বড় এই ক্রীড়া আসরে অংশ নিয়ে আসছে ভারত। ১৯০০ সালে প্যারিস অলিম্পিক দিয়েই তাদের যাত্রা শুরু। এরপর গত ৩০টি অলিম্পিক আসরে অংশ নিয়ে ইতোমধ্যে ১০টি স্বর্ণ, ১০টি রৌপ্য এবং ২১টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছেন ভারতের ক্রীড়াবিদরা। এশিয়া তো বটেই একসময় বিশ্ব পরিমণ্ডলে হকির রাজা ছিল ভারত। হকিতে বিশ্ব শাসন করত তারা। ১৯২৮ আর্মস্টারডাম অলিম্পিক গেমসে ফিল্ড হকিতে স্বর্ণজয় শুরু ভারতের। পরে টানা ৬টি অলিম্পিক গেমসে (১৯২৮ আমস্টারডাম, ১৯৩২ লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৯৩৬ বার্লিন, ১৯৪৮ লন্ডন, ১৯৫২ হেলসিংকি ও ১৯৫৬ মেলবোর্ন) হকি থেকে সেই স্বর্ণ জিতে নেয় ভারত। এক আসর বাদে ১৯৬৪ টোকিও অলিম্পিকে হকি থেকেই ফের স্বর্ণের দেখা পায় ভারত। ১৯৮০ মস্কো অলিম্পিকেও স্বর্ণপদক দেয় তেরঙ্গাদের হকি। ওই শেষ। হকি থেকে আর সোনার হাসি পায়নি ভারত। তত দিনে হকির রাজত্ব চলে গেছে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার কাছে। তারাই এখন বিশ্ব শাসন করছে হকিতে। তাই হকির রাজত্ব হারিয়ে এবার ভারত একক ইভেন্টে পদক জয়ের বিষয়ে মনোনিবেশ করে। যার ফল তারা পেয়ে যায় ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে প্রথমবার ইতিহাস গড়ে একক ইভেন্টে ভারতকে স্বর্ণপদক এনে দেন শুটার অভিনব বিন্দ্রা। তার ১৬ বছর পর ফের একক ইভেন্টে স্বর্ণপদকের দেখা পায় ভারত জ্যাভলিন থ্রোয়ে। অলিম্পিক গেমস থেকে নিরজ চোপড়া দেশকে দশম স্বর্ণপদক এনে দেন।

পাকিস্তানের অর্জন ৪ স্বর্ণ, ৩ রৌপ্য ও ৪ ব্রোঞ্জ

জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের পরেই দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থান চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের। অলিম্পিক গেমসে পদক জয়ে ভারতের মতো অতটা ভালো পরিসংখ্যান নেই তাদের। তারপরও তারা জিতেছে চারটি স্বর্ণপদক, তিনটি রৌপ্য ও চারটি ব্রোঞ্জ। ১৯৪৮ সালের লন্ডন অলিম্পিক গেমস থেকেই অংশ নিয়ে আসছে পাকিস্তান। দুই আসর পরেই ১৯৫৬ মেলবোর্ন অলিম্পিকে প্রথমবার পদক জিততে শুরু করে তারা। তাও স্বর্ণপদক। সেবার ফিল্ড হকি থেকে এই পদকটি আসে তাদের। আরেকটি আসর পর আবার স্বর্ণপদকের দেখা পায় পাকিস্তান। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো সিটি অলিম্পিকে। ১৯৮৪ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে সেই ফিল্ড হকি থেকেই তৃতীয় স্বর্ণপদকের দেখা পায় পাকিস্তান। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও স্বর্ণপদকের দেখা মিলছিল না। রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছিল তাদের। সেই খরা প্যারিস অলিম্পিকে কাটিয়ে দিলেন আরশাদ নাদিম। ভারতের চ্যাম্পিয়ন জ্যাভলিন থ্রোয়ার নিরজ চোপড়াকে পেছনে ফেলে ৪০ বছরের খরা কাটিয়ে পাকিস্তানকে চতুর্থ স্বর্ণপদকের দেখা মেলান। সেই সঙ্গে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবার কোনো একক ইভেন্টে স্বর্ণপদক জেতেন আরশাদ। প্যারিস অলিম্পিক গেমসে তার এক স্বর্ণের ভারতকে পেছনে ফেলে দেয় পাকিস্তান। একটিমাত্র স্বর্ণপদক জিতে তালিকার ৬২ নম্বরে উঠে আসে পাকিস্তান। আর একটি রৌপ্য ও পাঁচটি ব্রোঞ্জ জেতা ভারতের অবস্থান গিয়ে দাঁড়ায় ৭১ নম্বরে।

শ্রীলঙ্কার ২ রৌপ্য

১৯৪৮ লন্ডন অলিম্পিক থেকেই গেমসে অংশ নিয়ে আসছে শ্রীলঙ্কা। তখন সিলন নামেই তারা অংশ নিত। প্রথম আসরেই অ্যাথলেটিকস থেকে রৌপ্যপদক এনে চমকে দেন মেজর দেশমন্য ডানকান হোয়াইট। পুরুষদের ৪০০ মিটার হার্ডলসে এই পদক জেতেন তিনি। এরপরের ছয়টি আসরেও সিলন নামে দেশটি অংশ নেয়। কিন্তু দ্বিতীয় পদকের দেখা মেলেনি। ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিক গেমসে প্রথমবার শ্রীলঙ্কা নামে অংশ নেয় দেশটি। তবে অলিম্পিক গেমসের মতো আসরে দ্বিতীয় পদকের দেখা পেতে তাদের অপেক্ষা করতে হয় ৫২ বছর। ২০০০ সিডনি অলিম্পিকে মেয়েদের ২০০ মিটার স্প্রিন্টে শ্রীলঙ্কার হয়ে দ্বিতীয় রৌপ্যপদকটি জেতেন সুসান্তিকা জয়াসিংহে। ব্যাস, ওই পর্যন্তই।

মালদ্বীপ, ভুটান ও নেপাল শূন্য

১৯৮৮ সালে সিউল অলিম্পিক গেমস থেকে অংশ নিচ্ছে মালদ্বীপ। গত ১০টি আসরে খেললেও তারা পদকের দেখা পায়নি। ১৯৮৪ লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে অংশ নিয়ে আসছে পাহাড়ি দেশ ভুটান। প্রত্যেকবার দল পাঠালেও পদক জেতেনি তারাও। ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিক গেমসে প্রথম অংশ নেয় নেপাল। এক আসর বাদে ফের ১৯৭২ মিউনিখ অলিম্পিক গেমস থেকে ফি বার অংশ নিয়ে আসছে হিমালয় কন্যার দেশটি। কিন্তু তারাও দেখেনি অলিম্পিক গেমস পদক।

হতাশার অলিম্পিক বাংলাদেশের

কুবার্তিনের মূলমন্ত্র- 'জয়লাভ নয়, অংশগ্রহণই বড় কথা',- এই বাণীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিবারই অলিম্পিক গেমসে অংশ নিয়ে আসছে বাংলাদেশ। সেই ১৯৮৪ সাল থেকে শুরু। সেবার লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে কেবল একজন ক্রীড়াবিদ সাইদুর রহমান ডনকে পাঠালেও পরবর্তী আসরগুলোয় একাধিক ক্রীড়াবিদ পাঠানো হয়। কিন্তু কোনোবারই পদক দূরে থাক, ভালো কিছু করতে পারেননি লাল-সবুজের ক্রীড়াবিদরা। প্রতিবারই হতাশা নিয়ে দেশে ফিরে আসতে হয় তাদের।

অলিম্পিকের মতো মহাআসরে ভারত আগে থেকেই দলগত ইভেন্টে স্বর্ণ জিতে আসছে। পাকিস্তানও তাই। একক ইভেন্টে ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে পদক জিততে শুরু করেছে ভারত। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে এসে একক ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস গড়ল পাকিস্তানও। স্বর্ণ না হোক অন্তত দেশের জন্য একটি পদক জেতার অদম্য মানসিকতার কোনো ক্রীড়াবিদ কি নেই আমাদের। কবে জন্মাবেন অলিম্পিক গেমসে পদক জয়ের মহাজাগতিক সুধা পান করানো সেই ক্রীড়াবিদ?

চ্যাম্পিয়ন কিংসই গড়েছে সেরা দল

● রফিকুল ইসলাম ●

২০১৮-১৯ মৌসুমে শীর্ষ লিগে নাম লেখানোর পর থেকেই সেরা দল গড়ে আসছে বসুন্ধরা কিংস। দুই ঐতিহ্যবাহী আবাহনী ও মোহামেডানকে টপকিয়ে শক্তিশালী দল তৈরি করে মুঠ ভরে সাফল্যও কুড়িয়ে নিয়েছে ক্লাবটি। সর্বশেষ ৬ আসরের মধ্যে একবার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ মাঝপথে বাতিল হয়েছে করোনা মহামারির জন্য। বাকি ৫ বারই শিরোপা ঘরে তুলেছে ফুটবলের নতুন এই পরাশক্তি। প্রিমিয়ার লিগের শুরু থেকে দাপট দেখিয়ে আসছিল আবাহনী। সর্বাধিক ৬ বার চ্যাম্পিয়ন আকাশি-নীলরা। কিংসের আগনের পর আবাহনী আর ট্রফিই জিতলে পারেনি।

আবাহনী সর্বাধিক ৬ বার লিগ জিতলেও টানা পাঁচবার ট্রফি ঘরে নিয়ে অনন্য রেকর্ড গড়েছে বসুন্ধরা কিংস। গেলো মৌসুমে তো তারা ট্রেবলও জিতেছে। টানা ৬ শিরোপায় চোখ রেখেই ২০২৪-২৫ মৌসুমে দল গঠন করেছে কিংস। কাগজ-কলমে এবারও সেরা তারা। স্থানীয় তারকাদের পাশাপাশি পরীক্ষিত বিদেশি, অন্য যে কোনো ক্লাবের চেয়ে তারাই শক্তিশালী দল।

গত ৫ আগস্ট দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরবর্তী পরিস্থিতিতে দুটি দল শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রও প্রিমিয়ার লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। দুর্বৃত্তের হামলার শিকার হয়েছে আবাহনী, শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও ফার্টিস এফসি। বসুন্ধরা গ্রুপ শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র থেকে পৃষ্ঠপোষকতা তুলে নিলে দল দুটি নাম প্রত্যাহার করে নেয়। আবাহনী খেলবে না, এমন আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা দল গড়েছে। তাও বিদেশি ছাড়া। এমন কি বিদেশি কোচের সঙ্গে চুক্তি করেও তা বাতিল করেছে ক্লাবটি। বিদেশি কোচ ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে চুক্তি বাতিলের কারণ হিসেবে আবাহনী আর্থিক সংকটেরই কথা উল্লেখ করেছে।

গত প্রিমিয়ার লিগ, ফেডারেশন কাপ ও স্বাধীনতা কাপে বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে টক্কর হয়েছে মোহামেডানের। তবে কাগজ-কলমে দ্বিতীয় শক্তির দল ছিল আবাহনী। তারপরও আকাশি-নীলদের মৌসুম শেষ করতে হয়েছে শূন্য হাতে। টানা ৫ মৌসুম ব্যর্থ হওয়ার পর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধারে নতুন মৌসুমের জন্য আগেভাগেই কোমরবেঁধে নেমেছিল আবাহনী। সবার আগে সিংহভাগ স্থানীয় ফুটবলার নিবন্ধনও করেছিল তারা। মোহামেডানের ঘর ভাঙার কারণেই তারা নিবন্ধন করতে বিলম্ব করেনি। বাকি নিবন্ধনগুলো তারা রেখেছিল শেষের জন্য। ২২ আগস্ট দলবদলের শেষ দিনে শেষ মুহূর্তে খেলোয়াড় নিবন্ধন সম্পন্ন করে আবাহনী।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের বাতাস লাগেনি বসুন্ধরা কিংসে। আনুষ্ঠানিকভাবে খেলোয়াড় নিবন্ধন শেষ দিনে করলেও তাদের দল ঠিকঠাক হয়েছিল আগেই। তাই নিজেদের পরিকল্পনামতোই দল তৈরি করতে পেরেছে চ্যাম্পিয়নরা। কিংসের সঙ্গে যারা টক্কর দেওয়ার পরিকল্পনায় ছিল সেই আবাহনী শক্তি হারানোয় লিগ একপেশে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। হয়তো হেসেখেলেই এবার কিংস তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে পারবে।

গত মৌসুমে লিগ হয়েছিল ১০ ক্লাব নিয়ে। নেমে গিয়েছিল ব্রাদার্স ইউনিয়ন। এবার চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে প্রিমিয়ারে উঠেছে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব। ব্রাদার্স বাফুফেতে আবেদন করে প্রিমিয়ার লিগে থেকে গেলে এই মৌসুমে ক্লাব হওয়ার কথা ছিল ১২টি। শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র নাম প্রত্যাহার করলে এবারও দল সংখ্যা ১০। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব প্রথমবারের মতো পেশাদার ফুটবলের শীর্ষ স্তর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে খেলবে।

এক নজরে ২০২৪-২৫ মৌসুমে দলগুলো

বসুন্ধরা কিংস

গোলরক্ষক : আনিসুর রহমান জিকো, শাহিন মোল্লা, মেহেদী হাসান শ্রাবণ, মেহেদী হাসান, মোহাম্মদ আসিফ।

রক্ষণভাগ : ইসাইয়াহ এজেহ (নাইজেরিয়া), তপু বর্মন, টুটুল হোসেন বাদশা, বিশ্বনাথ ঘোষ, সাদ উদ্দিন, সুইবুর রহমান মিজান, ইউছুপ আলী, তারিক রায়হান কাজী, ইনসান হোসেন, রিয়াজ মোল্লা।

মধ্যমাঠ : সোহেল রানা, মিগুয়েল ফেরেইরা দামাসেনো (ব্রাজিল), চন্দন রায়, সোহেল রানা-২, জাহিদ হোসেন, মহসিন আহমেদ, শেখ মোরসালিন, সাব্বির হোসেন, আকমল হোসেন নয়ন, মাহমুদুল হাসান, জোনাথন ফার্নান্দেজ (ব্রাজিল)।

ফরোয়ার্ড : রাকিব হোসেন, জারেদ খাসা (ফ্রান্স), রবসন রবিনহো (ব্রাজিল), ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, রাব্বি হোসেন রাহুল, রফিকুল ইসলাম, মজিবর রহমান জনি, রিমন হোসেন।

মোহামেডান

গোলরক্ষক : সুজন হোসেন, শাকিব আল হাসান, আলমগীর হোসেন, ইসমাইল হোসেন মাহিন, মো. মোস্তাক ও ইব্রাহিম হোসেন।

রক্ষণভাগ : সজল ইসলাম কলিন, মৌনজির কউলিয়াদিতি (বুরকিনা ফাসো), মেহেদী হাসান, এমানুয়েল টনি (নাইজেরিয়া), শান্ত, অপু আহমেদ, আজিজুল হক অনন্ত, জয়নুল আবেদিন দিপু, হাফিজুর রহমান বাবু, শাকিল আহাদ তপু, মাহাবুব, রাজিব হোসেন ও

রিয়াদুল হাসান রাফি।
মধ্যমাঠ : মিনহাজ আবেদীন বাল্লু, সানোয়ার লাল, আরিফ হোসেন, জুয়েল রানা, শেখ রানা, জুয়েল মিয়া, মুজাফফর (উজবেকিস্তান), ইমতিয়াজ রায়হান, মইনুল ইসলাম মঈন, ওমর বাবু, আশরাফুল হক আসিফ, রকিবুল ইসলাম ও রাজু আহমেদ।
আক্রমণভাগ : সোলেমান দিয়াবাতে (মালি), সৌরভ দেওয়ান, আর্নেস্ট বোয়েটিং (ঘানা), এমানুয়েল সানডে (নাইজেরিয়া) ও রহিম উদ্দিন।

আবাহনী লিমিটেড
গোলরক্ষক : মাহফুজ হাসান প্রিতম, মিতুল মারমা, শামিম হোসেন, আরিফুজ্জামান হিমেল।
রক্ষণভাগ : ইয়াসিন আরাফাত, আসাদুজ্জামান বাবলু, শাকির আহমেদ, শাহিন আহমেদ, হাসান মুরাদ, ইয়াসিন খান, শাকিল হোসেন, কামরুল ইসলাম, সবুজ হোসেন।
মধ্যমাঠ : মাহদি ইউসুফ খান, রবিউল হাসান, পাপন সিং, মোহাম্মদ হৃদয়, ফাইজুল্লাহ, আরাফাত হোসেন তাসিন, আসাদুল মোল্লা, তন্ময় দাস।
আক্রমণভাগ : শাহরিয়ার ইমন, জাফর ইকবাল, ফয়সাল আকাশ, সারোয়ার জামান নিপু, এনামুল গাজী, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মেরাজ প্রধান, সুমন রেজা, মিরাজুল ইসলাম, আল আমিন হোসেন আনাফ, আমিনুর রহমান সজীব।

বাংলাদেশ পুলিশ এফসি
গোলরক্ষক : রাকিবুল হাসান, সাব্বির হাসান, নাঈম মিয়া, দিনাজ হোসেন জাবেদ, শাহানুর রহমান।
রক্ষণভাগ : ইসমাইল হোসেন, সাগর মিয়া, মো. তারেক, মরেনো গাউতো আলেক্সান্ডার (প্যারাগুয়ে), ইসা ফয়সাল, রবিউল ইসলাম, বায়েজিদ মোস্তফা, আকিবুর রহমান, আসাদুল ইসলাম সাকিব, জয়ন্ত কুমার রায়।
মধ্যমাঠ : আবু সাঈদ, হেমন্ত ভিনসেন্ট বিশ্বাস, মানিক মোল্লা, শামিম আহমেদ, জায়েদ আহমেদ, সৈয়দ কাজেম কিরমানি, মোহাম্মদ ছোটন।
আক্রমণভাগ : এম এস বাবলু, অনিক হোসেন, নেলসন তবিয়াস (প্যারাগুয়ে), মান্নাফ রাব্বী, আরিফুর রহমান, জায়েদুল আলম, দিপক রায়, এসানুর রহমান, আল আমিন, দ্বীন ইসলাম, আরিফুর রহমান রাজু, মোরশেদুল ইসলাম।

ফর্টিস এফসি
গোলরক্ষক : আজাদ হোসেন, শান্ত কুমার রায়, সারোয়ার জাহান, আতিক হাসান সৌরভ।
রক্ষণভাগ : আবদুল্লাহ ওমর, সাদ্দাম হোসেন অ্যানি, মো. রকি, জাসুর জুমায়েভ (উজবেকিস্তান), নয়ন মিয়া, মনজুরুর রহমান মানিক, ইসা জালাও (গাম্বিয়া), রাশেদুল ইসলাম, কামাচাই মারমা, শাহজাহান আলী, শাকিল আহমেদ ও মমিনুর ফকির।
মধ্যমাঠ : মামুনুল ইসলাম, ফরহাদ মনা, আতিকুর রহমান ফাহাদ, সাজেদ হোসেন নিঝুম, মাজহারুল ইসলাম সৌরভ, রিয়াজ উদ্দিন সাগর, দিদারুল আলম, শান্ত দাস, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ও বিপলু আহমেদ।
আক্রমণভাগ : বোরহান উদ্দিন, ওমর সার (গাম্বিয়া), পা ওমর বাবু (গাম্বিয়া), সাখাওয়াত রনি, ভ্যালেরি গ্রাইসাইন (ইউক্রেন), পিয়াস আহমেদ নোভা ও রহমত জিসান উল্লাহ।

চট্টগ্রাম আবাহনী
গোলরক্ষক : নাঈম, রাসেল মাহমুদ লিটন, আরমান, শিহাবুর রহমান।
রক্ষণভাগ : শওকত আলী, আতিকুজ্জামান, নুরুল নাইম ফয়সাল, ইমরান হাসান রিমন, ডেমন্ড, শাকিল আহমেদ, সাগর, আনোয়ারুল আজিম, মনি, আশিক, আলমগীর, শাজন, সেলিম।
মধ্যমাঠ : ফয়সাল, ফজলে রাব্বি, শোহান, ফাহিম মোর্শেদ, গালিব, রুবেল, স্বাধীন, মোস্তাজিব, ইমতিয়াজ জিতু, সাইফুল ইসলাম তুহিন।
ফরোয়ার্ড : রোমান, গোলাম রাব্বী, অনিক ঘোষ, শামিম রেজা, শুভ রাজ, নুরুল আবসার, তৌহিদুল আলম সবুজ, মহিউদ্দিন মাহি।

রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি
গোলরক্ষক : মামুন আলিফ, শিমুল কুমার দাস, আহসান হাবিব বিপু, শহিদুল আলম সোহেল।
রক্ষণভাগ : রাজন হাওলাদার, রিয়াজুল ইসলাম সাগর, তানভির হোসেন, আরিফুল ইসলাম, মাসুদ রানা মৃধা, মাহমুদুল হাসান কিরণ, তাজউদ্দিন, আলফাজ মিয়া, রায়হান হাসান, ইসখারুল আলম শাকিল, ইসকান্দার সিদ্দিক জনভ (উজবেকিস্তান)।
মধ্যমাঠ : আরাফাত হোসেন, মো. সাঈদ, মো. মুন্না, আক্কাস আলী, মোস্তাফা আবদেল খালেক (মিশর), মামন্ড ওশিয়ে (ঘানা), মো. আরাবি।
আক্রমণভাগ : আশরাফুল ইসলাম, মো. নাহিয়ান, সামিন ইয়াসার জুয়েল, ফাহিম নূর তোহা, নিহাদ জামান উচ্ছ্বাস, মেরাজ হোসেন অপি, মেহেদী হাসান রয়েল, স্যামুয়েল বোয়েটিং (ঘানা), ফেলিক্স তিতে (ঘানা), নাবিব নেওয়াজ জীবন।

ব্রাদার্স ইউনিয়ন
গোলরক্ষক : আশরাফুল ইসলাম রানা, পাপ্পু হোসেন, ইশাক আকন্দ, কামাল হোসেন।
রক্ষণভাগ : রহমত মিয়া, রুস্তম ইসলাম দুখু মিয়া, মনির আলম, সুশান্ত ত্রিপুরা, রাকিব খান ইভান, মিনহাজ উদ্দিন, জোসেফ নূর রহমান, খলিল ভূঁইয়া, মোজাম্মেল হোসেনে নিরা, সুমন সরেন, নাবিল খন্দকার, মোহামেদ দিয়ারা (সেনেগাল)।
মধ্যমাঠ : কাওসার আলী রাব্বী, ইমন মাহমুদ বাবু, নাজিম উদ্দিন, জাকারিয়া ডারবয়ে (গাম্বিয়া), চেক সেনে (সেনেগাল), সিরাজুল ইসলাম রানা, আলমগীর মোল্লা, সোহেল রানা, মোনায়েম খান রাজু, কৌশিক বড়ুয়া।
আক্রমণভাগ : সাজ্জাদ হোসেন, ইয়ামিন রানা, ওয়ালিদ খান, মাহবুবুর রহমান সুফিল, আরিয়ান হোসেন, তরিকুল ইসলাম, এলিটা কিংসলে, হিরোমিতসু শিমো (জাপান), ম্যাডি সিসে (গাম্বিয়া), মুস্তাফা দ্রামেহ (গাম্বিয়া)।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব
গোলরক্ষক : হামিদুর রহমান রিমন, মো. সেলিম, ওয়াহিদুল ইসলাম রাহুল, মো. সুলতান, মো. সেলিম-২।
রক্ষণভাগ : ইমন খান, মো. ইমন, কাজী রাহাদ মিয়া, মনির হোসেন, আবিদ আহমেদ, আমির হাকিম বাপ্পী, খালেকুর জামান, আহমেদ পারভেজ, শাহরিয়ার হোসেন রিমন, রাশেদ বিপ্লব, ইমরান খান।
মধ্যমাঠ : নাজমুল ইসলাম রাসেল, মাহাদুদ ফাহিম, শাকিল আলী, সাইফুল ইসলাম, মিরাজ মোল্লা, আবু সুফিয়ান সিফাত, মো. মিঠু, আল আমিন, মো. শাওন, শহিদুল ইসলাম সুমন, সাদিক আহমেদ, শাকিব বিশ্বাস, শাহেদ মিয়া, আশরাফুল ইসলাম।
আক্রমণভাগ : জুবায়ের আহমেদ, সাফিন আহমেদ, সুলায়মান সিলা (গাম্বিয়া), সাকিব বেপারী বাবু, সাইফ সামসুদ, সোহাগ মিয়া, মুরাদ হোসেন, মাহিদ শেখ, হেফাজউদ্দিন হাসান, ইফতেসাম রহমান জিদান।

ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব
গোলরক্ষক : তৈয়ব সিদ্দিক, বাপ্পী হাসান, সাজু আহমেদ, রুবেল মিয়া।
রক্ষণভাগ : মোশারফ হোসেন শান্তা, ঝিন্টু, সলিবেক কারিমভ (উজবেকিস্তান), রফিকুল ইসলাম, ওদুদোয়া সেগুন তপে (নাইজেরিয়া), সাব্বির হোসেন, ইয়াসিন মিয়া, অমিত হাসান, রাকিব রহমান, তিয়াস দাস, মো. ইমন, রাসেল হোসেন।
মধ্যমাঠ : সাগর হোসেন, সুমন ইসলাম, সামর জয়, এভগেনিয়া কচনেভ (উজবেকিস্তান), সারদর জাকমনভ (উজবেকিস্তান), শিবলাল টুডু, শান্ত টুডু, আরিফুল হক সীমান্ত, শিহাব মিয়া, জাহিদ হোসেন।
আক্রমণভাগ : আকোবির তুরায়েভ (উজবেকিস্তান), মেহেদী হাসান হৃদয়, সৈয়দ হোসেন সায়েম, অনিক হোসেন সিয়াম, মেহেদী হাসান পলাশ, ইরফান হোসেন, রাফায়েল টুডু, ডালিম বর্মন, শাকিব ব্যাপারী।

● মো. সামীম সরদার ●

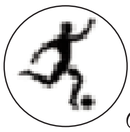

এক যুগ ধরে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে খেলে আসছেন ডেনমার্কপ্রবাসী জামাল ভূঁইয়া। ডেনমার্কের আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা এই মিডফিল্ডার জাতীয় দলের অধিনায়কত্বও করছেন অনেক দিন ধরে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ছাড়াও তিনি খেলেছেন কলকাতা লিগে মোহামেডানের জার্সিতে। বাংলাদেশের প্রথম ফুটবলার হিসেবে খেলেছেন আর্জেন্টিনার ঘরোয়া ফুটবলে। সোল দা মায়োতে খেলা জামাল গত মৌসুমের মধ্যবর্তী দলবদলে নাম লিখিয়েছিলেন আবাহনীতে। এবার কোনো ক্লাবই নেয়নি জামাল ভূঁইয়াকে। একটি দেশের অধিনায়ক ক্লাব পান না এটা ফুটবল-বিশ্বে বিরল। হতে পারে জামাল ভূঁইয়াই প্রথম।

জামাল ভূঁইয়ার দল না পাওয়াই প্রমাণ করে এই মৌসুমে ঘরোয়া ফুটবলের করুণ চিত্র। ১২ দল নিয়ে শুরু হওয়ার কথা ছিল এবারের আসর। সাবেক দুই চ্যাম্পিয়ন শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র নাম প্রত্যাহার করে নিলে মাথায় হাত উঠে ফুটবলারদের। প্রায় ৭০ জন ফুটবলার হন্যে হয়ে দল খুঁজতে শুরু করেন। বাফুফে খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশনের কোটা একটু বাড়িয়ে দিলেও তাতে সমস্যার সমাধান হয়নি। জামাল ভূঁইয়া, মতিন মিয়া, মাসুক মিয়া জনি ও রেজাসহ প্রায় ৭০ জন ফুটবলারকে এবার থাকতে হবে মাঠের বাইরে। ক্লাবের তুলনায় খেলোয়াড় বেশি হওয়ায় তৈরি হয় সমস্যা। দুই ক্লাবের নাম প্রত্যাহার ও আবাহনী ও চট্টগ্রাম আবাহনীর দল গড়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় ফুটবলারদের চাহিদায় ধস নামে ব্যাপকভাবে। সেই সঙ্গে অভাবনীয়ভাবে কমে যায় তাঁদের পারিশ্রমিক। কয়েক মাস আগে যে খেলোয়াড় ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন ৮০ থেকে ৯৫ লাখ টাকায় সেই খেলোয়াড়কে মাত্র ৫ লাখ টাকায় খেলার প্রস্তাব দেন সুযোগ সন্ধানী ক্লাব কর্মকর্তারা। উপায়ন্ত না দেখে ফুটবলাররা তাতেই রাজি হয়ে যান। কারণ, কম টাকায় হলেও মাঠে থাকা জরুরি একজন ফুটবলারের। যে কারণে দেশের ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে সময় আসে খেলোয়াড়দের। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, দুটি ক্লাবের নাম প্রত্যাহার, দুটি ক্লাবের দল গঠনে অনিশ্চিয়তা মিলিয়ে ব্যাপক দরপতন হয় ফুটবলারদের।

গত ৫ আগস্ট পতন হয় স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকারের। ওই দিন বিকেলেই ভাঙচুর হয় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের সর্বাধিক ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন আবাহনী, তিনবারের চ্যাম্পিয়ন শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এবং নতুন দল ফর্টিস ফুটবল ক্লাবে। তবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আবাহনী ও শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব। আবাহনীর বেশির ভাগ পরিচালক আওয়ামী লীগ নেতা। চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান তো গ্রেফতারই হয়েছেন। পলাতক আছেন অনেকেই। যে কারণে ক্লাবটির দল গঠনই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত আবাহনী দল করলেও অর্থসংকট দেখিয়ে নিবন্ধন করায়নি কোনো বিদেশি। এমন কি বিদেশি কোচের সঙ্গে চুক্তি বাতিলই করে দেয় ক্লাবটি। স্থানীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে করা পূর্বের চুক্তি বাতিল করে নতুন করে দামদর ঠিক করে আবাহনী। তাতে ফুটবলাররা কম পারিশ্রমিকেই খেলতে রাজি হন।

জামাল ভুইয়া

ফুটবলারদের দরপতন

গত মৌসুমের পরই দল গুছিয়ে ফেলেছিল শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র। এই ক্লাব দুটি পরিচালিত হয়ে আসছিল বসুন্ধরা গ্রুপের অর্থায়নে। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ক্লাব দুটির পৃষ্ঠপোষকতা থেকে সরে যায় বসুন্ধরা গ্রুপ। শেখ জামাল ও শেখ রাসেল নামে ক্লাব চালাতে সমস্যা নেই-অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার এমন আশ্বাসের পরও দল দুটির পাশে কেউ এগিয়ে আসেনি। বাধ্য হয়ে তারা ঘরোয়া শীর্ষ ফুটবল থেকে নামই প্রত্যাহার করে নেয়।

১২ দলের পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত ১০টি নিয়ে হবে এবারের ফুটবল মৌসুম। বসুন্ধরা কিংস, মোহামেডান, আবাহনী, পুলিশ ফুটবল ক্লাব, ফর্টিস ফুটবল ক্লাব, চট্টগ্রাম আবাহনী, রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব নিয়ে হবে ২০২৪-২৫ ফুটবল মৌসুম। এই দলগুলোর মধ্যে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব প্রথমাবের মতো উঠেছে শীর্ষ লিগে। ওয়ান্ডারার্স ক্লাব একসময়ে ঘরোয়া ফুটবলে পরাশক্তি থাকলেও দীর্ঘদিন তারা ছিল না বড় আসরে।

এই দুই ক্লাবে যোগ দেবেন বলে যাঁরা চুক্তি করেছিলেন, সেই ফুটবলারদের কয়েকজন অন্যান্য ক্লাবে জায়গা করে নিলেও বেশির ভাগ ফুটবলারদের হতাশ হতে হয়। তাঁদের এখন অপেক্ষা করতে হবে মধ্যবর্তী দলবদলের জন্য। তাতে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা কম। কারণ, হাতে গোনা রদবদল করতে পারে ক্লাবগুলো। তাই এটা বলাই যায়, অর্ধশতাধিক ফুটবলারকে এবার খেলার বাইরেই থাকতে হবে।

খেলতে না পারার হাহাকার হতে পারত আরও একঝাঁক ফুটবলারের, যদি শেষ মুহূর্তে তাঁদের ত্রাতা হয়ে না আসতেন সাবেক ফুটবলার জাহিদ হাসান এমিলি ও সিনিয়র ফুটবলার মামুনুল ইসলাম। ২২ আগস্ট দলবদলের শেষ দিন রাত ১০টা পর্যন্ত অনিশ্চিত ছিল চট্টগ্রাম আবাহনীর দলবদল। তাতে হাহাকার পড়ে যায় একঝাঁক ফুটবলারের মধ্যে। তখনই তাঁদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন এমিলি ও মামুনুল। ক্লাব ব্যবহার করে যাঁরা যুগের পর যুগ ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন, সম্পদের পাহাড় গড়েছেন তাঁরা যখন মুখ ফিরিয়ে নেন, তখন দল গড়ার উদ্যোগ নেন এমিলি-মামুনুল। তড়িঘড়ি করে তাঁরা ৩৬ ফুটবলারকে নিবন্ধন করিয়েছেন চট্টগ্রাম

আবাহনীতে। খেলোয়াড়রাও তাঁদের পারিশ্রমিক, অগ্রিম নিয়ে টুঁ-শব্দ না করে স্বাক্ষর করে দেন ফরমে। তাঁরা বড় করে দেখেন মাঠে নামার সুযোগকে। যে কারণে অনেক ফুটবলারকে পেটেভাতে খেলতে হবে এবার। এমিলি-মামুনুলও জানেন না কীভাবে ক্লাবটি পুরো মৌসুম ক্যাম্প চালিয়ে খেলায় অংশ নেবে। তাঁরা চেয়েছিল ফুটবলাররা দল যেন পান, সেটা করেছেন দ্রুতই। এখন তাঁরা মৌসুম চালানোর জন্য পৃষ্ঠপোষক খুঁজছেন।

দুটি ক্লাবের না খেলা, কয়েকটি ক্লাবের না খেলার নাটক মিলে ফুটবলারদের যে দরপতন হয়, তার সুবিধা নেয় কয়েকটি দল। যে কারণে বড় ও মাঝারি মানের অনেক তারকাকে নাম লেখাতে হয় ছোট কিছু ক্লাবে। দুই আবাহনী বিদেশি নেয়নি। মাত্র একজন বিদেশি নিয়েছে প্রথমবারের মতো প্রিমিয়ার লিগে ওঠা ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব। ছয়জন বিদেশি নিবন্ধনের কোটা থাকলেও কেবল মোহামেডান ও ব্রাদার্স তা পরিপূর্ণ করেছে। ১০ ক্লাবের ৬০ জন বিদেশি নিবন্ধনের সুযোগ থাকলেও হয়েছে মাত্র ৩৫ জন।

দেশের ঘরোয়া ফুটবলে এমন দুর্দিন আগে কখনো আসেনি। নানা সময়ে নানা সমস্যা তৈরি হলেও ফুটবলারদের পারিশ্রমিকে ধস নামার ঘটনার রেশ আরও কয়েক মৌসুম থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন অনেকে। কারণ, ফুটবলারদের পারিশ্রমিক কমিয়ে দেওয়ার কৌশলটা ভালোভাবেই রপ্ত করেছে কিছু ক্লাব। আবাহনীর মতো বিত্তবান ক্লাবের কয়েকজন পরিচালক পলাতক থাকার কারণে তাঁরা খেলোয়াড়দের মূল্য মাটিতে নামিয়ে আনবে, তা মানতে পারছেন না দেশের পোড়খাওয়া অনেক ফুটবল সংগঠক। এখনো ক্লাবটির যেসব পরিচালক দিব্যি ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের একজনের পক্ষেই শক্তিশালী দল গঠন করা সম্ভব ছিল। তবে এখানেও কথা আছে। বিগত এক যুগের অধিক সময় ধরে কিছু ব্যক্তি ক্লাবটিকে কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। তাই অনেকে হয়তো অভিমানে ক্লাবটির দুর্দিনে পাশে দাঁড়াননি।

দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সমাজের বিভিন্ন সেক্টরের মতো ক্রীড়াঙ্গনেও করেছে দলীয়করণ। বেশির ভাগ ক্লাবের নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী নেতারা। বড়, মাঝারি ও ছোট নেতায় ভরে গিয়েছিল বিভিন্ন ক্লাব। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিভিন্ন ক্লাব ও ফেডারেশনের আওয়ামীপন্থী সংগঠকরা আত্মগোপনে। অনেকের নামে হচ্ছে মামলা, কেউ কেউ গ্রেফতার হয়েছেন। ফেডারেশন ও সংস্থাগুলোর কমিটি সরকার পরিবর্তন করতে পারে। তবে ক্লাবগুলো চলে নিজস্ব গঠণতন্ত্রে। তাই ক্লাবের এই দুর্দশা যত দিন না কাটবে, তত দিন ঘরোয়া ফুটবলের দুরবস্থাও সহজে কাটবে না

মাসুক মিয়া জনি

বলেই আশঙ্কা করছেন ক্রীড়াবিজ্ঞরা।

কেবল খেলোয়াড়রাই সংকটে নেই, সংকট মৌসুম নিয়েও। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে মৌসুম সংক্ষিপ্ত করেছে বাফুফে। সূচি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতা কাপ ও সুপার কাপ। এখন ক্লাবগুলো এক জোট হয়েছে দূরের ভেন্যুতে না খেলার। তারা দাবি তুলেছে ঢাকার বাইরে যেন কোনো খেলা না রাখা হয়। কারণ, ক্লাবগুলোর জন্য বেশি দূরে গিয়ে খেলা সম্ভব না বলে এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছে। বাফুফের প্রফেশনাল লিগ ম্যানেজমেন্ট কমিটির পরের সভায় ঘরোয়া ফুটবল নিয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

মতিন মিয়া

ক্লাবগুলোর দাবি গত কয়েক মৌসুম ধরে তারা অংশগ্রহণ ফি পায় না। নতুন মৌসুম মাঠে গড়ানোর আগে বকেয়া পরিশোধের দাবিও তুলেছে প্রিমিয়ারের দলগুলো। বাফুফে আছে বহুমুখী চাপে। অক্টোবরের ২৬ তারিখ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা আছে। বাফুফে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফুটবল মাঠে গড়াবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি ফুটবল শুরু হতে বিলম্ব হবে বলেই ধরে হচ্ছে। কেউ কেউ মনে করছেন, নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন নির্বাহী কমিটি গঠনের পরই ফুটবল শুরু হবে। একই মাসে আছে নেপালে মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। এই সবকিছু মিলিয়ে নভেম্বরেও চলে যেতে পারে খেলা শুরুর সময়।

খেলা মাঠে গড়ানোর অনিশ্চয়তার কারণে ক্লাবগুলো ক্যাম্প শুরু করেনি। একমাত্র চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস নতুন বিদেশি কোচের অধীনে প্রস্তুতি শুরু করেছে। বাকিরা কবে তাদের প্রস্তুতি শুরু করবে, তা অনিশ্চিত। কারণ, লিগ শুরু হতে বিলম্ব হলে অযথা খেলোয়াড়দের ক্যাম্পে ডেকে খরচ বাড়াতে চাচ্ছে না অনেক ক্লাব। সবকিছু মিলিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ সময় কাটছে ফুটবলে। এখান থেকে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে ঘরোয়া ফুটবলের আকাশে কালো মেঘই থেকে যাবে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে জাতীয় দলে। আগামী মার্চে জাতীয় দলের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় পর্বের খেলা আছে। ঘরোয়া ফুটবল না জমলে এবং খেলোয়াড়রা মনখুলে পারফরম্যান্স করতে না পারলে জাতীয় দলের কোচের কপালেও দেখা যাবে চিন্তার ভাঁজ।

ফাইনালে পেরে ওঠেনি বাংলাদেশ এইচপি দল

মো. মাহবুবুর রশিদ

বাংলাদেশের ক্রিকেটের 'ফাইনাল ট্র্যাজেডি' নামক হৃদয়ভাঙার গল্পে যোগ হলো আরও একটি অধ্যায়। অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে উঠেও শিরোপা-বঞ্চিত হয়েছে বাংলাদেশ হাই পারফরম্যান্স (এইচপি) দল। এডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে ব্যাটে-বলে পাত্তা না পেয়ে ৩২ রানে হেরে রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে আকবর আলী বাহিনীকে। এর আগে গ্রুপ পর্বেও দলটির কাছে ৮ উইকেটে হেরেছিল বাংলাদেশ এইচপি।

ফাইনালের মঞ্চে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এইচপি দল। কিন্তু বাংলাদেশের বোলাররা এদিন আগের ম্যাচগুলোর মতো আঁটসাঁট বোলিং করতে ব্যর্থ হওয়ার সুযোগে এডিলেড স্ট্রাইকার্স স্কোরকার্ডে জমা করে ৭ উইকেটে ১৬৯ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর। প্রথম ম্যাচ বাদে প্রায় পুরো টুর্নামেন্টেই ব্যাটিংয়ে ধুঁকতে থাকা বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানরা রান তাড়ায় কঠিন পরীক্ষার সামনে ডাহা ফেল মেরেছেন। জেতা তো দূরের কথা জয়ের ন্যূনতম সম্ভাবনাই জাগাতে পারেনি বাংলাদেশ, ১ বল আগে ১৩৭ রানে অলআউট হয়ে পরাজিত হয় ৩২ রানের ব্যবধানে। ১২.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ৮৬ রান- কিছুটা চাপে থাকা অবস্থা থেকে শেষ দিকে মেরে কেটে ১৬৯ পর্যন্ত চলে যায় এডিলেড স্ট্রাইকার্স। দলের পক্ষে ৩৩ বলে ৫ বাউন্ডারি আর ২ ছক্কায় সর্বোচ্চ ৫৩ রানের ইনিংস খেলেন ওয়ানডাউনে নামা টম ও'কনেল। এছাড়া রায়ান কিং ৩৫, লিয়াম স্কট ৩০ ও স্যাম রাহালি অপরাজিত ২০ রান করেন। বাংলাদেশের তরুণ ডানহাতি পেসার রিপন মন্ডল ২ উইকেট পেলেও খরচ করে বসেন ৩৭ রান, অভিজ্ঞ বাঁহাতি পেসার আবু হায়দার রনি তো উইকেটশূন্য থেকেই ৪ ওভারে বিতরণ করেন ৪৬ রান! স্পিনে হাত ঘুরিয়ে ১টি করে উইকেট পান রাকিবুল হাসান, মাহফুজুর রহমান রাব্বি ও আফিফ হোসেন। জবাবে ৪.৫ ওভারে ৩২ রানের মোটামুটি ভালো ওপেনিং জুটি পায় বাংলাদেশ। মারকুটে জিসান আলমের (১৮) বিদায়ের পর ওয়ানডাউনে নামা ইনফর্ম পারভেজ হোসেন ইমনও (৩) বেশিক্ষণ উইকেটে টিকতে পারেননি। তানজিদ হাসান তামিম আউট হন সর্বোচ্চ ৩৫ রান করে। এই বাঁহাতি ওপেনারের ২৯ বলের ইনিংসে ছিল ২টি চার ও ১টি ছয়ের মার। ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৬৯, তখন মনে হয়েছিল লম্বা ব্যাটিং লাইনআপ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এইচপি প্রতিরোধ গড়ে অন্তত কিছুটা লড়াই করতে পারবে। কিন্তু পরের চার ওভারে আরও ৫ উইকেট পতনের চরম ধাক্কার পর আকবর আলীর দলের হার ছিল কেবলই সময়ের অপেক্ষা। ৯২/৭,ধ্বংশস্তুপের ওপর দাঁড়িয়ে মাহফুজুর রহমান রাব্বির ২১, আবু হায়দার রনির ১২ ও রিপন মন্ডলের ১১ রান শুধু পরাজয়ের ব্যাবধানই কিছুটা কমিয়েছে। অন্যদের মধ্যে আফিফ হোসেনের ব্যাট থেকে আসে ১৮ রান। এডিলেড স্ট্রাইকার্সের নিয়মিত ৫ বোলার জর্ডান বাকিংহাম, লিয়াম স্কট, টিম ওকলে, নোয়াহ ম্যাকফাডিন ও লয়েড পোপে-প্রত্যেকেই সমান ২টি করে উইকেট শিকার করেন। বাংলাদেশ এইচপির স্বপ্ন ভেঙ্গে খান করে ৩২ রানে ম্যাচ জিতে শিরোপা-উৎসবে মেতে ওঠে এডিলেড স্ট্রাইকার্স। ১৮ বলে ৩০ রানের পর ২৮ রানে ২ উইকেট, অলরাউন্ডিং নৈপূণ্য দেখিয়ে প্লেয়ার অব দ্য ফাইনালের পুরস্কার জিতে নেন দলটির অধিনায়ক লিয়াম স্কট।

এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে বোলারদের সম্মিলিত দাপুটে পারফরম্যান্সের সৌজন্যে টুর্নামেন্টের আয়োজক নর্দার্ন টেরিটোরিকে সহজেই ২১ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ এইচপি। শামীম পাটোয়ারির সর্বোচ্চ অপরাজিত ৪১, আফিফ হোসেনের ২২, মাহফুজুর রহমান রাব্বির ২১, পারভেজ হোসেন ইমনের ১৭ ও তানজিদ হাসান তামিমের ১৬ রানের ওপর করে এইচপি জমা করেছিল ৬ উইকেটে ১৩৮ রান। ম্যাট হ্যামন্ড তুলে নেন ২ উইকেট। রান তাড়ায় ১ উইকেটে ৫৯ পর্যন্ত গিয়ে বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল নর্দার্ন টেরিটোরি, সেখান থেকে বাংলাদেশের বোলার-ফিল্ডারদের দুর্দান্ত প্রয়াসে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে হারাতে দলটি শেষ পর্যন্ত কোনোক্রমে করতে পারে ৯ উইকেটে ১১৭ রান। ওপেনার জ্যাক ওয়েদারাল্ডের ৩৪, কাইলান মালাডের অপরাজিত ১৯, ডি আর্চি শর্টের ১৫ ও জ্যাকব ডিকম্যানের ১১ ছাড়া আর কেউ দুই অংকের কোটায় যেতে পারেননি। রিপন মন্ডল ৩৬ রানে ৩ উইকেট নিয়ে হন ম্যাচসেরা, ২ উইকেট পান বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান এবং ১টি করে আলিস আল ইসলাম ও আবু হায়দার রনি। এছাড়া দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শক্তিশালী পাকিস্তান 'এ' দল তথা পাকিস্তান শাহিনসকে ৩০ রানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কাটে এডিলেড স্ট্রাইকার্স। অথচ, লিগ পর্বে ৬ ম্যাচের ৫টিই জিতে শিরোপার প্রধান দাবীদার ছিল জাতীয় দলের পর পাকিস্তানের দ্বিতীয় সেরা দলটি।

একইফ্রেমে বন্দী টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ১৫ উইকেট শিকারি বাংলাদেশের পেসার রিপন মন্ডল (বাঁয়ে) ও ১২ উইকেট নেওয়া বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান

৯ দলকে নিয়ে আয়োজিত টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের লিগ পর্বে ৬ পয়েন্ট পেয়ে পয়েন্ট তালিকার তৃতীয় স্থানে থেকে শেষ চারের ছাড়পত্র পেয়েছিল বাংলাদেশ এইচপি। মূলত নিট রান রেটে এগিয়ে থাকার সুবিধাই পায় বাংলাদেশের দলটি। অন্যদিকে এডিলেড স্ট্রাইকার্স, তাসমানিয়ান টাইগার্স ও মেলবোর্ন রেনেগেডস- এই দিন দলেরও পয়েন্ট ছিল ৬ করে, কিন্তু নিট রান রেটে পিছিয়ে বাদ পড়ে শেষোক্ত দুই দল। বাংলাদেশ এইচপি টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল মেলবোর্ন রেনেগেডসের বিপক্ষে ৭৭ রানের দাপুটে জয় দিয়ে। পরের দুই ম্যাচে তাসমানিয়া টাইগার্স ও এডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে হারলেও অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটোরিকে পরাজিত করে ঘুরে দাঁড়ায় আকবর আলীর দল। এরপর পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে হেরে আবারও পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ এইচপি। 'ডু অর ডাই'-এ পরিণত হওয়া লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে পার্থ স্কোরচার্সকে ৩ উইকেটে নাটকীয়ভাবে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠে যাওয়া বাংলাদেশের দলটির নকআউট পর্বের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কথা তো বলা হয়েছে আগেই।

সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি রিপন মন্ডল

বাংলাদেশ এইচপির হয়ে ধারাবাহিকভাবে ভালো বল করে ৮ ম্যাচে ১৪.১৩ গড়ে সর্বাধিক ১৫ উইকেট নিয়েছেন রিপন মন্ডল। কেবল বাংলাদেশই নয়, তরুণ এই বাংলাদেশি ডানহাতি পেসার হয়েছেন টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। যুগ্মভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩টি করে উইকেট পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটোরির ইসাম রহমান ও এডিলেড স্ট্রাইকার্সের টিম ওকলে। বাংলাদেশের তরুণ বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান নিয়েছেন ১২ উইকেট। আসরে সবচেয়ে বেশি রান এসেছে আর্চি শর্টের ব্যাট থেকে। নর্দান টেরিটোরির এই অভিজ্ঞ বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ৭ ম্যাচে করেছেন

বাংলাদেশ এইচপির হয়ে যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ ১৮৬ রান করেছেন পারভেজ হোসেন ইমন ও শামীম পাটোয়ারি (ডানে)

৩৯.০০ গড়ে ২৭৩ রান। বাংলাদেশ এইচপি দলের সর্বোচ্চ ১৮৬ রান সংগ্রাহক ছিলেন যুগ্মভাবে ২ জন- পারভেজ হোসেন ইমন (৮ ইনিংসে ২৬.৫৭ গড়ে, সর্বোচ্চ ৬৯, স্ট্রাইকরেট ১১২.৭২) ও শামীম পাটোয়ারি (ইনিংস ৮, গড় ৪৬.৫০, স্ট্রাইকরেট ১১৬.২৫, সর্বোচ্চ অপরাজিত ৪৪)। এছাড়া ৮ ম্যাচে জিসান আলমের ব্যাট থেকে এসেছে ২১.৫০ গড়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৭২ রান (স্ট্রাইকরেট ১২২.৮৫, সর্বোচ্চ ৫০)। সর্বশেষ বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে নেতৃত্ব দেওয়া স্পিন অলরাউন্ডার মাহফুজুর রহমান রাব্বি বল হাতে তেমন সুবিধা করতে পারেননি, ৮ ইনিংসে নিয়েছেন মোটে ৪ উইকেট। তবে ৬ ইনিংসে ৪৪.০০ গড়ে ১৩২ রান করে ব্যাটিংয়ে কিছুটা পুষিয়ে দিয়েছেন। পাকিস্তান শাহিনসের কাছে বাংলাদেশ এইচপি ৩ উইকেটে হেরে গেলেও ৩২ বলে অপরাজিত ৪১ রান ও ৪ ওভারে ২৬ রানে ১ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পান মাহফুজুর। এছাড়া পার্থ স্কোরচার্সের বিপক্ষে লিগ পর্বের গুরুত্বপূর্ণ শেষ ম্যাচে ৪ উইকেট হাতে নিয়ে শেষ ৩ ওভারে ৩৬ রানের কঠিন সমীকরণ মেলানোর ক্ষেত্রে আট নম্বরে নেমে তাঁর ১৩ বলে হার না মানা ৩২ রানের বিস্ফোরক ইনিংসটি বাংলাদেশ এইচপির ৩ বল আগে ৩ উইকেটে স্নায়ুক্ষয়ী জয়ের ক্ষেত্রে প্রধান ভুমিকা পালন করেছে।

তিন সংস্করণেই সমতা!

সব মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে কী পেয়েছে বাংলাদেশ এইচপি টিম? দীর্ঘ এক সফর শেষে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলাতে গিয়ে আক্ষেপের পাশাপাশি দেখা মিলছে আনন্দেরও। ৬ : ৬, সাফল্য আর ব্যর্থতা সমানতালে হাত ধরাধরি করে হেঁটে অম্লমধুর অন্যরকম অভিজ্ঞতাই উপহার দিয়েছে বাংলাদেশকে। তিন সংস্করণের কোনো সিরিজই জিততে পারেনি নবীনদের প্রাধ্যান্য দিয়ে গড়া শক্তিশালী বাংলাদেশ এইচপি দল, এটা যদি হয় হতাশার তবে স্বস্তির ব্যাপার হচ্ছে একটা 'সিরিজও' কিন্তু হারেওনি! সফরের শুরুতে পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে প্রথম চারদিনের ম্যাচ হারলেও নাটকীয়ভাবে ৫ রানে দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সিরিজ ১-১ এ ড্র রাখে বাংলাদেশ এইচপি। এরপর নর্দার্ন টেরিটোরি স্ট্রাইকের বিপক্ষে জয় এবং পাকিস্তান শাহিনসের সঙ্গে পরাজয় মিলে ট্রায়াঙ্গুলার ওয়ানডে সিরিজেও ছিল ১-১ সমতা! সবশেষ টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে মোট ৮ ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ এইচপি ৪ ম্যাচে জিতেছে এবং ৪ ম্যাচে হেরেছে। ফাইনালে হেরে রানার্সআপ হওয়ার দুঃখ একপাশে সরিয়ে রাখলে অন্যরকম সমতা বিরাজ করেছে এখানেও!

পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে দল হারলেও ম্যাচসেরা হয়েছেন বাংলাদেশ এইচপির স্পিন অলরাউন্ডার মাহফুজুর রহমান রাব্বি

অস্ট্রেলিয়া সফরে বাংলাদেশ এইচপি দলের ম্যাচগুলোর ফল...

সংস্করণ	প্রথমে ব্যাটিং করা দল	পরে ব্যাটিং করা দল	ম্যাচের ফল
প্রথম ফোর ডে	পাকিস্তান শাহিনস ৪৬৭/৩ ও ২২৬/৩	বাংলাদেশ এইচপি ২৬৬/১০ও২৭৯/১০	পাকিস্তান শাহিনস ১৪৮ রানে জয়ী
দ্বিতীয় ফোর ডে	বাংলাদেশ এইচপি ২৫৮/১০ও ২১৬/১০	পাকিস্তান শাহিনস ১৭৯/১০ ও ২৯০/১০	বাংলাদেশ এইচপি ৫ রানে জয়ী
প্রথম ওয়ানডে	বাংলাদেশ 'এ' ২৫০/১০ (৫০)	এনটি স্ট্রাইক ১৩৮/১০ (৪২)	বাংলাদেশ এইচপি ১১২ রানে জয়ী
দ্বিতীয় ওয়ানডে	বাংলাদেশ এইচপি ৭৮/১০ (২৪.৩)	পাকিস্তান শাহিনস ৭৯/২ (১৭)	পাকিস্তান শাহিনস ৮ উইকেটে জয়ী
টি-টোয়েন্টি	বাংলাদেশ এইচপি ১৭০/৬ (২০)	মেলবোর্ন রেনেগেডস ৯৩/১০ (১৫.২)	বাংলাদেশ এইচপি ৭৭ রানে জয়ী
টি-টোয়েন্টি	বাংলাদেশ এইচপি ১৬৬/৫ (২০)	তাসমানিয়ান টাইগার্স ১৬৭/৫ (১৯.৩)	তাসমানিয়া টাইগার্স ৫ উইকেটে জয়ী
টি-টোয়েন্টি	বাংলাদেশ এইচপি ১৪৭/৮ (২০)	এডিলেড স্ট্রাইকার্স ১৪৮/২ (১৭.৪)	এডিলেড স্ট্রাইকার্স ৮ উইকেটে জয়ী
টি-টোয়েন্টি	এসি টেরিটোরি ১২৪/৯ (২০)	বাংলাদেশ এইচপি ১২৫/৪ (১৬.৪)	বাংলাদেশ এইচপি ৬ উইকেটে জয়ী
টি-টোয়েন্টি	বাংলাদেশ এইচপি ১৪১/৫ (২০)	পাকিস্তান শাহিনস ১৪৩/৭ (১৮.৫)	পাকিস্তান শাহিনস ৩ উইকেটে জয়ী
টি-টোয়েন্টি	পার্থ স্কোরচার্স ১২৯/৫ (২০)	বাংলাদেশ এইচপি ১৩০/৭ (১৯.৩)	বাংলাদেশ এইচপি ৩ উইকেটে জয়ী
টি-টোয়েন্টি	বাংলাদেশ এইচপি ১৩৮/৬ (২০)	নর্দার্ন টেরিটোরি ১১৭/৯ (২০)	বাংলাদেশ এইচপি ২১ রানে জয়ী
টি-টোয়েন্টি	এডিলেড স্ট্রাইকার্স ১৬৯/৭ (২০)	বাংলাদেশ এইচপি ১৩৭/১০ (১৯.৫)	এডিলেড স্ট্রাইকার্স ৩২ রানে জয়ী

৪৮ বর্ষ ২ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. ৩৩তম।

২. ৫ জন।

৩. সাগর ইসলাম (আর্চার)।

৪৮ বর্ষ ২ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

মাহমুদা আক্তারা ডলি
টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা,
কালীবাড়ি রোড, বরিশাল।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে -সম্পাদক

‘পাক্ষিক ক্রীড়াজগত’ পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে। - সম্পাদক

‘ক্রীড়াজগত’ কুইজমালা ◘ ৪৮ বর্ষ ◘ ৪ সংখ্যা ◘ ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিপক্ষে কত বছর পর জয় পেয়েছে বাংলাদেশ?

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটখেলুড়ে কয়টি দেশকে হারিয়েছে বাংলাদেশ?

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটখেলুড়ে কোন কোন দেশকে হারাতে পারেনি বাংলাদেশ?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২) ....

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল : ....

৪৮ বর্ষ ২ সংখ্যা কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। সানজিদা আক্তার, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৪। রওশন আরা, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৫। এমএইচ স্বাধীন, ২ আখতার চেম্বার, ৮১ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা সদর, খুলনা-৯১০০; ৬। ডা. তারেক আহমেদ, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ৭। সম্পা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৮। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ৯। মো. ফাতেহ কাওছার, (এসও), জনতা ব্যাংক পিএলসি, শ্যামপুর শাখা, ফরিদাবাদ, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪; ১০। সোমা দস্তিদার, মেডি কর্নার, ৪১৮ জামাল খান লেন, দোস্ত কলোনী মসজিদ, আসকার দীঘির দক্ষিণ পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১১। শ্রী মুক্তা রানী, বাংলাদেশ টি স্টোরস্, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ্ লেন ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ১২। রূপম দস্তিদার, দাশগুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১৩। অমিত দস্তিদার (মন), রূপন টেলিকম, ৪৮, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোন, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৪। রূবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মদ, ৪৯/৫০ জামাল খান লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোন, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৫। মৃন্ময় নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৬। মো. মামুনুর রশিদ, মেসার্স ইসমাইল স্টোর, ৪নং বসুপাড়া মেইন রোড, খুলনা; ১৭। একেএম মকবুল হোসাইন, বেনীচাকীলেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়, বগুড়া-৫৮০০; ১৮। রোজিনা ইব্রাহিম শিপ্রা, প্রযত্নে- ওবায়েদ উল হক ভবন (২য় তলা) গ্রাম- জামালপুর, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬; ১৯। মাহমুদা আক্তারা ডলি, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ২০। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ২১. সেতু রানী, ৮১ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ২২। শ্যামল, ৪১, সামসুর রাহমান রোড, খুলনা; ২৩। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা।

খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স জিমনেশিয়ামে বিশেষ সুবিধাসম্পন্ন খেলোয়াড়দের মাঝে স্পেশাল অলিম্পিক অব বাংলাদেশের টি-শার্ট বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের খুলনা বিভাগীয় উপ-পরিচালক মো. আবুল হোসেন হাওলাদার

সাদা পোশাকে জাকের আলীর রঙিন সাফল্য

● মো. রেজাউল হক ●

পাকিস্তান সফরে গিয়ে বাংলাদেশ 'এ' দলের হয়ে প্রথম চার দিনের ম্যাচটি খেলার সুযোগ পাননি জাকের আলী অনিক। এমনিতে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবেই খেলানো হয় তাঁকে। এই ম্যাচে গ্লাভস হাতে উইকেটের পেছনে দায়িত্ব পালন করেন মাহিদুল ইসলাম অংকন। ইসলামাবাদের ক্লাব ক্রিকেট ওভাল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বৃষ্টিতে প্রথম দুই দিনের খেলা পণ্ড হওয়ার পর তৃতীয় দিন যখন উইকেটে নামেন জাকের, ততক্ষণে ৭৭ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বেশ চাপে বাংলাদেশ 'এ' দল। দলের কঠিন অবস্থায় তিনি ক্রিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে। অন্য প্রান্তে সঙ্গী হিসেবে পান সাইফ হাসানকে। দুজনের দৃঢ়তায় পঞ্চম উইকেটে যোগ হয় ১৩১ রান। ব্যক্তিগত ১১১ রান করে সাইফের বিদায়ের পর নামেন মাহিদুল ইসলাম অংকন। পঞ্চম উইকেটেও বাংলাদেশ 'এ' দল পায় ১৩১ রানের জুড়িদারী, ৩৯ রানে মাহিদুলের আউটের মাধ্যমে ভাঙে এই জুটি। দিন শেষে ১৩৬ রানে অপরাজিত থাকা জাকের আলী পরদিন আরও ৩৬ রান যোগ করে নবম উইকেট হিসেবে আউট হন ব্যক্তিগত ১৭২ রান করে। তাঁর ছয় ঘণ্টা ক্রিজে কাটানো ৩৬৩ বলের দর্শনীয় ইনিংসে ছিল ১৭টি চার ও ৫টি ছক্কার মার। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪৯তম ম্যাচে এটি জাকেরের চতুর্থ সেঞ্চুরি এবং সবচেয়ে বড় ইনিংস, আগের সর্বোচ্চ ছিল ১৩৮ রান, মধ্যাঞ্চলের হয়ে রাজশাহীর মাঠে উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে, ২০২২/২৩ বিসিএলে। নিষ্প্রাণ ড্র হওয়া ম্যাচে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার ওঠে জাকের আলীর হাতে।

পাকিস্তানের মাটিতে শক্তিশালী বোলিং আক্রমণের বিপক্ষে জাকের আলী অনিকের সাদা পোশাকে এই ১৭২ রানের রঙিন ইনিংসটির মাহাত্ম্য অনেক। এমন একটা দুর্দান্ত ইনিংসের পর হয়তো বদলে যেতে পারে তাঁর ক্যারিয়ারের গতিপথ। এমনিতে তাঁকে মূলত সীমিত ওভারের ক্রিকেট, বিশেষ করে টি-টোয়েন্টির জন্যই বেশি উপযোগী মনে করা হয়। এখন থেকে নিশ্চয় লঙ্গার ভার্সনেও বিবেচনায় আসার দাবি জোরালো হলো তাঁর। এ পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন ১৭টি। ১৫ ইনিংসে ২৭.২২ গড় আর ১১৬.৬৬ স্ট্রাইকরেটে করেছেন মোট ২৪৫ রান, সর্বোচ্চ ৬৮। এর মধ্যে অবশ্য গত বছর হাংঝু এশিয়ান গেমসের

জাকের আলী অনিক : যেতে হবে বহুদূর....

৩টি ম্যাচও (মালয়েশিয়ার বিপক্ষে অপরাজিত ১৪, ভারতের বিপক্ষে অপরাজিত ২৪ ও পাকিস্তানের বিপক্ষে অপরাজিত ০) রয়েছে, যেগুলোকে আইসিসি আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেওয়ায় হিসেবের মধ্যে চলে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে অনুষ্ঠিত সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা মোটেই ভালো যায়নি জাকেরের, বড় আসরের চাপ সামলাতে না পারার কারণেই হয়তো ৪ ম্যাচে মাত্র ৩৫ রান করে চরম হতাশ করেছেন। আসন্ন ভারত সফরে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলে সম্ভবত : জায়গা হবে না তাঁর।

'এখনই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য রেডি প্রডাক্ট', বাংলাদেশের স্বনামধন্য কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের এমন সার্টিফিকেট পেয়ে তবেই জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন জাকের আলী অনিক। শুরুতে লোয়ার মিডল অর্ডারে ঝড় তুলে চারিদিক থেকে প্রশংসাও পেয়েছেন, যদিও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেননি। গত মার্চে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে জাতীয় দলের হয়ে প্রথমবার খেলতে নেমে ৬ নম্বরে ব্যাটিং করে ৩৪ বলে ৬ ছক্কা আর ৪ বাউন্ডারিতে ৬৮ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে জাকের রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। লঙ্কানদের করা ২০৬ রান তাড়া করতে নেমে ২০৩ পর্যন্ত গিয়ে বাংলাদেশ মাত্র ৩ রানে হারলেও তাঁর ডরভয়হীন সাহসী ব্যাটিং সবার মন কেড়ে নেয়। এরপর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৩৪ বলে ৪৪ রানের একটি ইনিংস বাদে আর সেভাবে প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি।

গত কয়েক বছরে ঘরোয়া ক্রিকেটের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সংস্করণে দাপট দেখিয়েই মূলত জাতীয় দলে আগমন জাকের আলী অনিকের। কিন্তু সিলেটের ২৬ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান যে লঙ্গার ভার্সনেও দারুণ খেলেছেন এই সময়টায়, কেন জানি ওই দিকটি এত দিন সেভাবে আলোচনায় আসেনি। এখন এসেছে মূলত 'এ' দলের হয়ে পাকিস্তানের মাটিতে ১৭২ রানের দানবীয় ইনিংস খেলার পরই। একটু পেছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে, দশম বিসিএলে মধ্যাঞ্চলের হয়ে জাকের আলী ৪ ম্যাচের ৬ ইনিংসে ৩টি সেঞ্চুরির সাহায্যে করেছিলেন ৯৮.৪০ গড়ে আসরের সর্বোচ্চ ৪৯২ রান এবং পেয়েছিলেন প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার। একই দলের হয়ে গত আসরে অবশ্য কেবল একটি ম্যাচই খেলে ৪২ রান করেছিলেন। জাতীয় ক্রিকেট লিগের গত আসরে (২০২৩-২৪) সিলেট বিভাগের হয়ে তাঁর সংগ্রহ ছিল ৪ ম্যাচের ৭ ইনিংসে ৩৮.০০ গড়ে ২৬৬ রান। এর আগের আসরে (২০২২/২৩) করেছিলেন ২ ম্যাচে ৯২ রান। পরিসংখ্যান বলছে, সব মিলিয়ে ইতিমধ্যে ৪৯টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলেছেন জাকের আলী। সেখানে ৪১.৪৭ গড় এবং ৪টি সেঞ্চুরি ও ১৯টি হাফ সেঞ্চুরি জানান দিচ্ছে এই সংস্করণে তাঁর সাফল্য বেশ ভালো; পাশাপাশি ৪৪.৯১ স্ট্রাইকরেট গাইছে টেম্পারমেন্টের জয়গান। অন্তত বাংলাদেশ টেস্ট দলের মিডল অর্ডারে বিবেচনার মতো তো অবশ্যই। যদিও কম্বিনেশনের কারণে এখনই তাঁকে একাদশে জায়গা দিতে গেলে অনেক সমীকরণ মেলানো লাগতে পারে। আসন্ন জাতীয় লিগে দুর্দান্ত কিছু করে জাকের আলী নিশ্চয় টেস্ট দলেও ডাক পেতে চাইবেন। নিজেকে প্রয়োগ করতে পারলে লাল বলের ক্রিকেটেও তাঁর সামনে অপেক্ষা করছে সুন্দর ভবিষ্যৎ।

জাকের আলীর ক্রিকেট ক্যারিয়ার...

সংস্করণ	ম্যাচ	ইনিংস	অপ.	রান	গড়	সর্বোচ্চ	স্ট্রা.রেট	১০০/৫০	ক্যাচ	স্ট্যাম্পিং
টি-টোয়েন্টি	১৭	১৫	৬	২৪৫	২৭.২২	৬৮	১১৬.৬৬	০/১	৬	২
প্রথম শ্রেণি	৪৯	৮১	১২	২৮৬২	৪১.৪৭	১৭২	৪৪.৯১	৪/১৯	১১৪	১৩
লিস্ট 'এ'	৯২	৭৭	১৭	২১৭৬	৩৬.২৬	১০৯	৭৭.০৫	২/১২	৮৪	২০
ঘরোয়া										
টি-টোয়েন্টি	৮০	৬৪	২৫	১০৩১	২৬.৪৩	৭৬	১২১.৫৮	০/৪	৩১	৭

* সব পরিসংখ্যান পাকিস্তান 'এ' দলের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের আগপর্যন্ত

মোস্তফা তারিক আল বান্না

১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ গ্রুপপর্বের ম্যাচে ১৯৯২ সালের চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬২ রানের বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছিল ইংল্যান্ডের মাটিতে। বিশ্বকাপে ওই সাফল্য বাংলাদেশকে টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার পথ তৈরি করে। বাংলাদেশের আবেদনে সাড়া দিয়ে পরের বছরই টেস্ট স্ট্যাটাস দেয় আইসিসি।

২০০০ সালের ২৬ জুন টেস্ট স্ট্যাটাস লাভের পর টানা হেরেই চলছিল বাংলাদেশ। কিন্তু

একুশ বছর পর মুলতান প্রতিশোধ

২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরেই বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। তা-ও আবার শক্তিশালী পাকিস্তান দলের বিপক্ষে। কিন্তু ৩ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুলতানে অনুষ্ঠিত ওই টেস্টে খালেদ মাহমুদ সুজনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দলের নিশ্চিত জয় কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। অনেকটাই অবৈধভাবে জোর করে জয় পাইয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তানকে। সেই ক্ষত ২১ বছর ধরে রয়েই যায়। সেখানে কিছুটা হলেও প্রলেপ দিতে পেরেছে বর্তমান টেস্ট দল।

বাংলাদেশের নিশ্চিত জয় কেড়ে নেওয়ার পেছনে 'কালো হাত' ছিল তৎকালীন পাকিস্তানি অধিনায়ক ও উইকেটকিপার রশিদ লতিফ এবং শ্রীলঙ্কার আম্পায়ার অশোকা ডি সিলভার। মুলতানের ওই টেস্টে পাকিস্তান জিতেছিল মাত্র ১ উইকেটের ব্যবধানে। সেই 'অবৈধ' জয়ের মধুর প্রতিশোধ নিয়েছে এবার নাজমুল হোসেন শান্তর বাংলাদেশ দল। ২৫ আগস্ট সমাপ্ত হওয়া রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে ১০ উইকেটের সহজ ব্যবধানে জিতেছে বাংলাদেশ।

দুই টেস্টের সিরিজের প্রথমটিতে পাকিস্তান তাদের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৪৪৮ রান করে (ডিক্লেয়ার্ড) এবং দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৪৬ রানে অলআউট হয়। বাংলাদেশ তাদের প্রথম ইনিংসে মুশফিকুর রহিমের অনবদ্য সেঞ্চুরি (১৯১ রান) এবং সাদমান ইসলাম, লিটন দাস, মুমিনুল হক ও মেহেদি হাসান মিরাজের হাফ সেঞ্চুরিতে ৫৬৫ রান করে। বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে এগিয়ে ছিল ১১৭ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটে ৩০ রান করে ঐতিহাসিক জয় নিশ্চিত করে। পাকিস্তানের মাটিতেই শুধু নয়, দলটির বিপক্ষেও প্রথম জয় পান টাইগাররা।

মুলতানে ২১ বছর আগের টেস্ট ম্যাচে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ২৮১ রানে করে পাকিস্তানের (১৭৫) চেয়ে ১০৬ রানে এগিয়ে ছিল। দলের পক্ষে হাবিবুল বাশার সুমন ৭২, রাজিন সালেহ ৪৯, জাভেদ ওমর বেলিম ৩৮, খালেদ মাসুদ পাইলট ২৯, সুজন ১৯, হান্নান সরকার ১৩, আশরাফুল ১২, অলক কাপালি ১১ এবং রফিক ১১ রান করেন। পাকিস্তানের ওমর গুল ৪টি এবং সাব্বির আহমেদ ৩টি উইকেট লাভ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশ মাত্র ১৫৪ রান করে রশিদ লতিফের 'ক্যাচ জোচ্চরি' এবং অশোকা ডি সিলভার 'অবৈধ কল' এর কারণে। দলের পক্ষে রাজিন সালেহ ৪২, পাইলট ২৮, কাপালি ২২, জাভেদ ওমর ১৬ ও তাপস বৈশ্য অপরাজিত ১৪ রান করেন। পাকিস্তানের ওমর গুল ও সাব্বির আহমেদ ৪টি করে এবং ইয়াসির আলী ও সাকলাইন মুশতাক ১টি করে উইকেট পান। বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসে ইয়াসির আলীর একটি ডেলিভারি বাংলাদেশের সেট ব্যাটার অলক কাপালির ব্যাটে লেগে তা পেছনে উইকেটকিপার রশিদ লতিফের কাছে চলে যায়। বলটি মাটিতে পড়ে ড্রপ খেয়ে ওপরে উঠলে রশিদ লতিফ তা ধরে নিয়ে আউটের জোরালো আবেদন জানান। আর অশোকা তাতে সায় দেন কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই না করেই। কাপালির আউটের পর ভেঙে পড়ে বাংলাদেশের ইনিংস। অশোকা ওই টেস্টে আরও কয়েকবার বিতর্কিত সিদ্ধান্ত দেন। তারপরও ম্যাচে কোনোমতে জয় পায় স্বাগতিকরা। চারিদিকে রশিদ লতিফ ও অশোকাকে নিয়ে কড়া সমালোচনা শুরু হয়। ওই সময় রিভিউ নেওয়ার সুযোগ ছিল না। ফলে বাংলাদেশের কাপালির আউট না হওয়া প্রমাণ করা যায়নি। ওই ঘটনার পর বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি পাঁচ ম্যাচের জন্য সাসপেন্ড করে লতিফকে। অশোকাকেও নিষিদ্ধ করে তারা। কিন্তু ম্যাচের ফলাফল তো সেটাই রয়ে গেছে। বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম কষ্টের অধ্যায় তো আর মুছে যায়নি কিংবা যাবেও না।

পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের এক টিভি চ্যানেলকে দেওয়া এক স্বাক্ষাৎকারে রশিদ লতিফ নিজের ভুল ও দোষের কথা স্বীকার করেন। ক্যাচ জোচ্চরির অভিযোগও মেনে নেন। যদিও তাতে ম্যাচের ফলাফল পাল্টানোর কোনো সুযোগ হয়নি।

এবারের জয়টির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তার কারণ, বাংলাদেশ এই প্রথম পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ জিতেছে। ২১ বছর আগে সুজন ছাড়াও বাংলাদেশের ওই টেস্ট দলে ছিলেন হান্নান সরকার, জাভেদ ওমর বেলিম, হাবিবুল বাশার সুমন, মোহাম্মাদ আশরাফুল, খালেদ মাসুদ পাইলট, রাজিন সালেহ, মোহাম্মাদ রফিক, মানজারুল ইসলাম ও তাপস বৈশ্যর মতো সাবেক তারকারা। আর এবার তাদের কষ্ট দূর করতে শান্ত বাহিনীর ঐতিহাসিক জয়ে দারুণ অবদান রাখেন মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান, সাদমান ইসলাম, মেহেদি হাসান মিরাজ, লিটন দাস, শরিফুল ইসলাম, মুমিনুল হক, জাকির হাসান, হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানারা। একাদশের সবারই কমবেশি অবদান রয়েছে। সবাই জয় পেতে কঠোর চেষ্টা করেছেন বলেই বিশ্বের অন্যতম সেরা দলটির বিপক্ষে সাফল্য এসেছে। দ্বিতীয় টেস্টেও এই ঐক্য বজায় থাকলে বাংলাদেশ জিতেও যেতে পারে। আর না জিততে পারলে ড্র করলেও লাল বল আর সাদা পোশাকের ক্রিকেট সিরিজ জিতবে টাইগাররা।

এ ছবি কার-৫৮৬-এর সঠিক উত্তর
সাগর ইসলাম
(আর্চার)

‘এ ছবি কার’-৫৮৬ বিজয়ী

রওশন আরা
ইসলাম ফার্মেসি
তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

এ ছবি কার?-৫৮৮

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। ‘এ ছবি কার’ বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কুপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌঁছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে ‘এ ছবি কার’। -সম্পাদক

ছবিটির নাম ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা ....

....

....

মোবাইল :...

এ ছবি কার-৫৮৬ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। সানজিদা আক্তার (সানজিদা), প্রযত্নে- বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটডে প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৪। একেমে মকবুল হোসাইন, বেনীচাকীলেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০০; ৫। মো. মামুনুর রশিদ, মেসার্স ইসমাইল স্টোর, ৪নং বসুপাড়া মেইন রোড, খুলনা; ৬। স্বপ্না নাহা ঘোষ, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৭। মি. সুকান্ত, প্রযত্নে- পুরবী জুয়েলার্স, বনানী, ঢাকা; ৮। ইসমাইল হুসাইন শিহাব, শিক্ষার্থী- বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইইই (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর, বরিশাল; ৯। শম্পা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১০। নুপুর রানী, ২৬, ফরাজী পাড়া লেন, খুলনা; ১১। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১২। এম এইচ স্বাধীন, ২ আখতার চেম্বার, ৮১ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা সদর, খুলনা-৯১০০; ১৩। ডা. তারেক আহমেদ, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, বরিশাল; ১৪। মাহমুদা আক্তার ডলি, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ১৫। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৬। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৭। শ্রী মুক্তা রানী, বাংলাদেশ টি স্টোরস, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ্ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১৮। সোমা দস্তিদার, মেডি কর্নার, ৪১৮, জামাল খান লেন, দোস্ত কলোনী মসজিদ, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৯। অমিত দস্তিদার (মন), রূপন টেলিকম, ৪৮ আসকার দিঘীর দক্ষিণ পশ্চিম পাড় কোণ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ২০। মো. ফাতেহ কাওছার, (এসও), জনতা ব্যাংক পিএলসি, শ্যামপুর শাখা, ফরিদাবাদ, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪; ২১। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহমেদ, ৪৯/৫০ জামাল খাঁন লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২২। রূপম দস্তিদার, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২৩। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

মাস্টার দা সূর্যসেন স্যান্ড রাগবি

গত ১২ জুলাই ভোরবেলা থেকেই তুমুল বৃষ্টিতে রাজধানী ঢাকার অনেক জায়গায় পানি জমে যায়। বাদ যায়নি পুরানা পল্টন ময়দানও। যেখানে নিয়মিত রাগবির বিভিন্ন টুর্নামেন্টের খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আগে থেকেই নির্ধারিত বিপ্লবী মাস্টার দা সূর্যসেন স্যান্ড রাগবি (রাগবি ফোর সাইড-পুরুষ) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ নির্ধারিত ছিল। টানা বৃষ্টিও দিনব্যাপী টুর্নামেন্ট আয়োজনে বাধা হতে পারেনি। বলা যায় পানির মধ্যেই রাগবি উৎসব হয়েছে। রাগবি ফেডারেশন বিভিন্ন জাতীয় দিবসে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজন করে। এবার যেমন ফোর এ সাইড দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার নামকরণ করা হয়েছিল মাস্টার দা সূর্যসেনের নামে। এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব দেখিয়েছে এসএইসএ একাডেমি।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের আগে র‍্যাঙ্কিং উন্নতিতে চোখ

● রফিকুল ইসলাম ●

বিশ্বকাপ বাছাই থেকে বিদায় হয়ে গেছে বাংলাদেশের। ২০২৬ (যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো) বিশ্বকাপ ও ২০২৭ (সৌদি আরব) এশিয়ান কাপের যৌথ বাছাইয়ে বাংলাদেশ উঠতে পেরেছিল দ্বিতীয় রাউন্ড পর্যন্ত। অস্ট্রেলিয়া, ফিলিস্তিন ও লেবাননের সঙ্গে 'আই' গ্রুপে খেলে বাংলাদেশ ৬ ম্যাচের একটি ড্র করে চার নম্বর হয়ে বিদায় নিয়েছে। এখন বাংলাদেশ খেলবে ২০২৭ সালে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে। আগামী বছর মার্চে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের মিশনে নামবে লাল-সবুজ জার্সিধারীরা।

এক সময় বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের বাছাই হতো আলাদাভাবে। কয়েক বছর ধরে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) দুই টুর্নামেন্টের বাছাই আয়োজন করে থাকে এক সাথে। প্রথম দুই রাউন্ড পর গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপরা টিকে থাকে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। অন্যদের জন্য নির্ধারিত হয় এশিয়ান কাপের বাছাই।

বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের চলমান বাছাই কিভাবে হচ্ছে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। এশিয়ার ৪৬ দেশ নিয়ে বাছাই পর্ব শুরু হয়েছিল গত বছর ১২ অক্টোবর। র‍্যাঙ্কিংয়ের ২৭ থেকে ৪৬ পর্যন্ত ২০ দেশ নিয়ে হয়েছিল প্রথম পর্ব। হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে দুই ম্যাচের ফলাফলের ভিত্তিতে জয়ী ১০ দেশ উঠে যায় দ্বিতীয় পর্বে। বিজিত ১০ দলের মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা তিনটি সুযোগ পায় এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে। বাকিদের প্লে-অফ খেলে এশিয়ান বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে ঢুকতে হবে।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ডে অংশ নেয় ৩৬ দেশ। র‍্যাঙ্কিংয়ে ১ থেকে ২৬ পর্যন্ত দেশগুলোর সঙ্গে যোগ দেয় প্রথম পর্ব টপকানো ১০ দেশ। ৯ গ্রুপে ভাগ হয়ে দ্বিতীয় পর্বে অংশ নেয় দেশগুলো। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলগুলো উঠে যায় বিশ্বকাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ড এবং এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে। বাকি ১৮ দল খেলবে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ড হবে ২৪ দল নিয়ে। বাছাইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ডের ৯ গ্রুপের তৃতীয় ও চতুর্থ হওয়া ১৮ দলের সঙ্গে যোগ দেবে প্রথম রাউন্ডে বাদ পড়া দলগুলোর সেরা ৩টি এবং প্লে-অফ জেতা তিনটি। এই ২৪ দল ৬ গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে তৃতীয় রাউন্ড। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ৬ দল উঠবে এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত

পর্বে। দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে এশিয়ান কাপে কোয়ালিফাই করা ১৮ দেশের সাথে যোগ দেবে এই ৬ দল।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ কারা হবে তা নির্ভর করবে নভেম্বরে ঘোষিত ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ওপর। বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বাদ পড়া আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, চাইনিজ তাইপে, হংকং, ভারত, লেবানন, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, থাইল্যান্ড, তুর্কমেনিস্তান, ভিয়েতনাম ও ইয়েমেনের সাথে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে খেলবে প্রথম পর্ব থেকে বাদ পড়া ১০ দলের সেরা তিন ভুটান, লাওস ও মালদ্বীপ এবং প্লে-অফ টপকিয়ে আসা ৩ দেশ। এ মাসেই হবে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে খেলার প্লে-অফ। প্রথম পর্বে বাদ পড়া ১০ দলের মধ্যে নিচের ৬টি শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া, পূর্ব তিমোর, মঙ্গোলিয়া, ব্রুনাই ও ম্যাকাও খেলবে প্লে-অফে। ৫ ও ১০ সেপ্টেম্বর হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে খেলে জয়ী ৩ দল যোগ দেবে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে।

১৯ ডিসেম্বর হবে ড্র। তার আগে সবশেষ ঘোষিত ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ওপর ভিত্তি করে ২৪ দলকে চারটি পটে ভাগ করে গ্রুপিং করা হবে। বর্তমান র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী বাংলাদেশ আছে ৪ নম্বর পটে। ড্রয়ে ৩ পটে থাকতে পারলে এশিয়ান বাছাইয়ের গ্রুপে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির দল পাবে বাংলাদেশ। ঠিক এ কারণেই ড্রয়ের আগে কম হলেও চারটি ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলার পরিকল্পনা করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন। তার অংশ হিসেবে আগামী ৫ ও ৮ সেপ্টেম্বর ভুটানের বিপক্ষে দুই ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। আরও দু'টি ম্যাচ খেলার চেষ্টা করবে নভেম্বর উইন্ডোতে।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে ভুটান। বাংলাদেশ ১৮৪, ভুটান ১৮২। সেপেটম্বর উইন্ডোতে ভুটানকে হারাতে পারলে বাংলাদেশের র‍্যাঙ্কিং উন্নতি হবে। তাতে বাছাইয়ে ৩ নম্বর পটে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হবে। আর সেটা হলে গ্রুপে সহজ প্রতিপক্ষ পাবে লাল-সবুজ জার্সিধারীরা। বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরার ইচ্ছা ছিল র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৪০ থেকে ১৫০ এর মধ্যে থাকা দলগুলোর বিপক্ষে ম্যাচ খেলার। বাফুফের চোখও ছিল আরও এগিয়ে থাকা দলের বিপক্ষে জামাল-তপুদের খেলানো। তেমন প্রতিপক্ষ না পাওয়ায় ভুটানের বিপক্ষেই ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

এক সময় ছিল যখন ভুটানকে বলেকয়ে হারাতো বাংলাদেশ। দিন পাল্টে গেছে। ভুটান এখন ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের ওপরে। ২০১৬ সালে দেশটির কাছে প্রথম হারের তেঁতো স্বাদও নিয়েছে বাংলাদেশ। যদিও এখনো জয়ের পাল্টা বাংলাদেশের দিকে অনেক ভারী। ১৪ ম্যাচের ১১টি জিতেছে বাংলাদেশ। একটি হেরে দু'টি করেছে ড্র। তবে গত বছর জুনে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সবশেষ দেখায় বাংলাদেশ জিতেছিল ৩-১ গোলে।

ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ৩ মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে মাঠে নামতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ খেলেছিল লেবাননের বিপক্ষে ১১ জুন। ম্যাচটি হয়েছিল কাতারে। বাংলাদেশ হেরেছিল ৪-০ গোলে।

ঘরোয়া ফুটবল মৌসুমের বিরতির সময় খেলোয়াড়রা যে যার মতো করেই সময় কাটাচ্ছেন। গত ২২ আগস্ট দলবদল শেষ হওয়ার পর নতুন মৌসুমে মাঠে নামার অপেক্ষায় ফুটবলাররা। এরই ফাঁকে তাদের সামনে দু'টি ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার সুযোগ। যদিও এই দুই ম্যাচের আগে পুরোপুরি অনুশীলনের সুযোগ পাননি ফুটবলাররা। থিম্পুতে যাওয়ার ৫ দিন আগে অনুশীলন শুরু করেছিলেন কোচ। প্রথমে ১৪ জন নিয়ে ক্যাম্প শুরু হয়। এর কারণ ছিল অনূর্ধ্ব-২০ দলের সঙ্গে বেশ কয়েকজন ফুটবলার নেপালে ছিলেন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে। বসুন্ধরা কিংসের নিজেদের প্রস্তুতির কারণে তারাও বেশি আগে খেলোয়াড় ছাড়তে রাজি ছিল না।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন চেয়েছিল ঘরের মাঠে ম্যাচ দু'টি খেলতে। তাতে ফুটবলাররা মানসিকভাবে এগিয়ে থাকতে পারতেন।

তাছাড়া ভুটানের বিপক্ষে বাংলাদেশ একমাত্র যে ম্যাচটি হেরেছে সেই ম্যাচ হয়েছিল থিম্পুতেই। তাই বাংলাদেশ জিতেই ফিরবে তা এখন আর আগেভাগে বলা সম্ভব না। বাংলাদেশ চেষ্টা করবে সামনে থাকা দলটির বিপক্ষে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ জিতে নিজেদের র‍্যাঙ্কিং বাড়িয়ে নেওয়ার। সবশেষ সাক্ষাতে জিতেছিল বাংলাদেশ। সেই অনুপ্রেরণা অবশ্যই থাকবে থিম্পুর দুই ম্যাচে।
ভুটানের বিপক্ষে দুই ম্যাচে ইতিবাচক ফলাফল হলে বাংলাদেশের র‍্যাঙ্কিং বাড়বে। নেতিবাচক ফলাফল হলে সুযোগ কমে যাবে ৪ থেকে ৩ নম্বর পটে যাওয়ার। সেক্ষেতে নভেম্বর উইন্ডোর ম্যাচের ওপর ভাগ্য নির্ভর করবে। তখন বাংলাদেশ ফ্রেন্ডলি ম্যাচের জন্য কোন দলকে পায়, ফলাফল কেমন হয় তার ওপর ভাগ্য ঝুলে থাকবে। র‍্যাঙ্কিংয়ে বেশি এগিয়ে থাকা দলের বিপক্ষে খেলে ভালো ফল করতে পারলে তখন বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হবে।
কোচ হাভিয়ের কাবরেরা প্রথম ১৪ জনের নাম ঘোষণাকালে বলেছিলেন, 'ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচটি সহজ হবে না। আমাদের ইচ্ছা ছিল ঢাকায় ম্যাচ দু'টি খেলার। ভুটান রাজি না হওয়ায় তাদের দেশেই খেলতে হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করবো ভুটানকে হারিয়ে র‍্যাঙ্কিং বাড়িয়ে নিতে।'
আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশ যেসব প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেছে তাদের মধ্যে ভুটানের বিপক্ষে ফলাফলের রেকর্ডই ভালো। ৫০ ভাগের বেশি জয়ের রেকর্ড আছে যে দলগুলোর বিপক্ষে তার মধ্যে ভুটান একটি। পাহাড়ি এই দেশটির বিপক্ষে বাংলাদেশের জয়ের হার ৭৮.৫৭ ভাগ। আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হওয়ার পর বাংলাদেশ ৪৯টি দেশের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেছে। এর মধ্যে এশিয়ার দেশই ৪৩টি।
বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে তিন শতাধিক। এর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত ও নেপালের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি ২৮টি করে ম্যাচ খেলেছে। নেপালের বিপক্ষে জয়ের হার ফিফটি ফিফটি। তবে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স সুখকর নয়, জয় মাত্র ৩টি। হার ১৩টি এবং ড্র ১২টি। জয়ের হার মাত্র ১০.৭১ ভাগ।
সেপ্টেম্বর উইন্ডোর প্রতিপক্ষ ভুটান এক সময় ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের পেছনে ছিল। লাল-সবুজ দলের বিপক্ষে খেলতে নামলেই হারতো ভুটান। সেই দেশটি এখন বাংলাদেশের ওপরে। ২০১৬ সালে প্রথম জয় পাওয়ার পর থেকেই ভুটান এক চোখ রাঙায় বাংলাদেশকে। ৮ বছর পর ঘরের মাঠে বাংলাদেশকে আবারও হারানোর চেষ্টা করবে ভুটান। তাহলে র‍্যাঙ্কিংয়ে আরও নিচে নামার শঙ্কা থাকবে জামাল ভূঁইয়াদের।
র‍্যাঙ্কিং নিয়ে বহুদিন ধরেই হাপিত্তেশ করেছেন বাফুফে কর্মকর্তারা। বিদেশি কোচ যে যখন দায়িত্ব নিয়েছেন বলেছেন র‍্যাঙ্কিং উন্নতির লক্ষ্যের কথা। বাস্তবে সেটা হয়নি। বাংলাদেশ ঘোরাফিরা করছে ২০০ অঞ্চলের কাছাকাছি দিয়েই। বেশি শক্তিশালী দলের বিপক্ষে জিততে না পারলে র‍্যাঙ্কিং উন্নতির সুযোগ নেই। বাংলাদেশ সে কাজটিই পারে না। ফিফা প্রীতি ম্যাচের জন্য প্রস্তাব দিলে বড় দলগুলো আবার খেলে না। অস্ট্রেলিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, কাতারের মতো দেশের বিপক্ষে বাংলাদেশ খেলার সুযোগ পায় কেবল বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে। সেই সুযোগও কাজে লাগিয়ে কোনো অঘটন ঘটাতে পারে না লাল-সবুজ জার্সিধারীরা। ভুটান, গুয়াম, কম্বোডিয়া আর লাওসের মতো দলের বিপক্ষে জিতে আর কতটুকু উন্নতি করা যায়?
র‍্যাঙ্কিংয়ের অবনতির কারণেই ফিফা ও এএফসির প্রতিযোগিতাগুলোয় কঠিন প্রতিপক্ষ পায় বাংলাদেশ। ফলে বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রথম বা দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই বাদ পড়তে হয়। আগামী মার্চে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে বাংলাদেশ যদি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী প্রতিপক্ষ পায় তাহলে একটা ভালো অবস্থানে থেকে মিশন শেষ করার সুযোগ থাকবে। সেই লক্ষ্য নিয়েই স্প্যানিশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা ড্রয়ের আগে র‍্যাঙ্কিং বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। চারটি ম্যাচ খেললে এবং ভালো ফল হলে পূরণও হতে পারে কোচের লক্ষ্য।

ওপার বাংলায় 'ক্রিকেটের সাথে চলা'

● দুলাল হোসেন ●

দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ওপার বাংলায় ও লুৎফুর রহমান মাখন ভাইয়ের 'ক্রিকেটের সাথে চলা' গ্রন্থটি বেশ আলোচিত ও প্রশংসিত হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতাভিত্তিক সংগঠন 'হৃদয়' আয়োজিত কলকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সেমিনার মিলনায়তনে প্রায় শতাধিক ক্রীড়া বিশ্লেষক, লেখক ও সাংবাদিকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বইটির ওপর প্রাণবন্ত এক আলোচনা ও ক্রিকেটীয় আড্ডা। আমার সঙ্গে সরাসরি পরিচয় মূলত কলকাতার ক্রীড়া বিশ্লেষক ও লেখক সুমিত গাঙ্গুলী, পারমিতা রায়, প্রশান্ত গুপ্ত ও শুভ্রাংশু রায় এর সঙ্গে। পরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁদের উদ্যোগে 'ক্রিকেটের সাথে চলা' বইটি পশ্চিমবঙ্গে প্রচারের ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়েই যোগাযোগ শুরু হয়।
ক্রিকেটীয় আড্ডায় উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি আলোকিত করেছেন বিশিষ্ট ক্রীড়া বিশ্লেষক, লেখক ও সাংবাদিক কলরব রায়, প্রশান্ত গুপ্ত, সুমিত গাঙ্গুলী, শুভ্রাংশু রায়, পারমিতা রায়সহ অনেকে। এই আলোচনা শুনতে এসেছিল বেশ কয়েকজন নবীন ক্রীড়া গবেষক। কলকাতায় অনেকেই ক্রীড়া ইতিহাস, ক্রীড়াসাহিত্য, সর্বোপরি ক্রীড়া সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন, লুৎফুর রহমান মাখন ভাইয়ের এই বই আশীর্বাদস্বরূপ।
ক্রীড়া লেখক সুমিত গাঙ্গুলী প্রথমে পূর্ব বাংলার ক্রিকেটের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। আলোচনা সভায় দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছেন বাংলা ভাষায় ক্রিকেটের ইতিহাস নিয়ে এই পর্যায়ের বই এর আগে প্রকাশিত হয়নি। এই বইতে মাঠ-সংকটের কথা এসেছে বারবার। একসময় ঢাকায় কত মাঠ ছিল, এমন দারুণ সব মাঠ আজ বিকট অট্টালিকার নিচে চাপা। পশ্চিম বাংলায় এরূপ ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রশান্ত গুপ্ত বলেন, 'আমরা ক্রিকেট ফিকশন নিয়ে গল্প লিখি ও পড়ি। কিন্তু এই বইটি ব্যতিক্রম। কারণ, লুৎফুর রহমান ইতিহাসভিত্তিক অজানা এক অধ্যায়ের উন্মোচন করেছেন। গ্রন্থটি ইতিহাসের এক অসামান্য দলিল।' তিনি বলেন, 'পশ্চিম বাংলার ক্রিকেট গাঙ্গুলিতে শুরু, গাঙ্গুলিতেই শেষ। আমরা আজকের প্রজন্মকে আমাদের শিকড় দেখতে পারিনি।'
প্রখ্যাত ক্রীড়া লেখক ও গবেষক কলরব রায় বক্তব্যে অতীত সময়কার ক্রিকেট নিয়ে লেখার বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে লেখক তাঁর বইতে অনেক তথ্য, দুষ্প্রাপ্য সব ছবি ও স্কোরবোর্ড সংযুক্ত করায় গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে প্রামাণ্য এক ইতিহাস ও গবেষণার দলিল। তিনি ষাট দশকের পূর্ব পাকিস্তানের অনেক ক্রিকেট খেলা হয়েছে এই বিষয়ে লেখার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন।
আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল পঞ্চাশ দশকের পূর্ব পাকিস্তানের চৌকস অলরাউন্ডার সুকুমার গুহ এর দুই মেয়ে রাজলক্ষ্মী গুহ ও রাজশ্রী গুহ এর সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা হয়েছিল বিগত দিনের দ্যুতিমান অলরাউন্ডার সুকুমার গুহকে। কন্যারা বাবা সুকুমার গুহ ও মাখন ভাইয়ের ক্রিকেট খেলা ও ওয়ারী ক্লাব নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। মাখন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষ থেকে স্মারক হিসেবে ক্রেস্ট ও সম্মাননা সিনিয়র সাংবাদিক প্রণব বিশ্বাসের নিকট থেকে গ্রহণ করি। এ ছাড়া হাবিবুর রহমান পান্না ভাইকে এবং আমাকেও স্মারক হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানটি সার্বিক উপস্থাপনা ও সঞ্চালনে ছিলেন পারমিতা রায়।

গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন ও সংশোধন প্রয়োজন

ইকরামউজ্জমান

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হয়েছে অস্থিরতা, যেটি সুস্থ ক্রীড়া চর্চার জন্য উদ্বেগের বিষয়! ক্রীড়াঙ্গনে লক্ষণীয় হচ্ছে, দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ, অভিমান ও হতাশার প্রতিফলন। পাশাপাশি একদল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা এবং মনোবাসনা পূরণের প্রকাশ্য খেলায় মেতে উঠেছে। সাধারণ মহলের এসব বুঝতে অসুবিধা হয় না। ক্রিকেট ও ফুটবলের সমস্যা একরকম, আর বাকি ৫৩টি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের অন্য রকম। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ চাইলেই (২০-ক ধারা) যেকোনো সময়ে যেকোনো অজুহাতে খেলার ফেডারেশনের নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠন করতে পারে। তবে তাদের ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করার সুযোগ নেই ক্রিকেট বোর্ড এবং ফুটবল ফেডারেশনের ক্ষেত্রে। এগুলো পরিচালিত হয় আইসিসি এবং ফিফার গাইডলাইন অনুযায়ী। তাই স্পর্শকাতর এই দুটি খেলার নির্বাচিত গভর্নিং বডির বিষয়ে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অনেক বেশি সতর্ক। এখানে হঠাৎ তাড়াহুড়া করে কিছু করে ফেলার চেষ্টা করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে অতীতের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ঘিরে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, বিশ্বাস করি, সবার সম্মিলিত সহযোগিতায় এই সমস্যার সমাধান হবে।

বৈষম্যহীন এবং সমতাভিত্তিক ক্রীড়াঙ্গন প্রথম থেকেই কাম্য ছিল। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সংস্কার সাধনের সেই সুযোগ করে দিয়েছে। ক্রীড়াঙ্গনে এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

বাস্তবতা হলো, কয়েক বছর ধরে ক্রীড়াঙ্গন ক্রমাগত গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ক্রীড়াঙ্গনে দলীয় রাজনীতির প্রভাব বেড়েছে। ক্রীড়াঙ্গনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন অনুপস্থিত। অনুপস্থিত গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত ক্রীড়াঙ্গন। নীতিবিবর্জিতভাবে ক্রীড়াঙ্গন পরিচালিত হচ্ছে ব্যক্তি ও সমষ্টির ইচ্ছা এবং মর্জিমাফিক। জাতীয় স্বার্থ, চেতনা ও মূল্যবোধ ক্রীড়াঙ্গনে নেই। স্বেচ্ছাচারিতা, কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা, জনতুষ্টিবাদ, বিভাজন, ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা– ক্রীড়াঙ্গনের নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্যকে সরাসরি নষ্ট করছে। এতে ক্রীড়াঙ্গনের প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়েছে। দুর্নীতি, অনৈতিক কার্যকলাপ, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং স্বার্থচিন্তা ক্রীড়াঙ্গনকে বিপথগামী করেছে। সব সংগঠককে এই পরিবেশ সৃষ্টির দায়ভার বহন করতে হবে। ক্রীড়া সংগঠকদের বুঝতে হবে তাঁদের কার্যকলাপের জন্যই তাঁরা আত্মপরিচয় হারাতে বসেছেন। কিছু সংগঠক ক্রীড়াঙ্গনে নৈতিক অবস্থানটি হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা ক্রীড়াঙ্গনে টিকে আছেন ক্রীড়া রাজনীতির কূট খেলার মাধ্যমে। এই বিষয়গুলো এখন সবার কাছে স্পষ্ট।

স্বাধীনতাযুদ্ধ ছিল বৈষম্য, অবহেলা এবং বঞ্চনা অবসানের জন্য। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য। ক্রীড়াঙ্গনে নারী-পুরুষ বৈষম্য-বঞ্চনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বাড়ছে অধিকার অস্বীকারের অপসংস্কৃতি। নারীরা শুধু প্রতিযোগিতা চত্বরে নয়, খেলার আয়োজনের ব্যবস্থাপনায়ও ভীষণভাবে অবহেলিত। যে ক্রীড়াঙ্গনে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা নেই, সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করার মতো মানসিকতার অভাব সেই ক্রীড়াঙ্গনকে ভবিষ্যতের রাজপথে তুলতে তো বেগ পেতে হবে।

ক্রীড়াঙ্গনে বিভাজন, স্ববিরোধিতা, একে অপরের পেছনে লেগে থাকা, গণতান্ত্রিক অধিকার চ্যালেঞ্জ করা, সময় এবং সুযোগ বুঝে রূপ পাল্টানোর মিছিল এবার অনেক বড় হয়ে গেছে। ব্যক্তিস্বার্থ রাজনীতির মতাদর্শকে হার মানিয়েছে। ভাবা হচ্ছে এখনই সময়।

বছরের পর বছর ধরে কে কোন খেলায় ফেডারেশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, বর্তমানেও আছেন অন্য খেলার ফেডারেশনের সঙ্গে। কেউ কেউ বলছেন, তাঁরা আগে একসময় ছিলেন ক্রিকেট-ফুটবলের সঙ্গে, ছিলেন বঞ্চিত। কিন্তু কেন? কেউ কেউ আবার বিভিন্ন খেলায় বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে বিভিন্ন পদে চাকরি করেছেন একসময়। কেউ কেউ আবার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। সমস্যা হলো, ক্রীড়াঙ্গনে অনুধাবন বিষয়টি অনুপস্থিত। অনুপস্থিত আত্মবিশ্লেষণ।

ছাত্র-জনতা তাদের অধিকার আদায়ের দাবিতে জয়যুক্ত হয়ে সবার জন্য দাবি আদায়, বৈষম্যের অবসান, প্রতিবন্ধকতাগুলো ভেঙে ফেলা– সর্বক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের সুবর্ণ সুযোগ নিশ্চিত করেছে। ক্রীড়াঙ্গন তো এর বাইরের কিছু নয়। এখনই সময় ক্রীড়াঙ্গন মেরামত করার। ক্রীড়াঙ্গনে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সুস্থ গণতান্ত্রিকচর্চা প্রতিষ্ঠা করার। কর্তৃত্ববাদী শাসন থেকে মুক্ত করার।

ক্রীড়াঙ্গনে ব্যক্তির বিপক্ষে লড়াই নয়, দরকার সামগ্রিক কাঠামোতে পরিবর্তন। জঞ্জাল দূর করতে হলে এখন ক্রীড়াঙ্গনে সব ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের (যেটি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত) গঠনতন্ত্র, আইন এবং প্রশাসনিক সংস্কার জরুরি। আর এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে হবে ক্রীড়া সংগঠকদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে। কাজটি করতে হবে চিন্তাভাবনা করে, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে একটি সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে।

ক্রীড়া ফেডারেশনগুলো বর্তমানে যে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে, এগুলো তৈরি করা হয়েছে নিজেদের মতলব অনুযায়ী ক্রীড়া ফেডারেশন পরিচালনার জন্য। বছরের পর বছর নিজের লোকেরা নির্বাচিত হয়ে আসবে। আর বড় পদগুলো সব সময় দখলে থাকবে। ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোর বর্তমান সংবিধান রেখে জবাবদিহিমূলক কাঠামো তৈরি সম্ভব নয়। সম্ভব নয় ক্রীড়াঙ্গনে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিকচর্চা। সম্ভব নয় যোগ্য সামর্থ্যের অধিকারীদের সাংগঠনিক কার্যকলাপে সম্পৃক্ত করা। এই সংবিধানেই স্বৈরতন্ত্রের বীজ বপন করা আছে। এই সংবিধান রেখে ক্রীড়াঙ্গনে ভালো কিছু আশা করা এবং পরিবর্তন সম্ভব নয়।

সত্যি কথা বলতে কী, চিন্তা-ভাবনার পর এজিএম বা ইজিএমের আয়োজন বিষয়টি সময়সাপেক্ষ– তারপর সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে কাজের অগ্রগতি আটকে থাকবে না। এজিএম বা ইজিএম ও গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নতুন করে আইন ও নিয়মের প্রস্তাবগুলো পাস হওয়ার পর গঠনতন্ত্র অনুমোদন দেবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। এখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সব সময় অনেক হইচই, অনেক অভিযোগ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি, স্বচ্ছতার অভাব, স্বজনপ্রিয়তা, রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ অনেক কমে যাবে। যদি গঠনতন্ত্র সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী মাথা খাটিয়ে তৈরি করা সম্ভব হয়। তাহলে ক্রীড়াঙ্গনের অনেক বড় সমস্যা অবসান হতে বাধ্য।

শব্দজট-৬০৯

তা	ন	জি	ম	হা	সা	ন		রা
মি		য়া				বি		সে
ম		উ	দা	না			বে	ল
ই		র		ভী			ন	
ক		র		দ	রি	গা		ক
বা		হ	ক					র
ল		মা		আ	ল	আ	মি	ন
খা		ন		ফি		দি		
ন				ফ	জ	ল	হ	ক

শব্দজট-৬১১

১							২	
						৩		
		৪		৫				৬
		৭			৮			
				৯				
১০					১১		১২	
	১৩						১৪	

শব্দজট-৬০৯ বিজয়ী

শিল্পা রাণী
৪১, সামসুর রহমান রোড
খুলনা।

শব্দজট-৬০৮ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

নাম...
ঠিকানা...
....
....
মোবাইল :..

শব্দজট-৬০৯ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। সানজিদা আক্তার (সানজিদা), প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৪। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ৫। এমএইচ স্বাধীন, ২, আখতার চেম্বার, ৮১, ইকবাল রোড, খুলনা; ৬। সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ৭। ডা. তারেক আহমেদ, তৃতীয় তলা, কালী বাড়ি রোড, বরিশাল; ৮। মাহমুদা আক্তার ডলি, টি-এফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালী বাড়ি রোড, বরিশাল; ৯। স্বপ্না নাহা ঘোষ, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১০। শিল্পা রাণী, ৪১, সামসুর রহমান রোড, খুলনা; ১১। অমিত দস্তিদার, রূপন টেলিকম, ৪৮ আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১২। বেবী দস্তিদার, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৩। সোমা দস্তিদার, বাংলাদেশ টি স্টোরস্ ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ১৪। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহমেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম; ১৫। প্রত্যয়ী রায়, দোয়েল আহমেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম; ১৬। সাবিকুন নাহার ঐশী, শিক্ষার্থী, বিজ্ঞান বিভাগ, রোল-৬৭৭, এইচএসসি পরীক্ষার্থী ২০২৪, চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, খুলশী, চট্টগ্রাম; ১৭। সম্পা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৮। নুপুর রানী, ২৬, ফরাজী পাড়া লেন, খুলনা; ১৯। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা।

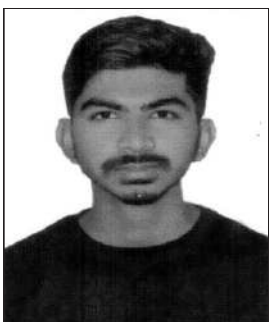

শব্দজট-৬০৮ বিজয়ী
মৃন্ময় নাহা

শব্দজট ৬১১-এর সূত্র

সূত্র : পাশাপাশি

১.মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত অ্যাথলেটিকসে বাংলাদেশের পক্ষে স্বর্ণজয়ী ক্রীড়াবিদ; ২. নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেটে অংশ নেওয়া পাকিস্তান দলের দলনেতা; ৪. ইউরো কাপ ২০২৪-এ সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়; ৭. যে খেলায় রুইতন হরতন পাওয়া যায়; ৮. বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের ডানহাতি পেস বোলার; ৯. অজি সাবেক ফাস্ট বোলারের নামের শেষাংশ; ১০. বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার; ১১. এশিয়া কাপ ক্রিকেট ২০২৪-এ অংশ নেওয়া নেপাল নারী ক্রিকেট দলের ডানহাতি ওপেনার; ১৩. অজি দলের ডানহাতি আর্ম ফাস্ট মিডিয়াম বোলার; ১৪. বাংলাদেশের অন্যতম একজন তিরন্দাজের নামের শেষাংশ।

সূত্র : উপর-নিচ

১. কোপা আমেরিকা ২০২৪-এর চ্যাম্পিয়ন দল; ৩. এমবাপ্পের নতুন ক্লাব; ৪. কোপা আমেরিকা ২০২৪-এ সর্বোচ্চ গোলদাতা; ৫. গোলকিপারের পেছনে যা থাকে; ৬. নিউজিল্যান্ড দলের ডানহাতি ফাস্ট বোলার; ১২. সংযুক্ত আরব আমিরাত দলের একজন অন্যতম ডানহাতি অলরাউন্ডার।

মিসেস নূরজাহান বেগম
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

● মো. নূর হোসেন (মাসুম) ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৬
দৈনিক আজাদ ২৪ আগস্ট ১৯৬৬
মোহামেডান স্পোর্টিং দল ৩-০ গোলে বিজয়ী : মুসার হ্যাট্রিক লাভ।

ঢাকা মোহামেডান-৩ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
(মুসা-৩)

গতকাল মঙ্গলবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৩-০ গোলে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করিয়া বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখিয়াছে।
মোহামেডান স্পোর্টিং দলের লেফট আউট মুসা উপর্য্যপরী তিনটি গোল করিয়া হ্যাট্রিক করিবার গৌরব অর্জন করেন। প্রথম রাউন্ডে মোহামেডান স্পোর্টিং দল এক গোলে জয়লাভ করিয়াছিল।
খেলার বিবরণ
পিচ্ছিল মাঠে খেলা শুরু হইবার প্রথম মিনিটেই মোহামেডান স্পোর্টিং দলের লেফট হাফ গফুরের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া লেফট আউট মুসা হেড করিয়া দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। ৮ মিনিটের সময় মোহামেডান দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড একটি বল ঠেলিয়া দিলে লেফট আউট মুসা তীব্র এক শটের সাহায্যে বিপক্ষ দলের গোলরক্ষককে পরাজিত করে (২-০)। পরবর্তী পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিজয়ী দলের লেফট আউট মুসা দূর হইতে সরাসরি একটি শটের সাহায্যে স্বীয় দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করিয়া নিজস্ব হ্যাট্রিক করেন (৩-০)। সব কয়টি গোল প্রথমার্ধে হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে আজাদ স্পোর্টিং দল অধিকাংশ সময়ে চাপিয়া খেললেও কোন গোল পরিশোধ করিতে পারে নাই।
ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : হাশেম দীন, জহীর, গোলাম কাদের, আসলাম, পিন্টু, গফুর, প্রতাপ, আবদুল্লাহ, শামসু, বশির, মুসা।
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব : এহতেশাম, আহমেদ, মোবাশ্বের, আজিজ খান, রাধা, লালু, মিলাল, নাসিম, রাজ্জাক, দেবু, নজরুল।
রেফারী : মাসুদুর রহমান।

দৈনিক আজাদ ২৫ আগস্ট ১৯৬৬
প্রেস দলের বিরুদ্ধে, ওয়ান্ডারার্স দলের ৩-০ গোলে জয়লাভ।
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৩ ইপিজি প্রেস-০
(ওমর, আব্বাস, হাফিজ উদ্দিন)

স্টেডিয়ামে গতকাল বুধবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ৩-০ গোলে পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্ট প্রেস দলকে পরাজিত করিয়াছে। প্রথম রাউন্ডের খেলায় ওয়ান্ডারার্স দল ২-১ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল।
খেলার বিবরণ
খেলা শুরুর ১২ মিনিটের পর ওয়ান্ডারার্স দলের রাইট ইন আব্বাসের একটি লম্বা পাস রাইট আউট ইউসুফ আয়ত্তে আনিয়া বিপক্ষ দলের গোলমুখে লব করিলে সেন্টার ফরোয়ার্ড ওমর সহজেই দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)।
প্রেস দলের ১ জন খেলোয়াড় বহিস্কৃত
খেলার ২৭ মিনিটের সময় প্রেস দলের বিশিষ্ট কর্মকর্তার ইংগিতে উক্ত দলের খেলোয়াড়েরা মাঠ পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হয়। পরে ৪ মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। খেলার ৩২ মিনিটের সময় প্রেস দলের সেলিম বিপক্ষ দলের আসলামকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিলে রেফারী সেলিমকে বহিষ্কারের আদেশ দেন।
বিরতির পর
দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৩ মিনিটের সময় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স দলের লেফটে আউট রহমত উল্লাহর নিকট হইতে একটি বল পাইয়া রাইট ইন আব্বাস স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। বিরতির ১০ মিনিটে পর ওয়ান্ডারার্স দলের রাইট হাফ আলী হাফিজ নিষিদ্ধ সীমানায় ফাউল করায় রেফারী পেনাল্টি শটের নির্দেশ দেন। প্রেস দলের মাহমুদের পেনাল্টি শটটি ঢাকা ওয়ান্ডারার্স দলের নবাগত গোলরক্ষক পাণ্ড করিয়া কৃতিত্বের সহিত রক্ষা করেন। বিজয়ী দলের লেফট ইন হাফিজ উদ্দিন স্বীয় প্রচেষ্টায় তৃতীয় গোলটি করেন (৩-০)।
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব : ফেরদৌস, দেবীনাশ, খামিশা, আলী হাফিজ, আসলাম, খলিল, ইউসুফ, আব্বাস, ওমর, হাফিজ উদ্দিন, রহমত উল্লাহ।
ইপিজি প্রেস : মাখন, আজব আলী, এরশাদ, রমিজ, কায়কোবাদ, জিল্লু, জালাল, সেলিম, ভুট্টু, নিমাই, মাহমুদ।
রেফারী : ইসা খান।

অমীমাংসিতভাবে অপর খেলা সমাপ্ত
ইপিআইডিসি-০ পাকিস্তান ইস্টার্ণ রেলওয়ে-০

আউটার স্টেডিয়ামে গতকাল ইপিআইডিসি ও পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলাটি গোলশূন্য অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। তীব্র উত্তেজনার মধ্যে খেলাটি সমাপ্ত হয়। ইপিআইডিস্থির মত একটি ভারসাম্য দলের খেলা বাহিরের মাঠে দেওয়ায় ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ইপিআইডিস্থির মত একটি দল চলতি বৎসরে প্রথম বিভাগে নবাগত হইলেও উক্ত দলের খেলোয়াড়দের মান শীর্ষ স্থানীয় দলগুলির অন্যতম।

দৈনিক আজাদ ২৬ আগস্ট ১৯৬৬
পিডব্লিউডির ২-১ গোলে জয়লাভ
প্রথমে গোল করিয়াও রহমতগঞ্জ পরাজিত
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২ রহমতগঞ্জ এমএফএস-১
(লাল মোহাম্মদ, গণি) (সুলতান)

গতকাল বৃহস্পতিবার স্থানীয় স্টেডিয়ামে প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় পাক পিডব্লিউডি দল ২-১ গোলে রহমতগঞ্জ এমএফএস দলকে পরাজিত কারিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে। প্রথমার্দ্ধে রহমতগঞ্জ দল ১-০ গোলে অগ্রগামী থাকে।
খেলার বিবরণ
খেলার ১৫ মিনিটের সময় রহমতগঞ্জ দলের রাইট আউট টিপুর একটি দর্শনীয় কর্ণার শর্ট হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড সুলতান হেড করিয়া স্বীয় দলের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন (১-০)। বিরতির ৩ মিনিট পর পাক পিডব্লিউডি দলের রাইট হাফ লাল মোহাম্মদের একটি সরাসরি শট হইতে গোলটি পরিশোধ করেন (১-১)। অল্পক্ষণের মধ্যে পিডব্লিউডি দলের লেফট আউট মঞ্জুরের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া রাইট ইন গণি জয়সূচক গোলটি করেন (২-১)।
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : মতিন, কানু, সালেহ, হামিদ, লাল মোহাম্মদ, ওয়াহেদ, সুজা, গণি, মালং, জানি, মঞ্জুর।
রহমতগঞ্জ এমএফএস : অনাথ, আফজাল, রফিক, হাসনাত, ফারুক, নাজির টিপু, কালাম, সুলতান, গফুর, নয়া।
রেফারী : এম, কবির।

পুলিশ-স্টেশনারী খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ।
ঢাকা পুলিশ এসি-০ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০

আউটার স্টেডিয়ামে গতকাল প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি

খেলায় পুলিশ এসি ও সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলের মধ্যে খেলাটি গোলশূন্য অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছে।

দৈনিক আজাদ ২৭ আগষ্ট ১৯৬৬

মোহামেডানের প্রথম পয়েন্ট নষ্ট

ইপিআইডিস্থির সহিত খেলা ৩-৩ গোলে অমীমাংসিত

ঢাকা মোহামেডান-৩ ইপিআইডি-৩

(শামসু, মুসা, প্রতাপ) (হাশেম-২, জব্বার-১)

গতকাল শুক্রবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ইপিআইডিসি দল ৩-৩ গোলে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করিয়াছে।

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লীগ খেলায় ইহা প্রথম পয়েন্ট নষ্ট। প্রথমার্দ্ধে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৩-১ গোলে অগ্রগামী থাকিবার পর খেলার শেষ মুহূর্ত্তে ইপিআইডিসি দল পরপর দুইটি গোল পরিশোধ করায় খেলায় সমতা আসে। প্রথম রাউন্ডের খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২-১ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল।

খেলার বিবরণ

উল্লেখযোগ্য লোক সমাগমের মধ্যে খেলার উপযোগী মাঠে আলোচ্য দিনের খেলাটি শুরু হয়। খেলার ২০ মিনিটকাল উভয় দলের খেলোয়াড়েরা আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমনের মধ্যে খেলা পরিচালনা করেন। খেলার ৬ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং দলের আবদুল্লা ও পরবর্তী মিনিটে মুসার নিকট হইতে একটি বল ইপিআইডিসি দলের গোলরক্ষক ড্রাইভ দিয়া রক্ষা করেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ইপিআইডিসি দলের এর লেফট অডিট টুলুর একটি চমৎকার লব লেফট ইন জব্বার বারের বাহির দিয়া মারিয়া দেন। খেলার ১২ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের রাইট ইন হাশেম বিপক্ষ দলের গোলমুখে ধীর ভাবে একটি বল লেফট ইন জব্বারের দিকে ঠেলিয়া দিলে জব্বার অতি সহজেই বলটিকে গোলে প্রবেশ করান (১-০)। মোহামেডান দলের গোলরক্ষক হাশেম দীন একটু তৎপর হইলে হয়তো তিনি বলটি প্রতিহত করিতে পারিতেন ১৫ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড হাশেম গোল করিবার আরও একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। খেলার ২০মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের গোল সীমানার দুই গজ দূর হইতে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লেফট আউট মুসার একটি ফ্রি কিক রাইট আউট প্রতাপ হেড করিয়া বিপক্ষ দলের গোলমুখে ফেলিলে সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু তীব্র এক শটের সাহায্যে গোলটি পরিশোধ করেন (১-১)। ২৮ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড বিপক্ষ দলের গোলরক্ষককে সরাসরি পরাভূত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিবার পর লেফট আউট মুসার দিকে বুদ্ধিমত্তার সহিত পাস দেন। মুসা সহজেই স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-১)। দ্বিতীয় গোলটির পর মোহামেডান দল সম্পূর্ণভাবে খেলাটি নিজেদের আয়ত্তে আনিয়া ফেলেন। বিরতির পূর্ব মুহূর্ত্তে বিজয়ী দলের লেফট আউট মুসার দর্শনীয় লব হইতে রাইট আউট প্রতাপ দৌড়াইয়া আসিয়া হেড করিয়া স্বীয় দলের পক্ষে পরবর্তী গোলটি করেন (৩-১)। বিরতি পর্য্যন্ত মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এক-তিন গোলে অগ্রগামী থাকে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২৮ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের রাইট ইন হাশেম মোহামেডান দলের স্টপার তোরাব আলীকে ডজ দিয়া চমৎকারভাবে আর একটি গোল শোধ করেন (২-৩)। খেলার শেষ মুহূর্ত্তে ইপিআইডিসি দলের রাইট ইন হাশেম লেফট ইন জব্বারের নিকট হইতে বলটি পাইয়া অবশিষ্ট গোলটি পরিশোধ করিয়া খেলার সমতা আনিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নিকট হইতে একটি পয়েন্ট ছিনাইয়া লয়।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : হাশেম দীন, জহীর, তোরাব আলী, আসলাম, পিন্টু, গফুর, প্রতাপ, আবদুল্লাহ শামসু, বশির, মুসা।

ইপিআইডিসি : স্বপন, সলিমুল্লাহ, আমিন, সাইফুদ্দিন, আবদুল্লাহ, প্রতুল, হাশেম, মারী, জব্বার, মুসা, টুলু।

রেফারী : মাসুদুর রহমান।

ওয়ারী দলের ৪-১ গোলে জয়লাভ।

ওয়ারী ক্লাব-৪ ইপিজি প্রেস-১

(জামিল-২, নিশীথ-১, নুরুল ইসলাম-১) (ভুট্টু)

প্রথম বিভাগের গতকাল অপর খেলায় ওয়ারী ক্লাব ৪-১ গোলে পূর্ব পাকিস্তান গবর্নমেন্ট প্রেস দলকে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ী দলের রাইট ইন জামিল ২টি, সেটার ফরোয়ার্ড নিশীথ ১টি ও রাইট ব্যাক নুরুল ইসলাম ১টি গোল করেন। বিজিত দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড ভুট্টু ১টি গোল পরিশোধ করেন।

দৈনিক আজাদ ২৮ আগষ্ট ১৯৬৬

পাক পিডব্লিউডি দল পরাজিত

ফায়ার সার্ভিস দলের ৪-০ গোলে জয়লাভ।

ফায়ার সার্ভিস- ৪ পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-০

স্টেডিয়ামে গতকল্য শনিবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় ফায়ার সার্ভিস দল ৪-০ গোলে পাক পিডব্লিউডি দলকে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে। প্রথমার্দ্ধে বিজয়ী দল দুই গোলে অগ্রগামী থাকে। প্রথম রাউন্ডের খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হইয়াছিল। খেলার ২৪ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের রাইট আউট আবুল হোসেনের লব হইতে লেফট ইন আশরাফ দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। খেলার ৩০ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের লেফট আউটের একটি চমৎকার কর্ণার শট সেন্টার ফরোয়ার্ড হেড করিয়া ঘুরাইয়া দিলে রাইট আউট আবুল হোসেন স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৩৩ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের আবুল হোসেনের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া সেন্টার ফরোয়ার্ড শাহাবুদ্দিন দিনের তৃতীয় গোলটি করেন (৩-০)। শেষ মুহূর্ত্তে বিজয়ী দলের লেফট আউট তসলিম দিনের শেষ গোলটি করেন (৪-০)।

ফায়ার সার্ভিস : সীতাংশু, মুজিবর, গাউস, জলীল, আবুল হাসান, সামাদ, আবুল হোসেন, সরফুদ্দিন, শাহাবুদ্দিন, আশরাফ, তসলিম।

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : মতিন, হামিদ, সালেহ, কানু, লাল মোহাম্মদ, ওয়াহেদ, মালং, গণি, সুজা, জানি, মঞ্জুর।

রেফারি : আবদুর রশীদ।

স্টেশনারী দলের মূল্যবান পয়েন্ট লাভ

সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-১ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব -০

(ইউজিন)

গতকাল প্রথম বিভাগের অপর খেলায় সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দল ১-০ গোলে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করিয়া মূল্যবান দুইটি পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে। প্রথমার্দ্ধের ৩৩ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের রাইট আউট ইউজিন জয়সুচক গোলটি করেন।

বিশেষ ঘোষণা

লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগ্রাহক, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় তা সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার্থে 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টধারীরা তাঁদের আইডিতে ঢুকে A nostalgic journey to Bangladesh sports সার্চ করলে আপলোডকৃত সংখ্যাগুলো দেখতে পারবেন।

বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ৭ টেস্ট জয়ের সাতকাহন

রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে ১০ উইকেটে হারিয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। টেস্ট ক্রিকেটে সব মিলিয়ে এটি বাংলাদেশের ২০তম জয়, যার ১৩টি এসেছে ঘরের মাটিতে এবং বিদেশের মাঠে টাইগাররা জিতেছে ৭ ম্যাচ। দেশের বাইরে বাংলাদেশের ৭টি টেস্ট জয়ের ছোট গল্প তুলে ধরেছেন **মো. মনির উদ্দিন**

শুরুটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে

২০০০ সালে টেস্ট অভিষেকের পর তত দিনে ৫৯ ম্যাচ খেলে ফেলেছে বাংলাদেশ। যেখানে ঘরের মাঠে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একমাত্র জয় (২০০৫ সালে) বাদে ৫২ ম্যাচেই কপালে জুটেছে পরাজয়, অন্য ৬ ম্যাচ ড্র। ২০০৯ সালের জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে বিদেশের মাঠে প্রথম টেস্ট জয়ের দেখা পায় বাংলাদেশ। সেবার স্পন্সর নিয়ে বোর্ডের সঙ্গে বিরোধের জেরে তারকা ক্রিকেটারদের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় সারির দল নামায় ক্যারিবীয়রা। কিংসটাউনের আর্নস ভেলে প্রথম টেস্টে টাইগাররা জয় তুলে নেয় ৯৫ রানে। হাফ সেঞ্চুরিবিহীন প্রথম ইনিংসে অলআউটের আগে ২৩৮ রান করেছিল বাংলাদেশ। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসে করে ৩০৭ রান। তামিম ইকবালের সেঞ্চুরি (১২৮) ও জুনায়েদ সিদ্দিকির হাফ সেঞ্চুরিতে (৭৮) দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশ স্কোরবোর্ডে তোলে ৩৪৫ রান। ২৭৭ রানের জয়ের লক্ষ্যে নেমে ক্যারিবীয়রা চতুর্থ ইনিংসে গুটিয়ে যায় ১৮১ রানে। তৃতীয় দিনে ইনজুরিতে পড়ে মাঠ ছেড়ে যাওয়া মাশরাফি বিন মুর্তজার জায়গায় ম্যাচের বাকি সময় নেতৃত্ব দেন সাকিব আল হাসান। ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ হলেও (৯ ও ৮) বোলিংয়ে আলো ছড়িয়ে (১৯.৪-২-৫৯-৩ ও ১৫-৪-৫১-৫) টেস্ট অভিষেককে স্মরণীয় করে রাখেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। প্রথম ইনিংসে ৬৬ বলে ১৪ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪৩ বলে ১২৮ রানের সুবাদে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেন তামিম ইকবাল।

বিদেশের মাঠে বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট জয়ের মুখ দেখেছিল ২০০৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজে

টানা দ্বিতীয় ম্যাচ ও সিরিজ জয়

ওই সফরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বাংলাদেশের দ্বিতীয় টেস্ট অনুষ্ঠিত হয় গ্রেনাডার ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। চোটের কারণে ছিটকে যাওয়া মাশরাফির পরিবর্তে টস করেন সাকিব আল হাসান। এনামুল হক জুনিয়র, সাকিব ও মাহমুদউল্লাহ; তিন স্পিনারের ৩টি করে উইকেট শিকারের সামনে ২৩৭ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায় ক্যারিবীয়দের। জবাবে মুশফিকুর রহিমের ৪৮, রকিবুল হাসানের ৪৪, তামিম ইকবালের ৩৭ ও মাহমুদউল্লাহর ২৮ রানের ওপর ভর করে বাংলাদেশ তোলে ২৩২ রান। দ্বিতীয় দফায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ সবকটি উইকেট হারিয়ে করতে পারে ২০৯ রান। সাকিব (৫/৭০) ও এনামুল জুনিয়রের (৩/৪৮) স্পিনভেল্কি সামলে সর্বোচ্চ ৬৯ রান করেন ডেভিড বের্নার্ড, ট্রাভিস ডাওলিনের ব্যাট থেকে আসে ৪৯। জয়ের জন্য বাংলাদেশের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ২১৫। ৬৭ রানের মাথায় ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ বিপদে পড়লেও ছয়ে নামা সাকিব অপরাজিত ৯৬ এবং রকিবুল হাসান ৬৫ রান করে দলকে ৪ উইকেটের স্মরণীয় জয় এনে দেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট ৮ উইকেট ও ১১২ রান করে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ বিবেচিত হন সাকিব। টানা দুই টেস্ট জিতে প্রতিপক্ষকে প্রথমবার হোয়াইটওয়াশ করার পাশাপাশি বিদেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ের কীর্তি গড়ে বাংলাদেশ।

বড় হারের পর ঘুরে দাঁড়ানো

বাংলাদেশকে বিদেশের মাটিতে তৃতীয় টেস্ট জিততে অপেক্ষা করতে হয়েছিল চার বছর। ২০১৩ সালের এপ্রিলে জিম্বাবুয়ে সফরে গিয়ে হারারেতে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে ৩৩৫ রানের বিশাল ব্যবধানে গোহারা হয় বাংলাদেশ! অবশ্য ওই দুঃস্বপ্ন ভুলে ঘুরে দাঁড়িয়ে একই মাঠে দ্বিতীয় টেস্টে ১৪৩ রানের জয় তুলে নেয় মুশফিকুর রহিমের দল। প্রথম ইনিংসে ৩৯১ রানের মজবুত সংগ্রহ গড়ে তোলে বাংলাদেশ, যেখানে তিন হাফ সেঞ্চুরির (সাকিব ৮১, নাসির হোসেন ৭৭ ও মুশফিক ৬০) পাশাপাশি তামিম ইকবাল করেন ৪৯ রান। ৩ উইকেট নেন এল্টন চিগুম্বুরা। এরপর রবিউল ইসলামের পেস (৫/৮৫) ও সোহাগ গাজীর অফস্পিন (৪/৫৯) তাণ্ডব সামলে স্বাগতিকরা করে ২৮২, যেখানে চিগুম্বুরার ৮৬ রান ছিল সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে ১৮ রানে ৩ উইকেট হারানো বাংলাদেশ পরে মুশফিকুর রহিমের ৯৩, নাসির হোসেনের অপরাজিত ৬৭ ও সাকিবের ৫৯ রানের সৌজন্যে ইনিংস ঘোষণা করে দেয় ৯ উইকেটে ২৯১ রান তুলে। সিঙ্গি মাসাকাদজা ৪টি ও হ্যামিল্টন মাসাকাদজা ৩টি উইকেট পান। ৪০১ রানের জয়ের লক্ষ্যে নেমে হ্যামিল্টন মাসাকাদজার অপরাজিত সেঞ্চুরির (১১১) পরও ২৫৭ রানের বেশি করতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। জিয়াউর রহমান ৪টি ও সাকিব ৩টি উইকেট নেন। ৬০ ও ৯৩, দারুণ দুটো ইনিংসের পুরস্কার হিসেবে ম্যাচসেরা বিবেচিত হন বাংলাদেশ অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম।

শততম টেস্টে অবিস্মরণীয় জয়

২০১৭ সালের মার্চে শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে গলে অনুষ্ঠিত সিরিজের প্রথম টেস্টে ২৫৯ রানে হেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বাংলাদেশ। কলম্বোর পি সারা ওভালের দ্বিতীয় ম্যাচটা ছিল বাংলাদেশের

ইতিহাসের ১০০ নম্বর টেস্ট! ঐতিহাসিক শততম টেস্টের একাদশ থেকে মাহমুদউল্লাহ ও মুমিনুল হককে বাদ দিয়ে চমকে দেন বাংলাদেশের তখনকার কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে! ওই দুজনের জায়গায় সাব্বির রহমান ও মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতকে খেলানো হয়। এতে বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা ক্ষোভে ফেটে পড়লেও শেষ পর্যন্ত টাইগাররা নিজেদের শততম টেস্টে পায় ৪ উইকেটের অবিস্মরণীয় এক জয়। শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংসে ৩৩৮ রানে অলআউটের পর বাংলাদেশ করেছিল ৪৬৭ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে স্বাগতিকরা ৩১৯ রানে গুটিয়ে গেলে বাংলাদেশের সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৯১ রান, যা ছুঁতে হারাতে হয় ৬ উইকেট। হাথুরু যে দুজনকে নিয়ে বাজি ধরেছিলেন, তার মধ্যে সাব্বির উভয় ইনিংসে চার নম্বরে নেমে করেন ৪২ ও ৪১ রান। অন্যদিকে টেস্ট অভিষেকে মোসাদ্দেক দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩ রানে আউট হলেও প্রথম ইনিংসে ৮ নম্বরে নেমে খেলেছিলেন ১৫৫ বলে ৭৫ রানের কার্যকরী ইনিংস। প্রথম ইনিংসে ৪৯ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৮২ রানের সুবাদে ম্যাচসেরার পুরস্কার পান ওপেনার তামিম ইকবাল। ব্যাটে (১১৬ ও ১৫) এবং বলে (২/৮০ ও ৪/৭৪) দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন সাকিব। চমৎকার বল করেছিলেন মোস্তাফিজুর রহমানও (২/৫০ ও ৩/৭৮)।

আবার জিম্বাবুয়ের মাটিতে

বাংলাদেশ সবশেষ জিম্বাবুয়ে সফরে গিয়ে টেস্ট খেলেছে ২০২১ সালের জুলাইয়ে। সেবার সিরিজে একটিই ছিল টেস্ট। হারারে মাঠে টস জিতে অধিনায়ক মুমিনুল হক ব্যাটিং বেছে নেওয়ার পর বাংলাদেশ ৪৬৮ রানের বড় স্কোর দাঁড় করায়। মাহমুদউল্লাহ অপরাজিত ছিলেন ১৫০ রানে, লিটন দাস করেন ৯৫ এবং মুমিনুলের ব্যাট থেকে আসে ৭০ রান। ব্লেসিং মুজারাবানি শিকার করেন ৪ উইকেট। এরপর মেহেদী হাসান মিরাজ (৫/৮২) ও সাকিব আল হাসান (৪/৮২) মিলে জিম্বাবুয়েকে অলআউট করে দেন ২৭৬ রানে; যেখানে টিনাসে কাইটানুর ৮৭ ও ব্রেন্ডন টেইলরের ৮১ ছিল উল্লেখযোগ্য। সাদমান ইসলামের অপরাজিত ১১৫ ও নাজমুল হোসেন শান্তর অপরাজিত ১১৭ রানের ওপর ভর করে বাংলাদেশ ১ উইকেটে ২৮৪ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে দেয় দ্বিতীয় ইনিংস। জিততে হলে করতে হবে ৪৭৭ রান–এমন বিশাল চাপ নিয়ে চতুর্থ ইনিংসে স্বাগতিকরা সব মিলিয়ে করতে পারে ২৫৬ রান। মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাসকিন আহমেদ উভয়েই নেন ৪টি করে উইকেট, অধিনায়ক ব্রেন্ডন টেইলর ৯২ ও ডোনাল্ড টিরিপানো ৫২ ছাড়া অন্যরা বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। ২২০ রানের বড় ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলাদেশ। হার না মানা দেড় শ রানের ইনিংস খেলা মাহমুদউল্লাহর হাতে ওঠে ম্যাচসেরার অ্যাওয়ার্ড। অনেকটা অভিমানে ম্যাচ চলাকালীনই তিনি টেস্ট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এবার রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে ১০ উইকেটে হারিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশ

ঘরের মাঠে কুপোকাত নিউজিল্যান্ড

বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসের সম্ভবত: সবচেয়ে বড় ও সেরা সাফল্য নিউজিল্যান্ডকে তাদেরই দেশে হারানো। ২০২২ সালের প্রথম দিনেই মাঠে নেমে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে ব্ল্যাক ক্যাপসদের ৮ উইকেটে হারিয়ে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিল বাংলাদেশ। পূর্ণ শক্তির নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তামিম ইকবাল ও সাকিব আল হাসানের মতো দুই তারকাকে ছাড়াই মুমিনুল হকের নেতৃত্ব ওই জয় ছিল অবিশ্বাস্য! ডেভন কনওয়ের ১২২, হেনরি নিকোলসের ৭৫ ও উইল ইয়ংয়ের ৫২ রানের সুবাদে প্রথম ইনিংসে স্বাগতিকরা করেছিল ৩২৮ রান। শরীফুল ইসলাম ও মেহেদী মিরাজ নিয়েছিলেন ৩টি করে উইকেট, পার্টটাইম বোলার মুমিনুল হাত ঘুরিয়ে পান ২ উইকেট। এরপর মুমিনুল হকের ৮৮, লিটন দাসের ৮৬, মাহমুদুল হাসান জয়ের ৭৮ ও নাজমুল হোসেন শান্তর ৬৪- চার হাফ সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশ ৪৫৮ রান তুলে লিড নেয় ১৩০ রানের। ট্রেন্ট বোল্ট ৪টি, নেইল ওয়াগনার ৩টি ও টিম সাউদি ২টি উইকেট দখল করেন। নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে তাণ্ডব চালান ইবাদত হোসেন, এই ডানহাতি পেসার ২১ ওভারে ৪৬ রান দিয়ে একাই শিকার করেন ৬ উইকেট! তাসকিন আহমেদ ৩ উইকেট নিতে খরচ করেন ৩৬ রান। উইল ইয়াংয়ের ৬৯ রানের পরও ব্ল্যাক ক্যাপসদের দ্বিতীয় ইনিংস থমকে যায় ১৬৯ রানে। জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৪০ রান তুলতে বাংলাদেশকে হারাতে হয় ২ উইকেট। প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ হন ৬ উইকেট নেওয়া ইবাদত হোসেন।

অতঃপর ধরাশায়ী পাকিস্তান

রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম টেস্টে টস জিতে নাজমুল হোসেন শান্ত ফিল্ডিং নেওয়ার পর কে জানত, কী রোমাঞ্চ অপেক্ষা করছে বাংলাদেশের সামনে! শেষ পর্যন্ত রূপকথার মতো ১০ উইকেটের এক স্মরণীয় জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাটিং স্বর্গে চতুর্থ দিন শেষে ড্রয়ের পথে এগোতে থাকা ম্যাচে বোলারদের দুর্দান্ত নৈপুণ্যে বাংলাদেশ পেয়েছে দাপুটে এক জয়। মোহাম্মদ রিজওয়ানের অপরাজিত ১৭১, সৌদ শাকিলের ১৪১ ও সাইম আইয়ুবের ৫৬ রানের সুবাদে ৬ উইকেটে ৪৪৮ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণার সময় পাকিস্তান নিশ্চয় স্বপ্নেও ভাবেনি যে ম্যাচটা তারা হারবে! দুই পেসার শরীফুল ইসলাম ও হাসান মাহমুদ নেন ২টি করে উইকেট, মিরাজ ও সাকিব ১টি করে। ওপেনার সাদমান ইসলামের ৯৩ রানের সৌজন্যে শক্ত ভিত পাওয়া বাংলাদেশ রান-পাহাড়ে চড়ে মূলত সপ্তম উইকেটে মুশফিকুর রহিম ও মেহেদী হাসান মিরাজের ১৯৬ রানের জুটির কারণে। মুশফিক আউট হন ১৯১ রান করে, মিরাজ করেন ৭৭; এর আগে মুমিনুল হক ৫০ ও লিটন দাসের ব্যাট থেকে আসে ৫৬। নাসিম শাহ ৩টি এবং শাহীন শাহ আফ্রিদি, খুররম শাহজাদ ও মোহাম্মদ আলী তিনজনই নেন ২টি করে উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানকে ১৪৬ রানে ধসিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন মিরাজ (৪/২১) ও সাকিব (৩/৪৪)। চতুর্থ ইনিংসে ৩০ রানের মামুলি টার্গেট পূরণ করতে কোনো উইকেট হারাতে হয়নি বাংলাদেশকে। মুশফিক পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।

বাফুফের জরিমানা, ঐতিহাসিক টেস্ট এবং অন্যান্য

● রফিকুল ইসলাম কামাল ●

ফিফার জরিমানার মুখে বাফুফে

আবারও বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার জরিমানার মুখে পড়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাইপর্বে গত ৬ জুন ঢাকায় বসুন্ধরা কিংস দলের স্টেডিয়াম কিংস অ্যারেনায় বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে মাঠে দর্শক ঢুকে পড়ার ঘটনায় এই জরিমানা করেছে ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটি। জরিমানার অঙ্ক ১৫ হাজার সুইস ফ্রাঁ, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২০ লাখ। গত ১৮ আগস্ট বাফুফের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন জরিমানার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, 'অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে মাঠে দর্শক ঢুকে যাওয়ার বিষয়টি ম্যাচ কমিশনারের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভালোভাবে নেয়নি ফিফা। এ কারণে ১৫ হাজার সুইস ফ্রাঁ জরিমানা করেছে তারা।' বাছাইপর্বে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাদের মাঠে ৭-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। এরপর ৬ জুন ওই ঘরের মাঠের ম্যাচে বাংলাদেশ হারে ০-২ গোলে।

সাম্প্রতিক সময়ে নানা অনিয়মের কারণে বাফুফেকে জরিমানা করে চলেছে ফিফা। এর আগে সর্বশেষ জরিমানার অঙ্কটা ছিল ৩০ হাজার ২৫০ সুইস ফ্রাঁ, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩৯ লাখ টাকা। গেল বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের তিনটি ম্যাচে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে এই জরিমানা করেছিল ফিফা।

ঐতিহাসিক টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া

ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণ টেস্ট। ইতিহাসের পথ-পরিক্রমায় টেস্ট ক্রিকেটের ১৫০ বছর পূর্তি হবে ২০২৭ সালের মার্চে। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি বিশেষ টেস্ট ম্যাচ খেলার উদ্যোগ নিয়েছে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। ২০২৭ সালের মার্চে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচটি। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ১৮৭৭ সালে ইতিহাসের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। সে বছরের ১৫ থেকে ১৯ মার্চ হয় ম্যাচটি। ভেন্যু ছিল ঐতিহাসিক এমসিজি। অবশ্য ওই সময় ম্যাচটি আনুষ্ঠানিকভাবে টেস্ট ম্যাচ হিসেবে স্বীকৃত ছিল না, পরবর্তী সময়ে এটিকে প্রথম টেস্ট ম্যাচের মর্যাদা দেওয়া হয়। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী নিক হকলি বলেন, 'টেস্ট ক্রিকেটের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রীড়া ভেন্যুতে ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্করণের দারুণ একটা উদ্‌যাপন হবে ২০২৭ সালের মার্চে। এই উপলক্ষে ইংল্যান্ডকে আতিথেয়তা দিতে তর সইছে না আমাদের।'

টেস্ট ক্রিকেটের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষেও বিশেষ ম্যাচ খেলেছিল ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া। ১৯৭৭ সালের ১২ থেকে ১৭ মার্চ মেলবোর্নেই হয়েছিল সে ম্যাচটি। ঐতিহাসিক সিরিজ অ্যাশেজের কোনো না কোনো টেস্টে খেলেছেন এমন জীবিত ক্রিকেটারদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সে ম্যাচে। এ ছাড়া ইংল্যান্ডের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ম্যাচের পঞ্চম দিনে চা বিরতির সময় মাঠে উপস্থিত হয়ে উভয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলেন। স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানও উপস্থিত ছিলেন ম্যাচে। গ্রেগ চ্যাপেলের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া সে ম্যাচে ৪৫ রানে হারায় টনি গ্রেগের ইংল্যান্ডকে।

প্যাট কামিন্স দীর্ঘ বিশ্রামে

দীর্ঘ বিশ্রামে গেছেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। আট সপ্তাহের জন্য তাঁকে বিশ্রাম দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ফলে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ মিস করবেন তিনি। চলতি মাসে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ও পাঁচটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলতে ইংল্যান্ড সফর করবে অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সের এই দীর্ঘ বিরতির মূলে কোনো চোট বা ইনজুরি কিছু নয়। মূলত এই বিশ্রাম আগামী নভেম্বরে ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে পূর্ণ সতেজতা নিয়ে নামার জন্য। ফক্স স্পোর্টসকে কামিন্স বলেন, 'প্রায় ১৮ মাস আগে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল থেকে আমি টানা বোলিং করে যাচ্ছি। তাই শরীরকে ঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাত থেকে আট সপ্তাহের জন্য বোলিং থেকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম আমার জন্যই ভালোই হবে। বিশ্রাম কাটিয়ে ফেরা সবাই-ই একটু সতেজ থাকে। এটা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।' কামিন্সকে বিশ্রাম দেওয়ার আরেকটি কারণ আছে। তাকে একেবারে সতেজ পেতে চাইছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। কারণ, সামনে ঘরের মাঠে আছে ভারতের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ– বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি। ২০১৮-১৯ এবং ২০২০-২১ মৌসুমে সিরিজ হারা অস্ট্রেলিয়া এবার জয়ের জন্য মুখিয়ে আছে।

সাফে মুগ্ধ-সাঈদদের স্মরণ

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ দল নেপালে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলেছে গেল মাসে। গত ২০ আগস্ট বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল শ্রীলঙ্কা। ওই ম্যাচের ১৮ মিনিটে শ্রীলঙ্কার রক্ষণকে ফাঁকি দিয়ে রাব্বি হোসেনের ক্রস বক্সে পেয়ে গোল করেন মিরাজুল ইসলাম। গোল করে উল্লাসে মাতা মিরাজুল ইসলাম নিজের জার্সির ওপর একটি সাদা রঙের টি-শার্ট পরেন। সেই টি-শার্টের বুকে লেখা ছিল, 'মুগ্ধ এবং আবু সাঈদের স্মরণে/ মনে রেখো যুদ্ধ করে রক্ত দিয়ে দেশ পেয়েছি'। তার উদ্‌যাপনে যোগ দেন দলের অন্যরাও। বাংলাদেশে সম্প্রতি ঐতিহাসিক ছাত্র-জনতা আন্দোলনকে স্মরণ রেখেই মিরাজুল ইসলামের এমন উদ্‌যাপন। তবে ফুটবলে ম্যাচ চলাকালে এ ধরনের বার্তা 'নিষিদ্ধ'। কেউ এমনটা করলে পেতে হয় হলুদ কার্ড। নিয়মটা মিরাজুলও জানতেন। তারপরও হলুদ কার্ড দেখার ঝুঁকি নিয়েই মুগ্ধ-সাঈদদের স্মরণ করেন তিনি। ম্যাচটি অবশ্য বাংলাদেশ ২-০ গোলে জিতেছে। অপর গোল করেন পিয়াস আহমেদ।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গত ১৬ জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহত হন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র আবু সাঈদ। বুক টান করে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। নিরস্ত্র সাঈদকে গুলি করে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে ১৮ জুলাই ঢাকার উত্তরায় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের ছাত্র মীর মুগ্ধকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিনি আন্দোলনরতদের মধ্যে পানি বিতরণ করছিলেন। এ দুই ঘটনা নাড়িয়ে দেয় গোটা বাংলাদেশকে।

এক ওভারেই ৩৯ রান, নতুন রেকর্ড

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ওভারে সর্বোচ্চ রানের নতুন রেকর্ড হয়েছে। পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের একটি ম্যাচে এক ওভারে রান ওঠে ৩৯! ম্যাচটি ছিল সামোয়া এবং ভানুয়াতুর মধ্যে, গত ২০ আগস্ট। ভানুয়াতুর পেসার নালিন নিপিকোর করা ওভারে ৬ বলে ৬টি ছক্কা মারেন সামোয়ার ব্যাটার ডারিয়াস ভিসের। ওই ওভারে ৩টি নো বলও দেন নিপিকো। ফলে মোট রান হয় ৩৯। এর আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ওভারে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিল ৩৬। পাঁচবার এমন ঘটনার সাক্ষী হয় ক্রিকেট। প্রথমবার ২০০৭ সালে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের যুবরাজ সিং ৬টি ছক্কা মারেন ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট ব্রডকে।

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নেই মেসি

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের পরের দুটি ম্যাচ অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে ছাড়াই খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। তাকে বাইরে রেখে গত ২০ আগস্ট দল ঘোষণা করে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। লিওনেল মেসি কোপা আমেরিকার ফাইনালে চোট পান। সেই চোট থেকে এখনো সেরে ওঠেননি তিনি। ফলে তাঁকে ছাড়াই ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার জন্য দল দিতে বাধ্য হয়েছে এএফএ। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বুয়েন্সে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ চিলি। বাছাইপর্বে এটি আর্জেন্টিনার সপ্তম ম্যাচ। এর চার দিন পর কলম্বিয়ার বিপক্ষে তাদের মাটিতে খেলবে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। কনমেবল অঞ্চলের বাছাইপর্বে ৬ রাউন্ড শেষে আর্জেন্টিনা শীর্ষে আছে। তাদের পয়েন্ট ১৫। সমান ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে উরুগুয়ে আছে দুইয়ে। কনমেবল অঞ্চলের ১০টি দল ডাবল লিগ পদ্ধতির বাছাইপর্বে অংশ নিচ্ছে। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ ছয় দল সরাসরি খেলবে ২০২৬ বিশ্বকাপে। সপ্তম দলটিরও সুযোগ থাকবে প্লে-অফ পেরিয়ে বিশ্বকাপের টিকিট কাটার।

ইংলিশ ফুটবলার হামজার হাতে বাংলাদেশি পাসপোর্ট

● মো. সামীম সরদার ●

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইংলিশ ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরীর লাল-সবুজ জার্সিতে খেলার স্বপ্ন পূরণ এখন সময়ের ব্যাপার। একজন প্রবাসী ফুটবলারকে জাতীয় দলে খেলানোর জন্য যে প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করতে হয় তার প্রথম কয়েকটি হয়ে গেছে। জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি পর হামজা করেছেন বাংলাদেশি পাসপোর্ট। তিনি বাফুফেকে চিঠি দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলার আগ্রহের কথাও আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন।

হামজা চৌধুরী খেলতে চাইলেই হবে না, তাকে পেতে হবে ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফএ) ছাড়পত্র। আর এই ছাড়পত্র আদায়ের কাজটা করতে হয় ন্যাশনাল ফেডারেশনকেই। তাই তো হামজার পাসপোর্ট হাতে পাওয়া ও চিঠির মাধ্যমে আগ্রহ প্রকাশের পরই বাফুফে বিলম্ব না করে ছাড়পত্র চেয়ে চিঠি দিয়েছে এফএ'কে।

লাল-সবুজ জার্সিতে খেলা সময়ের ব্যাপার হামজার

বাফুফের প্রথমে ইচ্ছা ছিল এই সেপ্টেম্বর উইন্ডোতেই হামজাকে লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক ঘটানোর। তবে হামজা পাসপোর্ট তুলতে বিলম্ব করায় পুরো প্রক্রিয়াই বিলম্ব হয়েছে। জুন মাসে পাসপোর্ট তৈরির আবেদন করেছিলেন হামজা। হামজা লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনে পাসপোর্টের আবেদন করতে গেলে তাঁকে সেভাবে সহযোগিতা করেননি কর্মকর্তারা। যে কারণে হামজা ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। পরে বাফুফে বাংলাদেশ হাই কমিশনে ফোন করে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝালে পরেরবার হামজাকে ভিআইপি মর্যাদায় সহযোগিতা করেন কর্মকর্তারা।

বেশ কিছুদিন আগেই তৈরি হয়েছিল হামজার পাসপোর্ট। তিনি তোলার সময় পাচ্ছিলেন না লেস্টার সিটির প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শুরুর কারণে। গত ২৪ আগস্ট হামজার মা হাইকমিশন থেকে পাসপোর্ট সংগ্রহ করেন। তারপর থেকেই শুরু হয় হামজার জন্য ফিফা থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রক্রিয়া।

বাফুফে সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার বলেছেন, 'আমাদের চেষ্টা থাকবে নভেম্বর উইন্ডোতে হামজাকে জাতীয় দলে খেলানোর। এখন আমরা অপেক্ষা করছি ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ছাড়পত্রের জন্য। ছাড়পত্র পেলে অন্যান্য কাগজপত্র সহ আমরা সেটা পাঠিয়ে দেবো ফিফার প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির কাছে। ফিফা সিদ্ধান্ত দিলেই হামজার খেলার পথ পরিষ্কার হবে।'

হামজার বাংলাদেশ দলে খেলা হলে সেটাই প্রথম হবে না। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের ফুটবলে যোগ হয়েছিল নতুন অধ্যায়। ওই বছর নেপালে অনুষ্ঠিত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের বিপক্ষে তৎকালীন ডাচ কোচ লোডভিক ডি ক্রুইফ লাল-সবুজ জার্সিতে প্রথম প্রবাসী ফুটবলার হিসেবে খেলিয়েছিলেন জামাল ভূঁইয়াকে। ১১ বছর ধরে বাংলাদেশ দলে খেলছেন ডেনমার্ক প্রবাসী এ ফুটবলার। বাংলাদেশ দলের অধিনায়কের দায়িত্বও পালন করছেন তিনি।

২০২১ সালের ৩ জুনে কাতারে আফগানিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে দ্বিতীয় প্রবাসী ফুটবলার হিসেবে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় তারিক রায়হান কাজীর। ফিনল্যান্ড প্রবাসী এ ফুটবলারও প্রায় নিয়মিত খেলে যাচ্ছেন লাল-সবুজ জার্সিতে। জাতীয় দলের রক্ষণে অন্যতম সেরা খেলোয়াড় তিনি।

জামাল-তারিকের পর তৃতীয় প্রবাসী ফুটবলার হিসেবে বাংলাদেশের জার্সিতে খেলেছেন রাহবার খান। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে কিরগিজস্তানে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ফিলিস্তিনের বিপক্ষে খেলেছেন কানাডা প্রবাসী এ ফুটবলার। এরপর আরও কয়েকজন প্রবাসী ফুটবলার বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার কাছাকাছি ছিলেন।

আগে-পরে যাদেরই অভিষেক হোক, প্রবাসী ফুটবলারের আলোচনায় এখন বেশি উচ্চারিত হচ্ছে দেওয়ান হামজা চৌধুরীর নাম। কারণ তিনি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ফুটবলার। বিশ্বের শীর্ষ লিগগুলোর অন্যতম ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। এই লিগের কোনো ফুটবলার বাংলাদেশ দলে থাকাটাই অন্যরকম মর্যাদার। তাছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় দলে যত খেলোয়াড় আছেন নিঃসন্দেহে তাদের চেয়ে ধারে-ভারে এগিয়ে থাকবেন হামজা চৌধুরী।

লেস্টার সিটির মধ্যমাঠের খেলোয়াড় হামজা। মূল দলে যোগ দেওয়ার আগে অধিনায়কত্ব করেছেন ক্লাবটির অনূর্ধ্ব-২৩ দলের। ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২১ দলের জার্সিতে ৭টি ম্যাচও খেলেছেন। লেস্টার সিটি ইংলিশ ফুটবল লিগের দ্বিতীয় স্তর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে নেমে গিয়েছিল এক মৌসুম আগে। এ মৌসুমে প্রিমিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে প্রিমিয়ারে ফিরে এসেছে দলটি।

বেশ কয়েক বছর ধরেই হামজা চৌধুরীকে নিয়ে বাংলাদেশের ফুটবলামোদীদের মধ্যে আলোচনা চলছে। হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানার স্নানঘাটে হামজাদের বাড়ি। হামজার বাবা দেওয়ান গোলাম মোর্শেদ চৌধুরী ও মা রাফিয়া চৌধুরী বাংলাদেশি হলেও তাঁর জন্ম ইংল্যান্ডের লাফবারা শহরে। ছোটবেলা থেকেই ফুটবলে ঝোঁক ছিল হামজার। তাই তো ৫ বছর বয়সেই তাকে ভর্তি করা হয়েছিল লাফবারা ফুটবল ক্লাবে।

ওই বয়সেই ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকটি ক্লাবের অনুসন্ধানী দলের নজরে পড়েছিলেন হামজা। সে তালিকায় ছিল লেস্টার সিটির অনুসন্ধানী দলও। হামজার বাবা শেষ পর্যন্ত তাঁকে লেস্টার সিটির একাডেমিতে ভর্তি করিয়েছিলেন। বয়স ১৮ বছর হওয়ার পর হামজার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় লেস্টার সিটি। তিনি ২০০5 থেকে টানা ১০ বছর খেলেন লেস্টার সিটির যুব দলে। মূল দলে খেলা শুরু করেন ২০১৫ সালে।

লেস্টার সিটির হামজা মাঝে লোনে খেলেছেন বার্টন অ্যালভিয়নে ও ওয়াটফোর্ডে। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল হামজা চৌধুরীর। মাঠে তাকে আলাদাভাবেই চেনা যায়। বয়স ২৬ বছর। ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি উচ্চতার হামজা খেলে থাকেন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডে। কখনো কখনো তাকে দেখা যায় রাইট-ব্যাকে খেলতেও।

হামজাকে নিয়ে জাতীয় দলের স্প্যানিশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরার বক্তব্য ছিল 'আজ হোক বা কাল হামজাকে জাতীয় দলে আমরা পাবো। হামজা আসলে বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য ইতিবাচকই হবে। ফেডারেশন হামজাকে নিয়ে কাজ করছে। কাজ অনেকটা এগিয়েও গেছে। তিনি দলে যোগ দিলে কেবল আমাদের শক্তিই বাড়বে না, দলের অন্য খেলোয়াড়রাও অনুপ্রাণিত হবেন।'

● ইকরামউজ্জমান ●

স্কুলের মাঠ অন্য কাজে ব্যবহার থেকে বিরত রাখা হোক

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে। দীর্ঘ সময় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। বিশ্ব জননন্দিত নোবেল বিজয়ী, অলিম্পিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা শুধু নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেননি, তাঁরা পুরো বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন ঐক্যবদ্ধ তারুণ্য শক্তি কীভাবে কর্তৃত্ববাদীকে পরাজিত করে জয়ী হতে পারে। দেশে অনেক হতাশার মধ্যে আমাদের আশাবাদের জায়গা হচ্ছে তারুণ্য। যাঁরা সব সময় বাংলাদেশের জয় চান। সারা পৃথিবী এখন বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁরা দেখছেন তারুণ্যের প্রত্যয়।

অতীতে লক্ষ্য করেছি, প্রতিটি গণ-অভ্যুত্থানের পর একদলকে বড় তাড়াতাড়ি সরব হয়ে উঠতে। তাঁদের কেউ কেউ রং পাল্টে চেষ্টা করেছেন নেতা-নেত্রী হতে। ভোল পাল্টে সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নিতে। কেউ কেউ ভাবেন দাবি আদায়ের এটাই মোক্ষম সময়। এবারও সেই একই কাহিনি এবং ছবি সবাই দেখছেন। ক্রীড়াঙ্গন তো এর বাইরে নয়। এতে করে ক্রীড়াঙ্গনে যতটুকু অস্থিরতা হওয়ার কথা নয়–এর চেয়েও বেশি অস্থিরতার জন্ম হয়েছে। ব্যক্তি ও সমষ্টির মৌলিক অধিকার তো অস্বীকার করা যাবে না। ক্রীড়াঙ্গনে কোনো ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রে কি লেখা আছে কাউকে জোর করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে দাবি উত্থাপন করা যাবে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা না-করা একজন ব্যক্তি বিশেষের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার। অধিকার নিশ্চিত করব এবং বৈষম্য ও বঞ্চনার অবসানের জন্যই তো ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। এটি এবারের অভ্যুত্থানে বড় ভরসা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্র ও রাজনীতির সংস্কার চান। সংস্কার এবং পরিবর্তন চান ক্রীড়াঙ্গনও। ক্রীড়াঙ্গন যে সঠিকভাবে চলছে না, এটি তারুণ্যের প্রতিনিধিদের অজানা নয়। তাঁরা জানেন ক্রীড়াঙ্গনের মৌলিক সমস্যা এবং দুর্বলতা কোথায়? অবগত আছেন ক্রীড়াঙ্গন কীভাবে বছরের পর বছর ধরে বৈষম্য, অরাজকতা, অধিকারহীনতা আর একতৃবাদী শাসনের মধ্য দিয়ে চলেছে। জবাবদিহি, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন এবং সুশাসন অনুপস্থিত। ছাত্র-জনতার আবেগ, সংকল্প এবং ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতি আবার প্রমাণ করেছে তারুণ্য পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের জন্য অনিবার্য একটি শক্তি। অবশ্যই এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন মহলের আন্তরিকতা এবং সহযোগিতা প্রয়োজন।

খেলাধুলা ছেলে ও মেয়েদের জন্মগত মৌলিক অধিকার। জাতিসংঘ ১৯৮৯ সালে খেলাধুলাকে শিশুদের জন্মগত মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে। চলতি বছর ২৫ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৪০টির বেশি দেশের সম্মতিতে নতুন একটি দিবস ঘোষণার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রতিবছর ১১ জুনকে 'ইন্টারন্যাশনাল ডে অব প্লে বা আন্তর্জাতিক খেলাধুলা দিবস ঘোষণা' করা হয়েছে।

অলিম্পিক আন্দোলনে অন্যতম একটি শক্তিশালী স্লোগান হলো 'প্লে ফর অল' 'সবার জন্য খেলাধুলা'। দেশে দেশে খেলাধুলা করার অধিকার নিশ্চিত করণের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। ক্রীড়াচর্চা পারে উদ্যম তারুণ্য যুবশক্তিকে একত্রিত করার মাধ্যমে একটি সুস্থ এবং সুশৃঙ্খল জাতি গঠনের পাশাপাশি বহিঃবিশ্বে দেশের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করতে।

৬ এপ্রিল 'ইন্টারন্যাশনাল ডে অব স্পোর্টস' (আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস) তো আছেই তারপরও জাতিসংঘ শিশুদের জীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ ও মেধা বিকাশে সুযোগ সৃষ্টির জন্য 'ইন্টারন্যাশনাল ডে অব প্লে' ঘোষণা করেছে। আর এই উদ্যোগকে পুরো বিশ্বের শিক্ষাব্রতী সমাজ স্বাগত জানিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে যাঁরা সাহস করেননি, কথা বলেননি তাঁরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত ছোট বড় সব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য সেক্টরের মতো ক্রীড়াঙ্গনেও তৎপর হয়ে উঠেছেন। ২০-২৫ দিনে তো এটি বুঝেও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ক্রীড়াঙ্গনের কাঠামো ও সংবিধান সংস্কারের জন্য সময়ের প্রয়োজন। ১৬ বছরে ক্রীড়াঙ্গনে দুর্নীতি আর অরাজকতার 'ডিপো' বানানো হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা বৈষম্যের বিরুদ্ধে নয়। পুরো বাংলাদেশের সব সেক্টরের বৈষম্য এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে। মনে রাখতে হবে ক্রীড়াঙ্গন আর পুরোনো সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি চায় না। দেখতে চায় নতুন রোড ম্যাপ।

দেশের বৃহত্তর ক্রীড়াঙ্গনের সূতিকাগার হলো শিক্ষাঙ্গনের ক্রীড়াঙ্গন। বিশেষ করে স্কুলের ক্রীড়াঙ্গন। আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রীড়াঙ্গন ভীষণভাবে উপেক্ষিত এবং অবহেলিত। ক্রীড়াঙ্গনে কর্তৃত্ববাদী সংগঠকরা বছরের পর বছর তাঁদের গদি টিকিয়ে রেখেছেন। তাঁরা ক্রীড়াঙ্গনে খেলোয়াড়, ক্রীড়াবিদ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের ভাষা বোঝার চেষ্টা করেননি। অব্যবস্থাপনা ক্রীড়াঙ্গনকে পর্যুদস্ত করেছে। ক্রীড়াঙ্গনে কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন–যাঁরা দক্ষতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন, তাঁদের বিপক্ষে সরব হওয়াতে।

আমরা চাই ক্রীড়াঙ্গনে পরিবর্তন এবং সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে ঐক্যের মাধ্যমে যে উচ্ছাসের জন্ম হয়েছে এটিকে সম্ভাবনাময় একটি ক্রীড়াঙ্গন সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হোক। একটি বিষয়কে গুরুত্বে সঙ্গে তুলে ধরতে চাচ্ছি সেটি হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-বিশেষ করে প্রাথমিক, উচ্চবিদ্যালয় এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর (যে স্কুলগুলোর খেলার মাঠ বা ফাঁকা জায়গা আছে) খেলার মাঠগুলো যেভাবে দখলে আছে, যেভাবে হরদম ব্যবহৃত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের খেলার পরিবর্তে হাজারো কাজে–আর এই কাজের মধ্যে আবার স্কুলের ফান্ডের টানাটানিতে কিছু ইনকামও আছে। একটাই কথা ছেলে মেয়েরা মাঠে খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ক্রীড়াবিমুখতা নিয়ে প্রায়ই বিশেষজ্ঞরা কথা বলেন। ছেলে ও মেয়েদের খেলার সুযোগ কোথায়? খেলাধুলা চর্চায় প্রধান বিষয় তো মাঠ বা ফাঁকা জায়গা। মাঠ এবং ফাঁকা জায়গা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এতে করে ছেলে ও মেয়েরা খেলাধুলা করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মাঠগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সবাই বিষয়টি বোঝেন, প্রশাসন থেকে শুরু করে অন্যরা মুখে মুখে তারা বিরোধিতাও করেন। আবার এই বেড়াই ক্ষেত খায়। খেলার মাঠে ছেলেমেয়েদের খেলার চর্চা যেটি তাদের মৌলিক অধিকার এটি তোয়াক্কা না করে মাঠ ব্যবহারের অনুমতি দেন সরকারি প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসার এবং বিভিন্ন ধরনের চাপে এবং কিছু অর্থ ফান্ডে গচ্ছিত হবে এই 'লোভে'–স্কুল কর্তৃপক্ষ। অতীতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী স্কুলের মাঠ খেলাধুলার চর্চা চাড়া অন্য কাজে ব্যবহার না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও–সরকারি প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিরা এর তোয়াক্কা করেননি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা দেশের রাজনীতিতে শুধু পটপরিবর্তন করেনি। মানুষের অধিকার সম্মানিত করেছে। আমাদের দাবি অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠগুলোকে খেলার চর্চা ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা হোক। যেসব মাঠ বিভিন্নভাবে দখলে আছে, এই মাঠগুলো দখলমুক্ত হোক। ছেলে ও মেয়েরা যাতে তাদের অবসরে মাঠে খেলাধুলা করতে পারে। এই স্বস্তি বড় প্রয়োজন।

এশিয়ান ইনডোর গেমস বাতিল

ওমর ফারুক রুবেল

কয়েক দফা পিছিয়েছে। স্বপ্নও পিছিয়েছে। কিন্তু পেছানোর পরও শেষ পর্যন্ত আর মাঠে গড়াল না এশিয়ান ইনডোর অ্যান্ড মার্শাল আর্ট গেমসের ষষ্ঠ আসর। ২১-৩০ নভেম্বর থাইল্যান্ডের ব্যাংকক ও চনবুড়িতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এই গেমসের। ২০ আগস্ট এশিয়ান ইনডোর অ্যান্ড মার্শাল আর্ট গেমস বাতিল ঘোষণা করে অলিম্পিক কমিটি অব এশিয়া (ওসিএ)। সেই সঙ্গে অপমৃত্যু ঘটল বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের একটি স্বপ্নের। বিশেষ করে ইংল্যান্ডপ্রবাসী অ্যাথলেট ইমরানুর রহমানের পদক জয়ের আশা ভেস্তে গেল। কারণ, এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন তিনি।

ব্যাংকক পোস্টের খবর

থাইল্যান্ডের প্রথম শ্রেণির দৈনিক ব্যাংকক পোস্ট জানায়, থাইল্যান্ডের ফান্ড সমস্যা থাকায় শেষ মূহর্তে এসে গেমস আয়োজনে অপারগতা প্রকাশ করায় তা বাতিল করে ওসিএ। ফলে এই গেমস ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিত হবে সৌদি আরবের রিয়াদে। নভেম্বরের এই গেমস বাতিল হওয়ায় চলতি বছরে আর কোনো গেমস নেই। ২০২৫ সালে ইসলামিক সলিডারিটি ও ২০২৬ সালে কমনওয়েলথ এবং এশিয়ান গেমসের সূচি রয়েছে।

সাত ইভেন্টে ছিল বাংলাদেশ

থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনডোর অ্যান্ড মার্শাল আর্ট গেমসের সাতটি ইভেন্টে অংশ নেওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশের। এগুলো হলো অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, দাবা, কারাতে, বাস্কেটবল, কুস্তি ও শুটিং। ইতোমধ্যে অনুশীলনও করছিলেন লাল সবুজের ক্রীড়াবিদরা। কিন্তু গেমস শুরুর মাস তিনেক আগে এই গেমস বাতিলই করে দিল ওসিএ।

স্বপ্ন ভঙ্গ যাঁদের

গেমস বাতিল হয়ে যাওয়ায় হতাশ দেশের দ্রুততম মানব ও এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণজয়ী ইমরানুর রহমান। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাজাখস্তানের আস্তানায় অনুষ্ঠিত হয় এই টুর্নামেন্ট। সেখানেই ৬০ মিটার স্প্রিন্টে স্বর্ণপদক জিতে চমকে দেন প্রবাসী এই স্প্রিন্টার ৬.৫৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে জয়োল্লাস করেন। পেছনে ফেলেন হংকংয়ের শাক কাম ছিংকে (৬.৬৫ সেকেন্ড) ও জাপানের রিওতা সুজুকিকে (৬.৬৬ সেকেন্ড)। তবে ইমরানুর রহমান ৬০ মিটার স্প্রিন্টের জন্যই নিজেকে তৈরি করেছে, তা বোঝা গেল পরবর্তী কটি গেমস। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে তেহরানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে অবশ্য নিজের স্বর্ণ হারিয়ে ফেলেন ইমরানুর। তেহরানের ৬০ মিটার স্প্রিন্টে ৬.৬৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে চতুর্থ হন তিনি। হতাশ করেন সবাইকে। তবে থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনডোরে ভালো করার প্রত্যয় ছিল তার। এখন গেমস বাতিল হওয়ায় তার স্বপ্নও শেষ।

আগস্টে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে হিটে প্রথম হয়েছিলেন। যদিও ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ১০.৫০ সেকেন্ড সময় নেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে ১০.৪১ টাইমিং করেও সেমিতে উঠতে পারেননি। ইমরানুরের পাশে বুদাপেস্টে হিটে দৌড়েছিলেন অলিম্পিকে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে সোনাজয়ী ইতালির মার্চেল ইয়াকব। সেপ্টেম্বরে অবশ্য হাংজু এশিয়াডে ১০.৪৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে ১০০ মিটার স্প্রিন্টের সেমিতে উঠেছিলেন বাংলাদেশের অ্যাথলেটিকসের মুখ হয়ে ওঠা ইমরানুর। যে নিজেকে প্রস্তুত করেছে ৬০ মিটারের জন্য, তাঁকে দিয়ে বারবার জোর করে ১০০ মিটারে খেলানো হয়েছে। অবাক হলেও সত্যি যে ইমরানুরকে দিয়ে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে খেলানোয় তাঁর পারফরম্যান্স আরও বাজে হয়। ফলে তেহরানে নিজের প্রিয় ইভেন্টেই চতুর্থ হতে হয় তাঁকে। সবশেষ প্যারিস অলিম্পিকেও ইমরানুরকে দিয়ে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে খেলানো হয়েছে। কিন্তু এবারও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। ১০.৭৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে হিটেই বাদ পড়েন তিনি। হার্নিয়ার সমস্যায় ভুগতে থাকা ইমরানুর খেলতে চাননি প্যারিসে। তাঁকে জোর করিয়ে খেলানো হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। এখন তাঁকে তাকিয়ে থাকতে হবে ২০২৬ সালে সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান ইনডোর অ্যান্ড মার্শাল আর্ট গেমসের জন্য।

কুস্তিতেও পদক জয়ের আশা ছিল। সে লক্ষ্যে ২৬ জুন অনুশীলন শুরু করেন দেশের কুস্তিগীররা। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তাবিউর রহমান পালোয়ান বলেন, 'আমরা সেরা দুজন করে পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। অন্তত একটি ব্রোঞ্জ হলেও পেতাম। কিন্তু এখন গেমস বাতিল হওয়ায় সব স্বপ্ন শেষ। কারাতেরও একই দশা। ফেডারেশনের সহসভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন সেন্টু বলেন, 'একক ইভেন্ট হওয়ায় পদকের স্বপ্ন আমরাও দেখেছিলাম। এখন তো সব শেষ।'

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে

নভেম্বরের এই গেমস বাতিল হওয়ায় চলতি বছরে আর কোনো গেমস নেই। ২০২৫ সালে ইসলামিক সলিডারিটি গেমস রয়েছে। পরের বছর কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান ইনডোর অ্যান্ড মার্শাল আর্ট গেমস এবং এশিয়ান গেমসের সূচি রয়েছে। এতে অংশগ্রহণের কথা রয়েছে বাংলাদেশের।

ওয়ালটন ৪র্থ জাতীয় নারী সেস্টোবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের অ্যাডভাইজার এফ এম ইকবাল বিন আনোয়ার ও সেস্টোবল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ঝর্না আক্তার

ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলের নায়করা

● মো. জোবায়ের হোসেন ●

সিলেট বিভাগের জেলা সুনামগঞ্জ। বাংলাদেশের মানচিত্রের মতোই ক্রীড়াঙ্গনে খুবই ক্ষুদ্র অবস্থানে সুনামগঞ্জ। ফুটবল, ক্রিকেট হকি আরও অনেক খেলায় সিনিয়র জাতীয় দলে সুনামগঞ্জের প্রতিনিধিত্বকারীর সংখ্যা খুবই কম। এরপরও যুগের পর যুগ সুনামগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন অনেকেই। সুনামগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গনের আলোচনায় শুরুতেই আসবে নাজির আহমেদ চৌধুরির নাম। ফুটবলাঙ্গনে যিনি ছোট নাজির হিসেবে পরিচিত। বর্তমান প্রজন্ম নাজিরকে সেভাবে না চিনলেও বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসে অন্যতম সেরা ডিফেন্ডারদের তালিকা করলে নাজির সেখানে থাকবেন। ১৯৭৩ সালে প্রথম বাংলাদেশ দলে ছিলেন। সত্তর দশকে দাপুটে ফুটবলার খেলা ছাড়ার পর নিজ জেলাতেই থিতু হয়েছেন। সুনামগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘদিন। সম্প্রতি সকল জেলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটি বিলুপ্তির আগে তিনি সহ-সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। সুনামগঞ্জের সাবেক ফুটবলার ও রেফারি ইকবাল হোসেন। সুনামগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গনে নাজিরের অবদান সম্পর্কে বলেন, 'তিনি আমাদের সবার আইডল। খেলোয়াড় ও সংগঠক দুই দিক থেকেই তার নাম আসে সুনামগঞ্জে। তিনি কিংবদন্তি ফুটবলার। ফুটবল ফেডারেশন ও ঢাকার চাকচিক্য জীবনের বদলে সুনামগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে কাজ করেছেন। হার্টের অপারেশন হয়েছে। সত্তরের বেশি বয়স এরপরও দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঠিকই স্টেডিয়াম ও ক্রীড়া সংস্থার অফিসে আসেনই।'

খেলোয়াড় ও সংগঠক তৈরি উভয় ক্ষেত্রেই নাজির কাজ করেছেন সুনামগঞ্জে। ইকবাল কবির তার নিজের উদাহরণ দিয়েই বলেন, 'নাজির ভাইকে দেখেই আমরা এসেছি ক্রীড়াঙ্গনে। তার মাধ্যমেই মূলত আমাদের পথচলা। কিভাবে খেলাধুলা আয়োজন করতে হয়, কিভাবে খেলোয়াড় উঠিয়ে আনতে হয়। সব কিছুই তিনি আমাদের দেখিয়েছেন। ফুটবলার হলেও ইকবাল সিরাজগঞ্জের হ্যান্ডবল নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করেন। হ্যান্ডবল ফেডারেশনের আয়োজিত প্রতিটি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সুনামগঞ্জ অংশগ্রহণ করে। আবার নিজ জেলাতেও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। তৃণমূল পর্যায়ে হ্যান্ডবল নিয়ে কাজ করায় বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটিতে জায়গা করে নিয়েছেন। সুনামগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গনে নাজির আহমেদের পর আরেক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি নুরুল হক আম্বিয়া। পাকিস্তান আমলে এই গোলরক্ষক

সুনামগঞ্জ

বেশ সাড়া জাগানো ফুটবলার ছিলেন। নাজির আহমেদের মতো তিনিও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তারও অবদান অনেক সুনামগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গনে। সিলেট অঞ্চলে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হাসন রাজা। বিশিষ্ট মরমী কবি ও গীতিকারের বংশধর আছেন সুনামগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গনে। দেওয়ান ইমদাদ চৌধুরী রেজা হাসন রাজার নাতি। তিনি সদ্য ভেঙে দেয়া সুনামগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্রীড়াঙ্গনেও রাজনৈতিক প্রভাব থাকে। সুনামগঞ্জ এর থেকে ব্যতিক্রম বলে দাবি মন্তব্য দেওয়ান ইমদাদ চৌধুরি রেজার, 'অন্য সকল জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে সুনামগঞ্জ বেশ ব্যতিক্রম। এখানে ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকরাই ক্রীড়া সংস্থায় থাকে। দলীয় কোনো প্রভাব বা কারো ইচ্ছে-অনিচ্ছার প্রতিফলন ঘটে না।' ক্রীড়াঙ্গনের প্রকৃত ব্যক্তিবর্গ থেকেও সুনামগঞ্জ জাতীয় পর্যায়ে তেমন নাম করতে পারছে না। এজন্য খানিকটা আফসোস দেওয়ার রেজার কণ্ঠে। ১৯৯২ সাল থেকে সুনামগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুনামগঞ্জ জেলার খেলাধুলা নিয়ে কাজ করছেন অনেক দিন। এরপরও জাতীয় পর্যায়ে প্রত্যাশিত মাত্রায় প্রতিনিধিত্ব না থাকার কারণ হিসেবে তার দু'টি পর্যবেক্ষণ, 'আমরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছি। সুনামগঞ্জ জেলায় প্রতিবন্ধকতা অনেক। আমাদের মাঠের সংকট তীব্র এর পাশাপাশি আর্থিক সীমাবদ্ধতা। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বাৎসরিক অনুদান ছাড়া আর কোনো আয় নেই। এই দুইয়ের কারণে আমরা ক্রীড়াঙ্গনে সেভাবে অগ্রসর হতে পারিনি।' নাজির আহমেদ স্বাধীনতা পূর্ব থেকে অদ্যবধি সুনামগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নানা উত্থান-পতন সহ নানা কিছুর স্বাক্ষী এই ফুটবলার। সুনামগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গনের একাল-সেকাল নিয়ে তার মন্তব্য, 'বাংলাদেশে আমাকে ছোট নাজির হিসেবেই চিনে ও জানে। সুনামগঞ্জের নাজির হিসেবে আমি তৃপ্তি পাই। যত দিন বেঁচে থাকি সুনামগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গেই থাকব। সুনামগঞ্জে খুব বেশি তারকা খেলোয়াড়ের জন্ম না দিলেও সুশৃঙ্খলতার দিক থেকে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে অন্যতম পথিকৃৎ। আগামীতেও এই ধারা থাকবে।'

বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক জুয়েল রানার পৈতৃক নিবাস সুনামগঞ্জে। তিনি অবশ্য সুনামগঞ্জ থেকে বেড়ে উঠেননি। ঢাকায় বড় হয়ে ঢাকাতেই প্রতিষ্ঠিত। এ রকম আরও কয়েকজন রয়েছেন যারা সুনামগঞ্জের হলেও অন্যত্র বেড়ে উঠা।

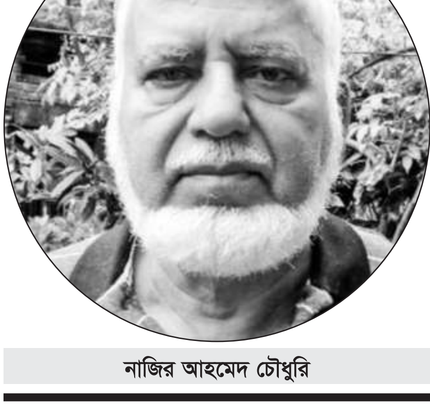

নাজির আহমেদ চৌধুরি

ইকবাল কবির

দেওয়ান ইমদাদ চৌধুরী

সাফল্যের শীর্ষে
ইসলামী ব্যাংক

সকলের আস্থা, বিশ্বাস আর ভালোবাসায় ২০২৩ সালেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামী ব্যাংকের সাফল্যের ধারা অব্যাহত।

- যুক্তরাজ্যভিত্তিক ক্যামব্রিজ আইএফএ কর্তৃক 'দ্য স্ট্রংগেস্ট ইসলামিক রিটেইল ব্যাংক ইন বাংলাদেশ ২০২৩' অ্যাওয়ার্ড
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যাংকিং খাতে সর্বোচ্চ করদাতার স্বীকৃতি
- কমনওয়েলথ পার্টনারশিপ সামিট অ্যান্ড বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস প্রদত্ত 'বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাংক'
- সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণ ও প্রবাসী সেবায় অবদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা
- লন্ডনভিত্তিক গ্লোবাল ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যাওয়ার্ডস কর্তৃক 'মোস্ট আউটস্ট্যান্ডিং ইসলামিক ব্যাংক ২০২৩'
- সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণের জন্য মুক্তধারা নিউইয়র্ক আইএনসি কর্তৃক সম্মাননা
- আইসিএমএবি কর্তৃক 'বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড'
- প্রিপেইড বিজনেস (ডমেস্টিক) ক্যাটাগরিতে 'মাস্টারকার্ড এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড'
- এক্সিলেন্স ইন ইসলামিক কার্ডস, কনজ্যুমার কার্ড (ডেবিট) ও কনজ্যুমার কার্ড (প্রিপেইড) ক্যাটাগরিতে ভিসা পেমেন্টস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস

এসব অর্জনে আমরা উজ্জীবিত। সবাইকে জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা।

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ পিএলসি. | শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

Unitrend_IBBL/24

Google Certified

minister androidtv

WHERE VIEWING EXPERIENCE MEETS REALITY WITH QLED

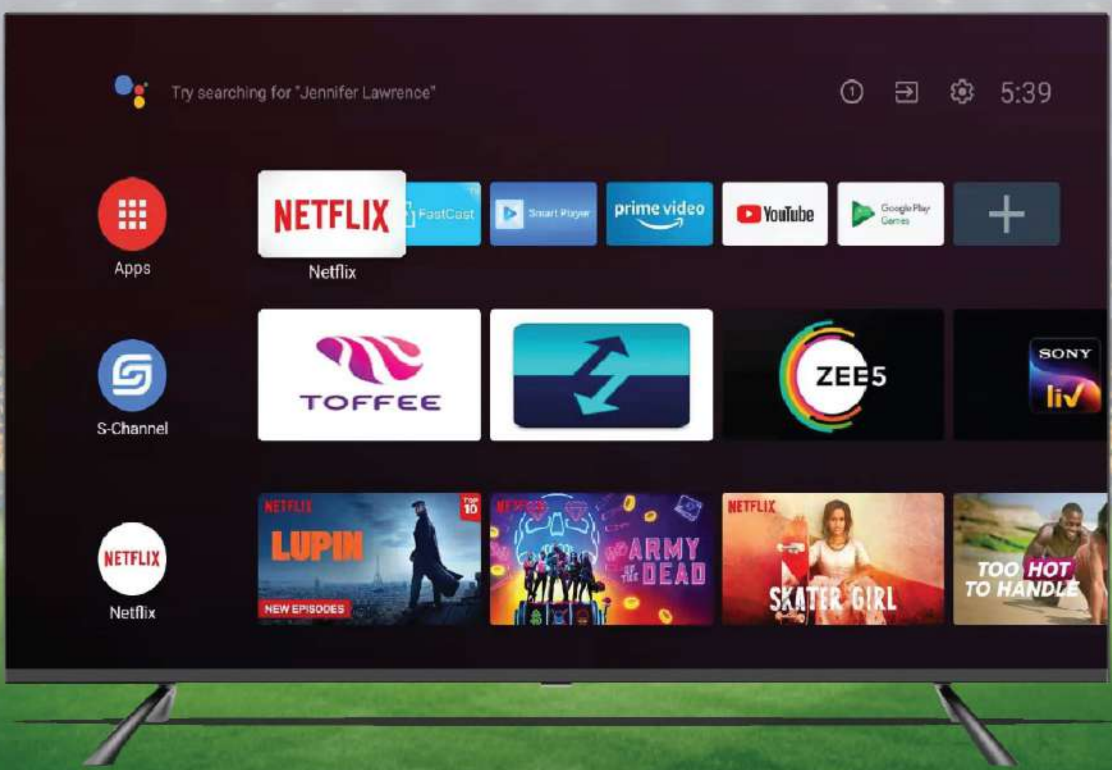

10 YEARS WARRANTY | Eye Protective চোখের ক্ষতি করে না | 4K ULTRA HD | 5 YEARS PANEL GUARANTEE | Voice Control

Minister.Bangladesh www.ministerbd.com 09606700700 *শর্ত প্রযোজ্য

KRIRAJAGAT (A Bengali Sports Fortnightly) Reg. No. DA-422. TK. 20.00

Editor: Mahmud Hossain Khan Dulal, Published by Secretary, National Sports Council, 62/3 Purana Palton, Dhaka-1000, Bangladesh